আমাৰ প্ৰকাশিত পুথি :—

পাৰ্-ফু চিৰিজ : শ্ৰীপ্ৰেমনাৰায়ণ দত্তৰ :— খণ্ডে ২ টকা

১। দিন-ডকাইত
২। ৰাম-টাণ্ডোন
৩। নাৰী-দস্যু (সোনকালে ওলাব)

মণি-মাণিক কথামালা : শ্ৰীপ্ৰেমনাৰায়ণ দত্তৰ :— খণ্ডে ।৵৹ ৮

১। অসমাপ্ত
২। আশীৰ্ব্বাদ
৩। হে হৰি সাৰ-শূন্য

পণ্ডিত শ্ৰীলক্ষ্মীনাথ শৰ্ম্মা ৰচিত :

১। নীতিশ্লোক ৷৵৹ অনা
২। শ্ৰীলক্ষ্মীপূজা ।৵৹ অনা

গৌতমৰ চুটীগল্প—পাঞ্চজন্য (যন্ত্ৰস্থ)

গৌতম্ এণ্ড কোম্পানী
উজান বজাৰ, গুৱাহাটী
অসম।

ধ্রুবতারা

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক

মূল্য ১।০

প্রকাশক—

হেমেন্দ্রকুমার রায়

২১নং পাথুরিয়া ঘাটা বাই লেন

কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ : পৌষ ১৩৬৪

প্রিণ্টার—শ্রীশশীভূষণ পাল

মেটকাফ্ প্রেস

১৫নং নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(অবিনাশবাবুর প্রবেশ)

অ। খবরের কাগজ পড়া হচ্ছে ? নতুন খবর কিছু আছে ? (উপবেশন। গলার চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের উপরে রাখিয়া) কেমন গরমটা পড়েচে বল দেখি ?

হ। Oh, it is beastly tremendous hot। বেয়ারা! চা লে আও। ... no news in particular.

(চুরুট ধরাইলেন। বেহারা অবিনাশবাবুর জন্য এক পিয়ালা চা দিয়া গেল)

অ। (চা পান করিতে করিতে) উঃ, গরমের চোটে কাল সারারাত একটুও ঘুম হয় নি। তুমি কেমন ছিলে ?

হ। I had not a wink of sleep till one o'clock। পরে যা হয়েছিল, তাও sound sleep নয়। এই কলকাতা সহর, এ যেন একটা অগ্নিকুণ্ড।

অ। এ সময়টায় তুমি তো অনায়াসেই দেশে গিয়ে থাকতে পারো। সেখানে তো এমন গরম পড়ে না।

হ। তা পড়ে না বটে। দেশে বাস করা সম্ভব কিনা, তা একবার আমি সে experiment ক'রে ছিলুম। কিন্তু পরীক্ষার ফল মোটেই আশাজনক নয়।

অ। কেন ?

হ। সেখানে দিনরাত্রি গ্রাম্য লোকের নানাপ্রকার উৎপাত। কারুর কন্যাদায়, দাও তাকে টাকা। কারুর মাতৃশ্রাদ্ধ, দাও তাকে টাকা। কোন ব্রাহ্মণের ছেলের উপনয়ন, দাও তাকে টাকা। কারুর ছেলে কলকাতায় পড়তে চায়, দাও তাকে টাকা। কেন বাপু আমি টাকা দেব ? আর বামন হয়ে তোমাদের চাঁদ ধরবার সাধই বা কেন ? ছেলে-

পুলের লেখাপড়া, উপনয়ন আর বিদ্যাশিক্ষার জন্যে যাদের ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, ম্যালথাসের থিওরি অনুসারে সন্তান জন্মাবার আগেই তারা সাবধান হয় না কেন ?

অ। (নীরবে চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে লাগিলেন)

হ। তার উপরে পাড়াগেঁয়ে লোকগুলো নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর—ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইবার etiquette জানে না। তুমি শুনলে অবাক হবে অবিনাশ, তারা বিনা আমাকেও "বাবু" ব'লে ডাকতে সাহস করে ?

অ। (মৃদু হাস্যের সঙ্গে) তারা বোধ হয় "ময়ূরপুচ্ছ ও দাঁড়কাকে"র গল্প পড়ে নি, তাই তোমাকে 'বাবু' বলে ভ্রম করে।

হ। (ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) তোমার কথার অর্থ বুঝতে পারলুম না।

অ। বোঝবার দরকারও নেই।

(বেহারার প্রবেশ)

বে। হুজুর, দোঠো বাবু মোলাকাৎ করনে আয়ে হেঁয়।

হ। আনে দেও।

(বেহারার প্রস্থান)

হ। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, তাই কলকাতায় থেকে—

অ। এই গরমেও স্বস্তি উপভোগ কর ?

(বেহারার সঙ্গে দুইটি যুবক—উপেন্দ্র ও বীরেন্দ্র—ঘরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেকটা ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে জুতো বাহিরেই খুলিয়া রাখিয়া তাহারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল।)

হ। Good morning—sit down. What do you want ?

বলুন, commercial finality বলুন, আর legal finalityই বলুন। বিশেষতঃ business matters কিছুই final ব'লে ধরা যায় না।

অ। হরিশ ভায়া, তোমার কথার গতি যে ক্রমেই ঊর্দ্ধদিকে উঠছে!

হ। (অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে অবিনাশবাবুর দিকে চাহিলেন)

অ। ভালো কথা, অরুণের আর কোন খবর পেয়েছ?

হ। খবর আর কি? Involved in another disgraceful muddle—আবার একটা বিবাহের চুক্তিভঙ্গ মামলায় পড়েছে; you see, মাথার ওপরে কেউ না থাকলে, আমাদের youngmanদের বিলাতে পাঠানো মোটেই নিরাপদ নয়। He is a regular scapegrace!

(বেহারার প্রবেশ)

বে। হুজুর, ডাকা দেখনে এক ব্রাহ্মণ আয়া হৈ—মোলাকাৎ করনে চাহতে হৈঁ।

হ। আনে দেও

(বেহারার প্রস্থান)

অরুণ পড়াশুনোয় নিতান্ত মন্দ ছিল না, ব্যারিষ্টারীও পাস করতে পারে। But I have got awfully tired of him. (হঠাৎ দরজার দিকে তাকাইয়া তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ। ময়লা ধুতি চাদর পরা, হাতে একটা গামছা-বাঁধানো পুরাণো ক্যাম্বিসের ব্যাগ, গামছার মুড়োয় বাঁধা একটা ক্ষুদ্র হুঁকা। পায়ে ধূলমাখা ছেঁড়া চটি। বর্ণ কালো হইলেও, তাহার উন্নত নাসা, বিস্তৃত ললাট, তেজোব্যঞ্জক চক্ষু, [illegible] শিখা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় বলিয়া ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই।]

ব্রা। বাবু, আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করি। আমার নাম হরকান্ত

বিদ্যালঙ্কার—নিবাস বিক্রমপুর, মধ্য পাড়া। আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর আমাকে বিশেষরূপে জানতেন। আপনাদের বাড়ীতে আমি কত নিমন্ত্রণে গিয়েছি। আমার ষোলআনা বিদায় বরাদ্দ ছিল। (বিনাসঙ্কোচে ধুপ্ করিয়া গদীমোড়া সোফায় উপবেশন। স্প্রিংযুক্ত গদী নীচের দিকে দমিয়া যাইবামাত্র ব্রাহ্মণ সভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সন্দেহপূর্ণ নেত্রে একবার সোফার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তারপর গৃহতলে কার্পেটের উপরে বসিয়া পড়িলেন)

হ। (ব্রাহ্মণের রকম-সকম দেখিয়া ব্যঙ্গপূর্ণ মৃদু হাসি হাসিতে হাসিতে) কি চান আপনি?

ব্রা। (জুৎসাৎ হইয়া বসিয়া) তা ক্রমেই বলছি। আগে কিঞ্চিৎ তামাক দিতে বলুন—ওরে কে আছিস রে, আমার এই হুকোটা নিয়ে জল ফিরিয়ে আন্। (হুঁকাটি বস্ত্রমুক্ত করিতে লাগিলেন)

হ। এখানে তামাক খাবার কোন ব্যবস্থা নেই। চুরুট যদি খান তবে দিতে পারি।

ব্রা। (ম্লান হাস্য করিয়া) না বাবু, এই বুড়োবয়সে চুরাট হজম করতে পারব না। কি আশ্চর্য? আপনার এখানে তামাক খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই? তবে ভদ্রলোক এলে করেন কি? দুর্গা—দুর্গা—(হাই তুলিয়া তিনবার তুড়ি দিয়া) রাত্রে ভারি শীত হয়েছিল, একটুও নিদ্রা হয় নি।

হ। (অধীর স্বরে) আপনার কি প্রয়োজন, শীঘ্র বলুন। আমার অন্য কাজ আছে।

ব্রা। এত তাড়াতাড়ি কেন বাবু? ভেবেছিলুম, স্নানাহার সেরে সুস্থ হয়ে সে বিষয়ের অবতারণা করব। যা হোক, যা বলবার এখনি বলছি, শ্রবণ করুন।

হ। খুব সংক্ষেপে বলবেন, আমার সময় বড় অল্প।

ব্রা। (নস্যের কৌটা হইতে নস্য লইয়া, প্রচণ্ড হাঁচির পর) বাবু, কথা আর কি, আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে একটি টোল আছে— পাঁচটি ছাত্র থাকে, আমার কাছে ন্যায়শাস্ত্র পড়ে। অন্য কোন জীবিকা নেই, কেবল কয়েকঘর শিষ্য যজমান আছে আর মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণের পত্রী দু একখানা পাই। নিমন্ত্রণের বিদায় থেকে বাৎসরিক আয় যৎসামান্য, তারই সাহায্যে নিজের পরিবারের আর শিষ্যবর্গের ব্যয় কোন ক্রমে চালিয়ে আসছি। গত বৎসরে পুত্রের উপনয়নে কিছু ঋণগ্রস্ত হয়েছি, তার উপর গৃহদাহে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি। তাই আমার এখানে আগমন. আপনাদের বংশ দেশপ্রসিদ্ধ, আপনার স্বর্গীয় পিতার যথেষ্ট সদ্ব্যয় ছিল। কালিদাস মেঘদূতে বলেছেন—

"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

অর্থাৎ, গুণশীল ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা করতে গিয়ে বিফলমনোরথ হওয়াও ভালো, তবু নীচের কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। আপনি উচ্চ-কুলোদ্ভব উচ্চশিক্ষিত জমিদার, তাই আপনার কাছেই এসেছি। আপনার এই প্রাসাদে কিছু দিন অবস্থান করে, আপনার পাঁচ সে এই কলিকাতা সহর থেকে যদি কিছু অর্থলাভের চেষ্টা করব। কিন্তু বাবু, তামাক অভাবে [illegible] হয়ে পড়ছে। আপাততঃ বাজার থেকে কিছু তামাক আনাবার হুকুম দিন—দুর্গা—দুর্গা।

হ। ঠাকুর, you have counted without the host. অর্থাৎ আপনি আসল ব্যক্তিকে গণনা করেন নি।

ব্রা। সে কি? তবে কি আমি ভ্রমবশতঃ অন্য ব্যক্তির নিকটে আগমন করেছি? আপনি কি তবে স্বর্গীয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র নন?

হ.। (বিরক্তির সহিত) হাঁ, হাঁ আমি তারই পুত্র। কিন্তু আপনি যে মৎলবে এখানে এসেছেন, তা খাটবে না। (নূতন চুরুট ধরাইলেন)

ব্রা। (বিস্মিত, হতাশ ও হতভম্বের মত) কেন বাবু, সে কি কথা ?

অ। (সহাস্যে) আপনি বার বার কাকে বাবু সম্বোধন করছেন ? 'বাবু' শব্দের যে অপপ্রয়োগ হচ্ছে। এঁর পোষাক দেখে কি বুঝচেন না যে, ইনি মোটেই বাবু নন ?

ব্রা। (অধিকতর হতভম্ব হইয়া) তবে উনি কি ?

হ। (চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে) আমি আপনার সঙ্গে আর বেশী কথা বলতে পারব না। **My time is most valuable**—আমার সময় খুব মূল্যবান—আমার কথা হচ্ছে এই যে, আপনার এখানে থাকবার সুবিধা হবে না।

ব্রা। কথাটা বুঝলুম না। আপনার এই সুবৃহৎ অট্টালিকায় আমার মত সামান্য একটি লোকেরও মাথা রাখবার ঠাই হবে না ? তবে অতিথি অভ্যাগত এলে আপনি কোথায় তাদের স্থান দেন ?

হ। Damn your অতিথি অভ্যাগত! এটা পাড়াগাঁ নয়, এটা কলকাতা সহর। এখানে আবার অতিথি অভ্যাগত কি ? এখানে যাঁরা guest হন, তাঁরা আপনার মতন vagabond নন। আমি indiscriminate অর্থাৎ বিনাবিচারে দান করাকে ঘৃণা করি।

ব্রা। তবে কি আপনি আমার সঙ্গে বিচার করতে চান ? করুন, আমি খুব প্রস্তুত আছি। কোন বিষয়ে বিচার করবেন ? ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ন্যায়—এর যে কোন বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি বিচার করতে পারি। ন্যায়ের মতে পদার্থ হচ্ছে ষোড়শ প্রকার, যথা, প্রমাণ—প্রমেয়—সংশয়—

হ। (সক্রোধে) Down with your প্রমাণ প্রমেয়! আপনি আমার কথা বুঝচেন না কেন ? অবিচারে যাকে তাকে দান করা আমার মতের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে আমার মত খুব cut and dried—অর্থাৎ কাটা ও শুক্‌নো। কোন organized body—what do you call

it ? কোন মিলিত সমাজ—যেমন Hospital, School, Orphanage—এই সব মিলিত সমাজকে আমি দান করতে পারি।

ব্রা। তবে আমার টোলও তো আপনার দান পাবার যোগ্য ?

হ। না—না, কখনই না। It is the relic of an old superstitious school of learing—এ হচ্ছে একটি প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন শাস্ত্রের ভগ্নাবশেষ, আমি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। এরূপ ভিক্ষাবৃত্তি আধুনিক অর্থনীতি শাস্ত্রের সম্মত নয়। এতে self-reliance অর্থাৎ আত্মনির্ভরতা জন্মাতে পারে না। আত্মনির্ভরতা আমাদের National character অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রের একটা বড় কলঙ্ক। You must stand on your own legs—আপনি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার অভ্যাস করুন।

ব্রা। বাল্যকাল থেকেই তো সে অভ্যাস করে আসছি।

হ। আহ, আপনি আমার কথার ভাবার্থ বুঝছেন না। আজ যদি লণ্ডন সহরে আপনি এই রকম ভিক্ষা করতে বেরুতেন, তবে নিশ্চয়ই vagrant—ভিক্ষুক বলে আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দিত।

ব্রা। (ক্রোধকম্পিত স্বরে) কি বল ? আমি হরকান্ত বিদ্যালঙ্কার, ভিক্ষুক ! তোমার বাড়ীতে এসে তা ব'লে আমি কি তোমার চোখে এতই হীন হয়ে পড়েছি ? দুপাত ইংরাজী পড়ে সাহেব হয়েছ—থাকৃত যদি তোমার বাপ তারাশঙ্কর বাড়ুয্যে, তবে সে আমার সম্মান বুঝত।

অ। ঠাকুর, রাগ করেন কেন ? ইনি তো তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নন, ইনি হচ্ছেন মিঃ এইচ, সি ব্যানার্জ্জি। আপনার আগেই মানে মানে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। (হরিশচন্দ্রের কাণে কাণে) তুমিও যেমন ! ব্রাহ্মণের হাতে কিছু গুঁজে দিলেই তো এত অশান্তির সৃষ্টি হ'ত না।

ব্রা। (অবিনাশবাবুকে) মশাই ! দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, পরম নিষ্ঠাবান, ধার্ম্মিক তারাশঙ্করের ঔরসে যে এমন একটা ফিরিঙ্গির জন্ম

হয়েছে, তা আমি সহসা বিশ্বাস করতে পারি নি। (হরিশচন্দ্রের প্রতি) বাবু, তোমার এই রাজপ্রাসাদের চেয়ে কাজলপুরের রমানাথ দত্তের ভাঙা ঘরও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

হ। (পকেট থেকে একটা টাকা বার করিয়া ব্রাহ্মণের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) এই নিয়ে প্রস্থান করুন।

ব্রা। (সতেজে) কি, আমি তোমার দান গ্রহণ করব? কখনো না! একটাকা কেন, তুমি একশো টাকা দিলেও আমি গ্রহণ করব না। তুমি ম্লেচ্ছ, তোমার দান গ্রহণ করলে আমাকে পতিত হ'তে হবে।

উ। আপনি ঠিক বলেছেন। এত অপমানের পর আপনার এ টাকা গ্রহণ করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

হ। (ক্রুদ্ধ স্বরে) You meddlesome youngster! What business have you to interfere? Do you expect that I shall appoint such an impertinent hot-headed young man to teach my sons?

উ। I care a fig for your post—I hate to serve such a hypocrite as your are—a jakdaw in borrowed feathers! এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে অপমান করবার আপনার কিছুমাত্র অধিকার নেই।

ব্রা। তুমি, ঠিক বলেছ। তুমি চিরজীবী হও। আমি এখানে এসে বড় অপকর্ম্ম করেছি। দুর্গা শ্রীহরি বল। (ব্যাগ লইয়া প্রস্থান। উপেন ও বীরেনও পিছনে পিছনে গেল)

হ। আপদ গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাজলপুর। দত্ত বাড়ীর অন্দর মহলের একটি ঘর।

শয্যার উপরে বনলতা নিদ্রিতা।

শরৎশশীর প্রবেশ।

শরৎ। ওলো নতুনবৌ, উঠ্'বি না? এ ক'দিন ঠাকুরপো এখানে ছিল ব'লে বুঝি দিনে রেতে চোখের পাতা মুদিস্ নে? এখন অষ্টপহর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাই শোধ তুলছিস্ বুঝি?

বনলতা। (উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া, সলজ্জ হাসি হাসিয়া) তোমার পায়ে পড়ি দিদি, তুমি চুপ কর। অত গোল করলে আমি কথা কইব না।

শরৎ। চুপ করব কেন, এখানে আর কেউ নেই, তোর কথা কেউ শুনতে পাবে না।

বন। বড়দিদি কি করছেন?

শরৎ। তিনি ও-ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

বন। মা কোথায়?

শরৎ। তিনি পশ্চম ঘরে কড়ির আল্না তৈরী করছেন। তোর এত খবরে কাজ কি লো? (একটি ছোট টুকরি পাড়িয়া তাহার মধ্য হইতে একখানা কাঁথা বাহির করিলেন এবং তাহাতে লাল পাড় দিতে আরম্ভ করিলেন)

বন। দিদি, তোমার হাত খুব পাকা।

শরৎ। তুই পারিস্ না কি?

বন। আমি মোটা পাড় দিতে পারি।

শরৎ। তবে আমার কাছে শিখতে পারবি। এই দ্যাখ্, আমি আর একখানা কেমন ভালো কাঁথা শেলাই করেছি। (টুকরির ভিতর হইতে একখানা লাল নীল কালো-সবুজ নানাপ্রকার লতা, ফুল ও কল্কা তোলা কাঁথা বাহির করিলেন)

বন। (মনোযোগের সঙ্গে কাঁথাখানা দেখিয়া) এ কাজে বড় খাটুনি তো দিদি! তোমার কতদিন লেগেছিল?

শরৎ। একবৎসরের কম নয়। গেল বছরে ফরিদপুরের মেলায় এখানা দিয়ে চল্লিশটাকা পুরস্কার পেয়েছিলুম। জজ সাহেবের মেম নাকি আমার কাঁথাখানার খুব সুখ্যাতি করেছিলেন।

বন। তা সুখ্যাতি করবেন না? জিনিষ যে খুব ভালো। আমার মাও খুব ভালো কাঁথা শেলাই করতে পারেন। তাঁর কাছ থেকে আমিও একটু একটু শিখেছি। দিদি! আমার মা এখন কি করছেন, বল তো?

শরৎ। কি জানি?

বন। তিনি শুয়ে শুয়ে আমার জন্যে নিশ্চয়ই কত কাঁদছেন! তাঁর চোখে একটুও ঘুম নেই। কেবল আমার কথা ভাবেন—না দিদি? (চোখে জল আসিল)

শরৎ। মায়ের কথা বলতে বলতে অমনি চোখে জল! তুই কচিখুকী নাকি লো? তোর বালিসের কাছে ওখানা কি বই দেখি?

বন। (চোখ মুছিয়া, সলজ্জে) শিশুশিক্ষা—প্রথম ভাগ।

শরৎ। (হাসিয়া) ওহো, বুঝেছি। ঠাকুরপো বুঝি দিয়েছে? রাত্তিরে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়া হয়?

বন। (লজ্জায় মুখ নামাইয়া) ইস্ আমি বুঝি রাত্তিরে পড়ি? আমি বই পড়তে পারব না। এই নাও, তুমি পড়। (বইখানা শরৎশশীর হাতে ছুঁড়িয়া দিল)

শরৎ। কেন, তুই পড়বি না কেন?

বন। প'ড়ে কি হবে? আমি কি চাকরি করতে যাব?

শরৎ। কিন্তু তারা তো তা বোঝে না। তারা মুখ্যু বউ নিয়ে ঘর করতে চায় না। বলে—লেখাপড়া না শিখলে আমরা নাকি ওদের মনের ভাব বুঝতে পারি না। কিন্তু আসল কথা কি জানিস? তারা চায় যে আমরা তাদের কাছে খুব ঘন ঘন চিঠি লিখি—আর কেবল লিখি, প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তোমাকে একটিবার চোখের দেখা না দেখলে আমি আর বাঁচব না—এইরকম সব ছাইভস্ম!

বন। ছি—এ-সব লিখতে লজ্জা করে না? তুমি বুঝি এইরকম চিঠি লিখতে?

শরৎ। দূর, দূর, আমি কেন এ-সব ছাইভস্ম মাথামুণ্ডু লিখতে যাব? উনি যখন কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলেন, তখন আমাকে ঘন ঘন চিঠি লিখতে বলতেন বটে।

বন। আচ্ছা, দিদি, সে-সব চিঠি যখন তোমাকে এনে দিত, তখন তোমার লজ্জা করত না? আমায় কিন্তু সে রকম চিঠি যদি লেখে, তবে লজ্জায় আমি যে মুখ দেখাতে পারব না! আমি বলব, আমাকে চিঠি লিখো না। ইস্—আমি লেখাপড়াও শিখব না, চিঠিও পড়ব না।

শরৎ। কিন্তু এ লজ্জা কতদিন থাকবে? আমারও প্রথম-প্রথম খুব লজ্জা করত। ছোট্‌-ঠাকুরপো আর ঠাকুরঝিরা সেই-সব চিঠি নিয়ে আমাকে কত ঠাট্টা করত। কিন্তু শেষে তিনদিন অন্তর চিঠি না পেলে মন অস্থির হয়ে উঠত। (দীর্ঘশ্বাস) নতুন বৌ, আমার সে চিঠি পাওয়ার দিন আর আসবে না।

বন। (নীরবে রহিল, তাহারও চোখ ছল্ ছল্ করিতে লাগিল)।

[নেপথ্যে বড়গিন্নী—"ওলো মেজ বৌ! অ নতুন বৌ! তোরা আয়, রামায়ণ পড়া শুনবি"]

শরৎ। যাই মা—

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মেসের একটি ঘর।

[উপেন, বীরেন ও কুমুদ একসঙ্গে বসিয়া মুড়ি, কলা ও বাতাসা খাইতেছিল]

বী। উপেন, তোর খবর কি? কাজ-টাজ কিছু জুটল?

উ। তা জুটেছে। ব্যানার্জ্জি-সাহেবের বাড়ীতে সেই যে অবিনাশবাবুকে দেখেছিলে, তিনি আমাকে একটি কাজ ক'রে দিয়েছেন।

বী। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। তোমার ঐ ব্যানার্জ্জি-সাহেবের মত লোকের পাল্লায় আমাকে যেন কখনো পড়তে না হয়। তাঁর কথাবার্ত্তা শুনলে সুগম্ভীর হিমালয় পর্ব্বতও বোধ হয় অট্টহাস্য না ক'রে থাকতে পারত না। তাঁর finality সম্বন্ধে লেকচার, 'cut and dried অর্থাৎ কাটা ও শুকনো' ইত্যাদি বুলি অতি চমৎকার!

কু। এবারের কাজটি কি রকম?

উ। কাজটি ভালো। দুটি ছেলেকে সকালে-বিকালে দু-ঘণ্টা পড়াতে হবে, মাইনে কুড়ি টাকা। যাঁর বাড়াতে গিয়ে ছিলুম তিনি ব্রাহ্ম, নাম পরেশনাথ মিত্র। তাঁকে খুব ভদ্রলোক বলে মনে হ'ল। তবে সে ভদ্রতা মৌখিক কি আন্তরিক তা এখনো বুঝতে পারি নি।

বী। হঠাৎ লোক চেনা যায় না।

উ। (এক ঢোঁক জল খেয়ে) আর একটা কথা বলতে ভুলেছি। পরেশবাবুর দুটি ছেলে ছাড়া, আর একজনকেও পড়াতে হবে। সেটি বোধ হচ্ছে ফাও।

বী। সে আবার কি ?

উ। পরেশবাবুর একটি ভগ্নী আছেন, নাম চারুলতা, এবারে বেথুন ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেচেন। অবশ্য আমাকে নিয়মিত ভাবে তাঁকে পড়াতে হবে না, তবে যদি কখনো কিছু বুঝতে না পারেন, আমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

বী। তুই এতক্ষণ এ কথা বলিস্ নি কেন ? তুই তো নিতান্তই বেরসিক দেখছি !

কু। (মুড়ি চিবাইতে চিবাইতে) অতি চমৎকার। Most romantic। মেয়েটি দেখতে কেমন ? বয়স কত ?

উ। মেয়েদের নাম শুনলেই বুঝি তোমাদের জিভে জল আসে ? আমি স্বধু একবার তার দিকে চেয়েছি, খুঁটিয়ে দেখতে আমার কেমন লজ্জা করতে লাগল। তবে রংটি বেশ ফর্সা, বয়স পনেরো ষোলো হবে।

বী। Capital।—তার বেশী আর কি চাও ? কিন্তু দেবর লক্ষ্মণের মতন তুই তার মুখের পানে তাকাতে পারলি না, দেখ্‌লি খালি তার দুই পা ? ধেৎ, বোকা কোথাকার !

কু। উনি একজন মস্ত সতী সাধ্বী পতিব্রতা কিনা ? আচ্ছা, তারপর—তারপর কি হ'ল ?

উ। তোমরা অমন বখামো করলে আমি আর কিছুই বলব না।

বী। আচ্ছা, আমরা চুপ করলুম—কুমুদ, চুপ কর—চুপ—চুপ ! (ওষ্ঠে তর্জ্জনী সংলগ্ন করিল)

উ। মেয়েটিকে বড় লাজুক ব'লে বোধ হ'ল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—'আপনি কি কি বই পড়েন ?'

বী। তোর চোখ দুটিও তখন অবশ্য মাটির দিকে ছিল?

কু। মাষ্টার হয়ে ছাত্রকে আপনি সম্বোধনটা কেমন?

উ। যাও যাও—তোমরা বড় ফাজিল।

বী। না—না—চুপ—চুপ। এবার নাকে খৎ দিচ্ছি, আর কথা কইব না। তুই বল্‌না—সে—শ্রীবিষ্ণু—তিনি কি বললেন?

উ। সে খানকয়েক বইয়ের নাম করল।

বী। সেই কঠোর বইয়ের নামগুলি অবশ্যই তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়নি—কারণ তুমি তখন তার সেই বীণানিন্দিত স্বরে মুগ্ধ হয়েছিলে—

কু। ঠিক বসন্তসমাগমে কোকিলের প্রথম ঝঙ্কারের মত—

বী। আর তুমি নিশ্চয়ই হাঁ ক'রে তার মুখকমলের পানে তাকিয়েছিলে—

উ (হাসিয়া) না, তবে আমি উঠলুম। তোমরা ভারি বখা হয়েছ।

বী। চুপ চুপ—কুমুদ, তুই ভারি বখা হয়েছিস্‌ [illegible] কথা, [illegible] তার মুখের পানে তাকাবে কেন, চেয়েছিল তার শ্রীচরণকমলের দিকে—এ আমি হলপ ক'রে বলতে পারি কিন্তু [illegible] ব'লে যা [illegible], বলে যা,—এবার আমরা একেবারেই বোবা হলুম। তারপর কি হল বল্‌?

উ। আমি বললুম "কোন বিষয়ে আপনার যখন সন্দেহ হবে, আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন।

বী। সে কি বললে?

উ। "আচ্ছা" ব'লে উঠে গেল।

কু। আর তোমার মানস সরোবরে তরঙ্গ তুলে যেন একটি রাজহংস ভেসে গেল—

বী। আর তুমি মন্ত্রমুগ্ধ মৃগের মত তার পানে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলে—

কু। অস্তগত সূর্য্যের শেষ রেখাটির পানে শারদ-সন্ধ্যা যেমন ক'রে তাকিয়ে থাকে।

বী। সুন্দর! অতি সুন্দর! চমৎকার উপমা! কুমুদ আজ থেকে তোকে modern কালিদাস ব'লে ডাকব।

উ। কুমুদের বথামি অসহ্য! তার বোঝা উচিত, বথামি আর কবিত্ব এক জিনিষ নয়।

বী। তা জানি। কিন্তু সমালোচক-মশাই, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। আচ্ছা, আপনার এই শিষ্যাটি বেশী সুন্দরী, না, আপনার সেই বাড়ীর শিষ্যাটিই বেশী সুন্দরী?

উ। যাও, তুমি একেবারে ব'য়ে গিয়েছ।

কু। কেন, এ কথায় দোষ কি? এক ফুলের সঙ্গে বুঝি আর এক ফুলের তুলনা করা চলে না?

উ। যদি বলি যে আমার স্ত্রীই বেশী সুন্দরী?

বী। তা তো বলবেই। বঙ্কিমবাবু বলেন, বাঙালীমাত্রই নিজের স্ত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ব'লে মনে করে।

উ। আর যদি বলি এই চারুলতাই বেশী সুন্দরী?

কু। তা তো বলবেই। ডি, এল, রায় বলেন, পরস্ত্রী মাত্রই সুন্দরী।

উ। তাহ'লে আমাকে এমন প্রশ্ন করাই বৃথা।

কু। আচ্ছা, তোর মনের কথাটা তবু শোনাই যাক্ না কেন?

উ। শারীরিক সৌন্দর্য্যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

বী। আর মানসিক সৌন্দর্য্য, learning, accomplishment—এ-সবের কথা ধরলে অবশ্যই বিপরীত?

উ। তাতে আর সন্দেহ নেই।

কু। আর তুমি শারীরিক সৌন্দর্য্যের চেয়ে মানসিক সৌন্দর্য্যেরই বেশী পক্ষপাতী?

বী। উপেন, সাবধান—don't fall in love with her!

উ। ছিঃ, তোমরা একেবারেই অধঃপাতে গিয়েছ, তোমাদের সঙ্গে আর আমি মেলামেশা করব না। (দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দরজা দিয়া অবিনাশবাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া পিছাইয়া আসিয়া নমস্কার করিল)

অ। কাদের সঙ্গে আর মিশবে না উপেন?

উ। (সলজ্জে) না, ও-একটা বাজে কথা।

অ। (ঘাড় নাড়িয়া) না, কথাটা বোধ হয় নেহাতই বাজে নয়। এই রকম সব বাজে কথার ভিতরেই কাজের কথার বীজ লুকানো থাকে। তোমাদের যা কথা হচ্ছিল, আমি যে আসতে আসতে তার কতক কতক শুনতে পেয়েছি ভায়া।

উ। (অধিকতর লজ্জায় অধোবদন হইল)

অ। সেদিন তোমার তেজ, স্পষ্টবাদিতা আর মনের স্বাধীনতা দেখে তোমার উপরে আমার স্নেহের উদয় হয়েছে। আর তোমাকে যে একটু একটু ভালোবেসেও ফেলি-নি, তাও বলতে পারি না।

উ। আজ্ঞে, সে আপনার দয়া। পরেশবাবুর বাড়ীতে আমার এই চাকরীটি জুটিয়ে দিয়ে আপনি আমার বিশেষ উপকার করেছেন।

অ। কিন্তু উপকারের ভিতর থেকে অপকারের জন্ম হ'লেও আমি বিস্মিত হব না।

উ। এ আপনি কি বলছেন?

অ। তোমরা সাধারণ বাঙালী ঘরের ছেলে, আধুনিক মেয়েদের সম্পর্কে কখনো আসনি। তরুণীর মানসিক সৌন্দর্য্য তোমাদের মতন যুবকদের কাছে বড়ই বিপদজনক জিনিষ। তাই আমিও তোমাকে বলতে চাই, সাবধান! নাগরিকার মানসিক সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়ে কোনদিন যেন ভুলতে চেষ্টা কোরো না যে, শান্ত পল্লীগ্রামের সুমধুর ছাঁদনাতলায়

একদিন রাঙা-চেলির ঘোম্‌টার ভিতর থেকে নোলোক-পরা কোন্‌ কিশোরীর ছুটি সরল চোখের সঙ্গে তোমার মিষ্টি শুভদৃষ্টি হয়েছিল! বিলাতী মসুমী ফুলের বাহার দেখে দেশী জুঁই-চামেলীর গন্ধ ভুলো না যেন, এই আমার অনুরোধ।

উ। তবে কি পরেশবাবুর বাড়ীতে আপনি আমাকে চাকরি করতে নিষেধ করেন?

অ। না, না, মোটেই নয়। পরেশবাবু অতি ভদ্র, অতি সাধু ব্যক্তি। সেখানে যে ছাত্রীটিব সঙ্গে তোমার দেখাশুনো হবে, তার চরিত্রের সৌন্দর্য্যকেও আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু বল দেখি ভায়া, চুম্বক লোহাকে টানে কেন, আর লোহাই বা চুম্বকের সে আকর্ষণে সায না দিয়ে থাকতে পারে না কেন?

উ। চুম্বকের স্বধর্ম্ম হচ্ছে লোহাকে আকর্ষণ করা, আর লোহার স্বধর্ম্ম হচ্ছে চুম্বকের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করা।

অ। যৌবনে পুরুষ আর নারীর মনও হচ্ছে ঠিক সেই রকম। একজন আকর্ষণ করে, আর একজন আকৃষ্ট হয়। আশা করি, আমার এই ইঙ্গিত তোমাব মনে থাকবে। (প্রস্থান)

উ। আশ্চর্য্য লোক!

বী। উপেন, আমিও আবার বলি, সাবধান—don't fall in love with her!

উ। তোমরা চুলোয় যাও—(প্রস্থান—পিছনে পিছনে বীরেন ও কুমুদও হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা।

(ঘরটি বেশ বড়। মেঝে ম্যাটিং করা, মাঝখানে একটি গোল টেবিল ও চতুর্দ্দিকে কয়েকখান চেয়ার। চারিপাশের দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েলপেণ্টিং ছবি ও ফোটোগ্রাফ রহিয়াছে, সেগুলি প্রায় বিলাতী প্রাকৃতিক দৃশ্য। ফোটোর মধ্যে একখানি রাজা রামমোহন রায়ের, একখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, একখানি কেশবচন্দ্র সেনের ও একখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি। ঘরের এক কোণে একটি টেবিল-হার্ম্মোনিয়াম ও আর এক কোণে একটি পিয়ানো।

পরেশবাবু সপরিবারে চা পান করিতে বসিয়াছেন। পরেশবাবু ও তাঁহার গৃহিণী প্রভাবতী টেবিলের একধারে বসিয়াছেন, অমল ও বিমল দুই ছেলে পরেশবাবুর বাম পার্শ্বে ও ভগ্নী চারুলতা অন্য পার্শ্বে। সামনের দিকে প্রতিবেশী ডাঃ জি, চক্রবর্ত্তি।)

(চারু দাঁড়াইয়া সবাইকে চা পরিবেশন করিতেছে, এমন সময়ে উপেনের প্রবেশ)

প। আসুন উপেনবাবু, বসুন।

(উপেন একটু দূরের একখানা চেয়ারে গিয়া বসিল)

ডাঃ। (পরেশবাবুর দিকে জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন)

প। (চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া) ডাক্তার, ইনি হচ্ছেন আমার ছেলেদের নতুন প্রাইভেট টিউটার। এঁর নাম উপেন্দ্র দত্ত। আপাততঃ এম-এ পড়ছেন, পঁচিশ টাকা বৃত্তি পান। ইনি খুব সচ্চরিত্র।

ডাঃ। (উপেনের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া) শুনে সুখী হলুম—ইসে, আপনার বাড়ী কোথায়?

উ। ফরিদপুর জেলায়, কাজলপুর গ্রামে।

প। উপেনবাবু, ইনি আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু, আমাদের বাড়ীর ডাক্তার। এঁর নাম গোবর্দ্ধন—

ডাঃ। আমার নাম জি, চক্রবর্ত্তী।

প। (অপ্রতিভ ভাবে) ডাক্তার জি, চক্রবর্ত্তী চারু, মাষ্টারবাবুকে এক পেয়ালা চা দাও।

উ। (সলজ্জ ভাবে) আজ্ঞে, আমি চা খাই না।

ডা। (চায়ের পেয়ালা হইতে সহসা মুখ তুলিয়া) কেন? চা অতি উপকারী। সর্দ্দি, কাশি, ম্যালেরিয়া, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—ইসে—বাতের বেদনা, এ-সকল ব্যারামে চা খেলে ভারি উপকার পাওয়া যায়। ইসে—ভোরের বেলায় উঠে এক পেয়ালা গরম গরম চা-এর তুল্য আর কিছু আছে নাকি? ইসে—শরীরের সকল গ্লানি দূর হয়।

উ। (বিনীত ভাবে) আজ্ঞে, আমার কখনো চা খাওয়ার অভ্যাস নেই। আর, আপনি যে সব ভীষণ ব্যারামের ফর্দ্দ দিলেন, তাদের কারুর সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।

ডা। কিন্তু ব্যারাম না থাকলেও—ইসে—precaution নিতে হয়। জানেন তো—ইসে—prevention is better than cure! (পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিলেন)

উ। চা খাওয়ার সম্বন্ধে আমার আরো এক আপত্তি আছে। অবশ্য, আমার কোন prejudice নেই, তবে আমার এখানে চা খাওয়াটা আমার বাড়ীর কেউ বোধ হয় পছন্দ করবেন না। আর তাঁদের সামনে আমি যে কাজটা করতে পারি না, তাদের অসাক্ষাতেও তা করা আমার মতে অন্যায়।

ডা। ও-সব আপনাদের superstition—ইসে—want of moral courage

প্রভাবতী। (দাঁতচাপা হাসি হাসিলেন—তাহার সম্মুখের দুইটি দাঁত উঁচু বলিয়া তিনি ঠোট খুলিয়া হাসেন না)

প। (চায়ের পেয়ালা রাখিয়া) ডাক্তার, want of moral courage বলছ কেন বল দেখি? উপেনবাবু তো ঠিকই বলেছেন! তাঁর কথা বেশ honest, straightforward, তার বেশ courage of conviction আছে। (উঠিয়া ছড়ী ও টুপী লইয়া প্রস্থান)

প্র। (ডাক্তারকে) আপনার আর একটু চা চাই?

ডা। (কপালের ঘাম রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে) না, খুব খেয়েছি। —ইসে—একটু বরং চিনি দিন।

চারু। (ডাক্তারের পিয়ালায় চিনি দিতে দিতে খানিকটা চিনি মাটিতে পড়িয়া গেল)

প্র। ছি এতটা চিনি ফেলে দিলে? কোন কাজ করতে গেলেই তুমি কিছু না কিছু অনিষ্ট না ক'রে ছাড়বে না।

ডা। না, বেশী চিনি পড়ে নি।—ইসে—কাল রাত্রে আপনি কেমন ছিলেন? সেই বেদনাটা?

প্র। কাল একটু কম ছিল। কিন্তু ও-ব্যথা আর সারবার নয়, যত-দিন বাঁচব, ও আমার সাথের সাথী হয়ে থাকবে।

ডা। কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার।—ইসে—আমার সেই ওষুধটা দিন কয়েক খেয়েই দেখুন না?

প্র। ওষুধ খেয়ে কি হবে? কোন নিয়ম পালন তো করতে পারব না। আমার দিনরাত্রি খাটুনি, একটুও বিশ্রাম নেই।

ডা। তা তো দেখছি। কিন্তু দিনরাত্রি ঘরে ব'সে থাকা ভালো

নয়।—ইসে—মাঝে মাঝে গাড়ী চ'ড়ে একটু একটু বেড়ানো উচিত। আজ সমাজে যাবেন তো?

প্র। দেখি তো শরীর কি রকম থাকে?

ডা। এখন তবে আসি, রোগী দেখতে যেতে হবে।

(হ্যাট লইয়া প্রস্থান)

(প্রভাবতীও চারুর ম্লান মুখের দিকে একবার বিরক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘর থেকে বাহির হইয়া গেলেন)

চা। (অল্পক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া) দেখুন তো উপেনবাবু, আমার আঁকটার কোথায় ভুল গিয়েছে, আমি তা কিছুতেই ধরতে পার্‌ছি না।

উ। (খাতা লইয়া মনোযোগের সহিত দেখিয়া, ভুল শোধরাইয়া চারুকে খাতাখানা দেখাইল)

চা। (হাসিয়া) তাই তো, এইখানেই ভুল। ছি ছি, এমন সামান্য বিষয়ে আমি ভুল করেছি।

উ। না, এতে আর লজ্জার কি আছে? ভুল সবলের হয়।

চা। দাদা, আপনার খুব সুখ্যাতি করেছিলেন। আপনি নাকি আপনার ছোট ভায়ের লেখাপড়ার খরচ চালাবার জন্যে আমাদের বাড়ীতে পড়াবার ভার নিয়েছেন?

উ। হ্যাঁ।

চা। এতে আপনার মহত্ত্ব আর আত্মত্যাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

উ। এ তো আমার কর্তব্য কাজ—এতে প্রশংসা করবার কিছুই নেই। আচ্ছা, দেওয়ালে টাঙানো কার্পেটের উপরে সুতো দিয়ে ঐ যে একটি সুন্দর কবিতা বোনা রয়েছে, ওটি কার লেখা?

চা। (সলজ্জ ভাবে) আমার।

উ। বাঃ, আপনি এমন সুন্দর কবিতা লিখতে পারেন!

অমল। পিসিমা আরো অনেক কবিতা লিখেছেন। ওঁর কোন কোন লেখা মাসিক পত্রেও ছাপা হয়েছে।

উ। তাই নাকি? কি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, একবার দেখতে পাই না?

চা। (সেল্‌ফ্‌ হইতে কয়েকখানা মাসিকপত্র বাহির করিয়া উপেনের হাতে দিয়া) দেখবেন, এগুলো প'ড়ে যেন হাসবেন না। এগুলো ছাপাবার যোগ্য নয়।

উ। না, না, তা হবে কেন? আমি খুব আনন্দের সঙ্গে এগুলি পাঠ করব।……এ ঘরে তা দেখছি পিয়ানো আর হার্মোনিয়ম রয়েছে। ও-দুটিও বোধ হয় আপনিই ব্যবহার করেন?

চা। মাঝে মাঝে করি বটে। দাদা গান বড় ভালবাসেন

উ। আমিও গান ভালবাসি

চা। কিন্তু আমার গান নিশ্চয়ই আপনার ভালো লাগবে না।

উ। বেশ তো, সে পরীক্ষাটাও আজ নেওয়া যাক্‌ না। রবিবাবুর একটি গান শোনান।

চা। (আস্তে আস্তে টেবিল হার্মোনিয়মের সামনে গিয়া বসিয়া গান ধরিল)

আমার নিশীথ-রাতের বাদল-ধারা
এস হে, গোপনে, আমার স্বপন লোকের দিশাহারা।

(প্রভাবতীর পুনঃ প্রবেশ

প্র। চারু, এখন তোমার গান গাওয়ার সময় নয়।

উ। (সঙ্কুচিত ভাবে) আজ্ঞে, ওর কোন দোষ নেই, আমি অনুরোধ করেছি ব'লেই—

প্র। না, সব দোষ তোমারই চারু! মাষ্টারবাবু নতুন লোক, উনি

তো জানেন না, আমার শরীর কতটা খারাপ। কিন্তু সব জেনে শুনেও এই অসময়ে গান গেয়ে তুমি ইচ্ছে ক'রেই আমাকে জ্বালাতন করছ। তোমার নিষ্ঠুরতা ক্ষমার অযোগ্য। (প্রস্থান)

(চারু ঘাড় হেঁট করিয়া অল্পক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর নীরবে উঠিয়া ঘরের অন্য দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। অমল ও বিমলও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিল। অপর দিক দিয়া উপেনের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর ডিসপেন্সারি

চারিদিকে ঔষধের শিশি ভরা আলমারি। ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ। টেবিলের সামনে আসিয়া তিনি দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চেয়ারাসীন হইলেন।

(সুবাসিনীর সবেগে প্রবেশ

সুবাসিনী। গোবর্দ্ধন।

ডাক্তার। (চমকিয়া চোখ খুলিয়া) অ্যা!—তুমি কি সুবাসিনী? (মুখব্যাদান করিলেন)

সুবাসিনী। হ্যা, আমি গোবর্দ্ধন। আমায় দেখে অবাক হচ্ছো?

ডাক্তার। (চোখ কচলাইয়া) না—ইসে, অবাক হব কেন? তুমি কোত্থেকে এখানে এলে?

সুবাসিনী। যেমন ক'রে তুমি এসেছ। রেলপথে।

ডাক্তার। আমার ঠিকানা তোমায় কে ব'লে দিলে?

সুবাসিনী। কেন, তার নামে নালিস করবে ?

ডাক্তার। আহা, চটো কেন ? ইসে—অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা কিনা—

সুবাসিনী। হ্যাঁ, আর এ দেখা ঠিক যেন সাপে-নেউলে দেখা। না গোবর্দ্ধন ?

ডাক্তার। (এদিকে ওদিকে তাকাইয়া) ইসে—আমায় এখানে গোবর্দ্ধন ব'লে ডেকোনা। আমাকে সবাই এখানে—

সুবাসিনী। ডক্টর জি চকারভর্টি ব'লে ডাকে। তা আমি শুনেছি। কিন্তু আমি তো ও-নতুন নামে তোমায় ডাকতে পারব না। অনেক দিনের নেশার মতন অনেক দিনের অভ্যাসও ছাড়া যায় না, জানো তো ?

ডাক্তার। তাহ'লে চুপি চুপি কথা কও।

সুবাসিনী। তা বলচি। কিন্তু আমি কি দাঁড়িয়ে থাকব, আমাকে বসতে বলবে না ?

ডাক্তার। তুমি কি আমার পর ? এ ঘর দোর তো তোমার। তুমি—

সুবাসিনী। থাক্, তোমার মধুময় বাক্য অন্য কারুর জন্যে তুলে রাখো। আমি বসছি (চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন)

(দুজনে কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। ডাক্তার একটি চুরোট ধরাইলেন)

ডাক্তার। তারপর, সুবাসিনী! তোমাদের ওখানকার খবর কি ?

সুবাসিনী। ভালো। কেবল তোমার অভাবে কিঞ্চিৎ অসুবিধা বোধ করছি।

ডাক্তার। আমার অভাবে ?

সুবাসিনী। হ্যাঁ, অর্থাৎ তোমার টাকার অভাবে।

ডাক্তার। (অধিকতর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) আমার টাকার অভাবে !

সুবাসিনী। তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে গোবর্দ্ধন!

ডাক্তার। না সুবাসিনী, আকাশ থেকে পড়বার অবস্থা এখনো আমার হয় নি!

সুবাসিনী। থাক্, আর রসিকতায় কাজ নেই। এখন আসল কথা শোনো।

ডাক্তার। আমি সর্ব্বদাই শুনতে প্রস্তুত—ইসে, কাণ খাড়া ক'রে আছি।

সুবাসিনী। হ্যাঁ, দীর্ঘকর্ণদের কাণ সহজেই খাড়া হয় বটে। আপাততঃ তোমার কাণ খাড়া না করলেও তুমি আমার কথা শুনতে পাবে বোধ হয়।

ডাক্তার। ইসে—সুবাসিনী, তোমার কথাবার্ত্তার ধরণ এখনো একটুও বদ্লায় নি দেখছি।

সুবাসিনী। নারী সহজে বদলায় না। ও বিশেষত্ব পুরুষ জাতির।

ডাক্তার। মেয়েরা যদি সহজে বদ্লাতো, তাহ'লে ইসে—পুরুষরা তাদে ভুলতে পারত না।

সুবাসিনী। কারণ?

ডাক্তার। কারণ তাহ'লে মেয়েরা ইসে—সহজে একঘেয়ে হয়ে পড়ত না।

সুবাসিনী। তোমাদের মতন পুরুষের কাছে মেয়েরা যত সহজে একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে ততই মঙ্গল। ভাগ্যিস তোমরা আমাদের ভোলো, তাই আমরা মুক্তি পাই।

ডাক্তার। মুক্তি চাও তো আমার কাছে এসেছ কেন?

সুবাসিনী। তোমার কাছে আসি নি, তোমার চেয়ে যা মূল্যবান তার জন্যেই এসেছি। মাসোহারা বন্ধ করেছ কেন?

ডাক্তার। আজকাল আমার রোজগার নেই বললেই হয়। টাকা না পেলে—ইসে—টাকা দেব কেমন ক'রে ?

সুবাসিনী। রোগীরাও তাহ'লে তোমাকে চিনে ফেলেছে ? তোমার হাতে আর তারা মরতে রাজি নয় ? তাহ'লে আবার আমাকে আদালতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ?

ডাক্তার। দোহাই তোমার ! তাহ'লে—ইসে—আমার পসার একেবারে মাটি হয়ে যাবে। তোমারও টাকা পাওয়া হবে না,—ইসে—আমারও অন্ন জুটবে না

সুবাসিনী। ভগবানের অভিশাপ বোধ হয় তাই। তোমার মতন অমানুষ সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, এ কি কখনো ধর্ম্মে সয় ? তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছ, আবার অন্য কার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় আছ ?

ডাক্তার। সুবাসিনা, ইসে—অত চেঁচিও না, কে কোথায় শুনতে পাবে।

সুবাসিনা। তাতে আমার কি ? এখন আর আমার লজ্জা ভয় কিসের ? আমি তো পতিতা

ডাক্তার। আরে মোড়ার ডিম ! তুমি তো পতিতা কিন্তু আমি তো পতিত নই ! আমাকে যে সমাজে থাকতে হবে !

সুবাসিনী। সেই সমাজের দরজা আমি তোমার সামনে বন্ধ করতে চাই ! সমাজের শাসন যে কি ভয়ানক তা একবার অনুভব ক'রে দেখ।

ডাক্তার ! ভুল সুবাসিনী ভুল ! সমাজ তোমাদের যে-শাসন করবে, সে-শাসনের ভয় আমাদের নেই আমাদের দোষ—ইসে—সমাজ দুদিন পরেই ভুলে যাবে

সুবাসিনা ! হ্যাঁ, সেইজন্যেই তোমাদের এত সাহস। সমাজ যে তোমরাই তৈরি করেছ—নারীকে তার তলায় পিষে মারবার জন্যে। যাবু

সে কথা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে আসি নি—অনেক দূর থেকে আমি এসেছি আমার প্রাপ্য আদায় করতে। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ভালো কথায় তা না দাও, আমি আদালতের সাহায্য নেব। আমি তোমাকে তিন দিন সময় দিলুম। (প্রস্থানের উপক্রম)

ডাক্তার। ইসে...সুবাসিনী, একটা কথা শোনো। যাবার জন্যে তুমি এত ব্যস্ত কেন? আমি তোমাকে এখনো ভালোবাসি। ইসে—আমি তোমাকে—

সুবাসিনী। চুপ কর। তোমার ভালোবাসার কথা অটল বিশ্বাসের সঙ্গে যে-সুবাসিনী শুনত, আজ আর আমি সে সুবাসিনী নই। আমি যা ব'লে গেলুম, মনে রেখ। তোমাকে তিন দিন সময় দিলুম।

(প্রস্থান)

ডাক্তার। ইসে—বড বেসুরো গেয়ে গেল যে। মোটে তিন দিন সময়। এখন উপায়? (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান)

(এক দিক দিয়া জগাই ঢালী ও অন্য দিক দিয়া সৈরভীর প্রবেশ)

সৈরভী। ও জগা, শুনেছিস্?

জগাই। তুইও আড়ি পেতে শুনছিলি বুঝি?

সৈরভী। তা আবার শুনব না রে মিন্সে? এমন মজার কথা কি না শুনে থাকা যায় রে!

জগাই। শুনে কি বুঝলি বল্ দেখি?

সৈরভী। ও-মাগীর সঙ্গে কর্তার পেরণয় ছিল।

জগাই। খালি পেরণয় নয় রে, খালি পেরণয় নয়! কর্তার দুটো ছেলেও আছে। তাদের খোর্-পোষ যে কর্তাকেই দিতে হয়। আজ ক-মাস খোর-পোষের টাকা বন্ধ ক'রে দেওয়াতেই ও তাই আদায় ক'রে নিতে এসেচে।

সৈরভী। তোরা—মিন্সেরা তো এম্‌নিই পাপিষ্টি রে! নিজেদের ছেলেকে নিজেরাই খেতে দিস্ না। তোরা শেয়াল-কুকুর রে, তোরা শেয়াল-কুকুর! মায়ের কোলে পোলা ফেলে বাপ যায় পালিয়ে! ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি!

জগাই। না রে সৈরভী, না। আমাকে তুই কর্ত্তার মতন ভাবিস্ নে। তুই যদি আমাকে বিয়ে করিস্ ভাই, আর তোর কোলে আমার যদি খোকা হয়, তাহ'লে আমি তোকেও ভুলব না, খোকাকেও ভুলব না। হ্যাঁ—ভুলব না, ভুলব না, ভুলব না। এই তিন সত্যি গাললুম। কেমন, পেরত্যয় হ'ল তো? (কাছে আসিয়া গদ্‌গদ স্বরে) মাইরি সৈরভী, তুই আমাকে বিয়ে করবি ভাই?

সৈরভী। (জগাইকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া) ও পোড়ারমুখো! আমি তোকে বিয়ে করব, না তোর মুখে নুড়ো জ্বেলে দেব!

জগাই। যা হয় একটা কিছু কর্ ভাই। এও নয়, ওও নয়—এমন বোটানায় প'ড়ে আর তো খাবি খেতে পারা যায় না। হাঁপিয়ে উঠেচি সৈরভী, হাঁপিয়ে উঠেচি।

সৈরভী। তাহলে তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাক্, ততক্ষণে আমি ছিদামের দোকানটা একবার ঘুরে আসি।

(ভঙ্গিভরে প্রস্থান)

জগাই। ঐ ছিদাম ব্যাটাই হ'ল আমার শনি!

(নিরাশ ভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে প্রস্থান)

—

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা।

পরেশবাবু ও ডাঃ চকারবর্ত্তি উপাসনার ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন। প্রভাবতী হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে'ছন ও চারু গান গাহিতেছে। ইতিমধ্যে উপেনের প্রবেশ ও একপার্শ্বে উপবেশন।

গান

আমার বুকে বাজাও বীণ, মুখের পানে মুখ ফেরাও।
সুধার ক্ষুধায় প্রাণ আতুর, চরণ রেণু আমায় দাও।
রাত্রে আমি স্বপ্নে তাই
তোমার পরশ রত্নে পাই,
নাম-গীতিকা যত্নে গাই, আবার পাছে পালিয়ে যাও।
নিত্য আমার চিত্ত পুর
শুনচে তোমার নৃত্য-সুর,
বিশ্বপ্রেমের নাটশালায, আমায নূপুর ক'রে নাও।

প্রভা। ঐ যে মাষ্টার এসেছেন। কাল আপনার কি হয়েছিল?

উ। আজ্ঞে, কাল বড় সর্দ্দি হয়েছিল, তাই সন্ধ্যার পরে আর বেরুতে পারিনি।

পরেশ। তাই তো—আমি ঠিকই ব'লছিলাম, তাঁর অসুখ টসুখ কিছু হয়েচে, নইলে অবশ্যই আসতেন। আ এই দু-মাসের ভেতরেই আপনি আমাদের বাড়ীর লোকের মতন হয়ে পড়েচেন, একদিন না এলেই মন আপনাকে খুঁজতে চায়।

ডাক্তার। ইসে—সর্দ্দির ওষুধ তো চা, কিন্তু আপনি তো তা খাবেন না।

(ভৃত্য টহলরাম চায়ের উপকরণ আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। প্রভাবতী উঠিয়া আসিয়া চা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন)

প্রভা। অসুখের জন্যে এক পেয়'লা চা খেতে দোষ কি মাষ্টারবাবু ?

পরেশ। চা খাওয়াটা যদি ওঁর মতের বিরুদ্ধই হয়, তাহ'লে সেজন্যে ওঁকে অনুরোধ করা খুবই অন্যায়।

উপেন। না, অমত এমন কি। আপনারা আমাকে এত অনুগ্রহ করেন।

চারু। (উৎসাহিত ভাবে) তবে খাবেন ? খেলে শরীর বেশ ভালো বোধ হবে এখন। (এক পেয়ালা চা তাড়াতাড়ি উপেনের সামনে আনিয়া ধরিল)

উপেন। (সঙ্কোচের সহিত পেয়ালাটি গ্রহণ করিল)

পরেশ। (সহাস্যে) চারু, তুমি বুঝি আজ উপেনবাবুকে চা খাওয়াতে কন্‌ভার্ট করলে ?

ডাক্তার। হি-হি-হি, কেবল চা খাওয়াতে নয়, ক্রমে সব বিষয়ে উপেনবাবুকে—ইসে—কন্‌ভার্টেড হ'তে হবে। আরো কিছু দিন যাক্ তো—হি-হি-হি—

(সকলের হাস্য। উপেন লজ্জায় নতমুখে রহিল)

চারু। কেমন, মিষ্টি হয়েচে তো ? আর-একটু চিনি দেব কি ?

উপেন। চা আমি আর কখনো খাই নি, কতটা মিষ্টি হ'লে ঠিক হয় তা বুঝতে পারচি না তো !

(সকলের হাস্য)

পরেশ। উপেনবাবু, আমরা এখন একটু বাইরে বেরুব। চারু রইল, আপনি আজ তাকে একটু পড়া ব'লে দিন।

(চারু ও উপেন ছাড়া আর সকলের প্রস্থান)

চারু। আপনি অমন মাথা নীচু ক'রে কি ভাবচেন উপেনবাবু?

উপেন। আমার মনে কেমন আত্মগ্লানি হচ্চে। এক সামান্য চায়ের প্রলোভনটুকু ছাড়তে পারলুম না।

চারু। (হাসিয়া) চা খাওয়ার মতন পাপ কাযে সাহায্য করেচি বলে আপনি নিশ্চয় আর আমার মুখদর্শন করবেন না?

উপেন। (অপ্রতিভ ভাবে) না, না, সে কি কথা—সে কি কথা!

চারু। তবে আসুন, আমাকে পড়া বলে দিন।

উপেন। আপনাকে আর কি পড়াব! আপনি যে আমার সবটুকু বিদ্যা আয়ত্ত করে ফেলেছেন।

চারু। না, এখনো তার অনেক বাকি

উপেন। তাহ'লে দেখ্‌ছি আমার সম্বন্ধে আপনি খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন।

চারু। আপনি কাল বাড়ী যাচ্ছেন তো?

উপেন। হ্যাঁ, কাল কলেজ বন্ধ হবে, আমি রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী যাব।

চারু। কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন?

উপেন। জানেনই তো, ঘরমুখো বাঙালী আর রণমুখো সেপাই।

চারু। আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা রেখে যাবেন।

উপেন। কেন?

চারু। যদি কোন কারণে আপনাকে চিঠি লিখতে হয়

উপেন। চিঠি লিখবেন কি?

চারু। দরকার হলেই লিখব।

উপেন। আর যদি দরকার না হয়?

চারু। তবে লিখব না।

উপেন। দরকার হবে কি?

চারু। বলতে পারি না।

উপেন। (কিছুক্ষণ নীরবে ব'সে থেকে) তবে আজ আমি আসি ?

চারু। কৈ, আমাকে পড়ালেন না ?

উপেন। কেন, এতক্ষণ তবে কি করলুম ?

চারু। এই বুঝি আপনার পড়ানো ? আপনি মাইনে পাবেন না।

উপেন। আপনাকে তো ফাও পড়াই। এই পড়ানোই যথেষ্ট।

চারু। আচ্ছা ভালো কথা—আপনি পূজোর সময় বাড়ী যাচ্ছেন, আপনার স্ত্রীর জন্যে কি কি জিনিষ নিলেন ?

উপেন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত স্বরে) কি আর নেব ?······ খেলনা ?

চারু। খেলনা কেন ? বই টই ?

উপেন। পড়তে জান্‌লে তো ? (প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য

শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফরম।

(গাড়ীর বিলম্ব আছে। প্লাটফরমের বেঞ্চের এবং আপন আপন মোটমাটের উপরে যাত্রীরা বসিয় আছে। বেঞ্চের একধারে উপেন, বীরেন ও অন্যান্য বন্ধুগণ উপবিষ্ট।)

উপেন। আজ গাড়ীতে খুব ভিড় হবে বোধ হয়। রাত্রে ঘুমের দফায় ইতি দেখ্‌চি।

বীরেন। কেন? জানিস্ তো, আমার কোন অবস্থাতেই নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না? এমন কি, আবশ্যক হ'লে আমি দাঁড়িয়েও ঘুমোতে পারি।

উপেন। গেল-জন্মে নিশ্চয় তুমি ঘোটক-সমাজে বাস করতে। তাই এখনো আগেকার অভ্যাস ভুলতে পারোনি আর কি।

বীরেন। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। কারণ দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারাটা সুবিধাজনক অভ্যাস, অশ্বজাতির কাছ থেকে মনুষ্যজাতির তা শিক্ষা করা উচিত।

উপেনের বন্ধুরা। (হাস্য)

(গৈরিক বস্ত্র পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কষ্টে মোট কাঁধে লইয়া প্রবেশ করিলেন)

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। (মোট নামাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মশাই, আমার

শরীর বড় কাহিল, বেঞ্চের একপাশে দয়া ক'রে যদি একটু বসবার জায়গা দেন।

জনৈক যাত্রী। না মশাই, সে কিছুতেই হবে না। এখানে একটুও জায়গা নেই। এই দেখুন না। আমরা সকলে কি রকম ঠেসাঠেসি ক'রে বসেছি।

উপেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে, আপনি আমার জায়গায় বসুন না।

ব্রাহ্মণ। (বসিয়া, কোমর হইতে নস্যের কৌটা বাহির করিয়া নস্য লইয়া) আপনাদের কষ্ট দিলুম, মাপ করবেন।......গাড়ী আসতে এখনো দেরি আছে দেখ্‌চি। এক শিষ্যের বাড়ীতে যাচ্ছি, ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

আর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। (গায়ে সাদা পাঞ্জাবী কোট, কাঁধে কোচানো চাদর, বুকে সোণার চেন-ঘড়ী, মাথায় সাদা চুলে টেরি কাটা, মুখে পাকা দাড়ী গোঁফ। চোখে চশমা লাগাইয়া, গেরুয়াধারী বৃদ্ধকে ভালো করিয়া দেখিয়া) তবে কি আপনার গুরুগিরি ব্যবসা? আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত?

ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু পাণ্ডিত্য কিছুই নেই। ক-ঘর পৈতৃক শিষ্য আছে, পেটের দায়ে তাদের মন্ত্র দি। তবে গুরু হ'তে গেলে যে-সব গুণ থাকা দরকার, সে সব আমার কিছুই নেই।

বৃদ্ধ। বেশ তো? আপনার অক্ষমতা আপনি নিজেই স্বীকার করছেন? আপনারাই হিন্দু সমাজটাকে একেবারে অধঃপাতে দিলেন। গুরুগিরিটা আপনারা একটা ব্যবসা ক'রে তুলেছেন। হায়—হায়—কি সর্ব্বনাশ! আচ্ছা, আপনারা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন, তার তাৎপর্য্য কিছু বোঝেন কি?

ব্রাহ্মণ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাৎপর্য্য—তাৎপর্য্য আর

কি? শাস্ত্রে যেরূপ আদেশ আছে, আমরা সেই অনুসারে কার্য্য অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দি। শাস্ত্র যদি মিথ্যা না হয়, তবে অবশ্যই তার ফল আছে।

বৃদ্ধ। কিন্তু সে শাস্ত্র আপনারা বোঝেন কি? শাস্ত্রের মর্ম্ম না জেনে কর্ম্ম-অনুষ্ঠান করলে কোন ফল হয় না, জানেন তো? শাস্ত্রে যে-সব নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিধান আছে, সে সমস্তই যোগ। এক যোগ ভিন্ন হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু ক-জন সে যোগের অর্থ বুঝতে পারে?

ব্রাহ্মণ। মশাই, আপনি কাকে যোগ বলেন, একটু পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দিন।

বৃদ্ধ। (চোখের চশমা খুলিয়া রুমাল দিয়া মুছিয়া, আবার চশমা পরিয়া এবং নিজের দাড়ীতে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে) যোগ কি, তা দু-এক কথায় পরিষ্কার ক'রে বুঝানো বড়ই কঠিন। তবে সংক্ষেপে কিছু বলছি, শ্রবণ করুন। যোগ কিনা—প্রাণকে মাথায় রাখা। এটা হচ্ছে ষট্‌চক্রভেদের ব্যাপার—প্রাণায়াম দ্বারা সিদ্ধ হয়। বেদ, পুরাণ, গীতা, ভাগবত—সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র এই একই তত্ত্ব শিক্ষা দিচ্ছে। অধিকাংশ শাস্ত্রই এটা রূপকছলে শিক্ষা দেয়। হিন্দুর যা কিছু কর্ম্মকাণ্ড, সকলেরই এই একই উদ্দেশ্য।

ব্রাহ্মণ। আমরা তো জানি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে ইষ্টদেবতার আরাধনা আর ইষ্টমন্ত্র জপ করলেই সিদ্ধিলাভ হ'তে পারে। ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ—তিন যোগেরই এই সাধনা।

বৃদ্ধ। সে সব ভুল—সব ভুল। একটা মনগড়া মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতা ব'লে পূজা করলে মুক্তিলাভ হবে, এ কখনো শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। আর গীতাতে যে ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগের কথা আছে, তার প্রকৃত মর্ম্ম ক-জনে বোঝে? সে-সব হচ্ছে রূপক। মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন,—এ-সব হচ্ছে রূপক।

উপেন। আচ্ছা মশাই, তবে রামায়ণ কি?

বৃদ্ধ। রামায়ণও রূপক। ঋষিরা লোকশিক্ষার জন্যে যোগের গূঢ় তত্ত্বসকল এই সব পুরাণের মধ্যে রূপকের আকারে প্রকাশ ক'রে গেছেন। যে বোঝে, সেইই বোঝে। এই ধরুন, রামায়ণের মধ্যে যতগুলি পাত্র আছে, তাদের ভিতরে দশরথ হচ্ছেন মূলব্যক্তি। তিনিই রাজা। কোথাকার রাজা? না অযোধ্যার রাজা। অযোধ্যা কি? না, এই মানব দেহ। মানব দেহের রাজা কে? না জীবাত্মা। আত্মা রথী, শরীর রথ। শরীর আত্মার দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে দশদিকে ধাবমান হয়। তাই সেই জীবাত্মার আর এক নাম 'দশরথ'। দশরথের তিনটি প্রধানা মহিষী—আত্মারও তেমনি তিনটি মহিষী আছেন; যথা সত্ত্ব, রজঃ আর তমোগুণ। আত্মা এই ত্রিগুণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন ব'লে তা'থেকে অন্যান্য বৃত্তির উৎপত্তি হয়েছে। সেই সব বৃত্তির মধ্যে প্রধান হচ্ছে তিনটি।—বুদ্ধি, অভিমান আর মনঃ। এদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? না বুদ্ধি—তিনিই রামচন্দ্র, অভিমান লক্ষ্মণ, আর সংকল্পবিকল্পাত্মক মনঃ হচ্ছে ভরত আর শত্রুঘ্ন। এই দুটি ভাই সর্ব্বদাই একসঙ্গে থাকে, যেন দুটি অশ্বিনীকুমার। দশরথ অর্থাৎ জীবাত্মা কখন কোন একটি গুণের বশীভূত হয়ে পড়েন। কৈকেয়ী হচ্ছেন রজোগুণ, তার অধীন হয়ে দশরথ তার প্রধান পুত্র রামচন্দ্র অর্থাৎ বুদ্ধিকে বনবাসে দিলেন। এর তাৎপর্য্য এই যে, রজোগুণের বশীভূত হ'লে লোকের বুদ্ধি আর থাকে না।

জনৈক যাত্রী। সেই গুণের সঙ্গে যদি আবার রূপ থাকে, তবে তো কথাই নেই।

অপর যাত্রী। বিশেষতঃ বৃদ্ধবয়সে।

বৃদ্ধ। (বিরক্ত হইয়া) শুনুন না—ঠাট্টা পরে করবেন।

উপেন। হ্যাঁ মশাই, রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি সবাই যখন এক এক মনোবৃত্তির রূপক হলেন, তখন হনুমানের ল্যাজটি কিসের রূপক?

বীরেন। কেন, সুষুম্না নাড়ীর ?

(সকলের হাস্য)

বৃদ্ধ। (অত্যন্ত চটিয়া) আপনারা যে ঠাট্টা করবেন, তা তো আগেই জানি। এইজন্যেই বাইবেল বলে—dont cast pearls before the swine।"

যাত্রীদের কেউ কেউ। কি, আমরা swine ?—

ব্রাহ্মণ। আপনারা চুপ করুন—চুপ করুন। ওর সঙ্গে তর্ক করবেন না। উনি দেখচি সাংঘাতিক লোক—রামায়ণকে রূপক বলেন। কিন্তু মশাই, আপনার এই মহামূল্য উপদেশ শুনে সব লোকই যদি ষটচক্রভেদ করে বসে তবে আমাদের মতন মুর্খ গুরুদের অন্ন একেবারে মারা যাবে। (সকলের হাস্য) আপনার কাছে বসতেও আমার আতঙ্ক হচ্ছে, আমি চললুম। (প্রস্থান)

(একজন খাবারওয়ালা যাইতেছিল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাহাকে ডাকিয়া গুটিকয়েক রসগোল্লা কিনিয়া উদরস্থ করিলেন।)

বৃদ্ধ। (পানের ডিবা হইতে পান খাইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে) ঐ যে ভদ্রলোকটি চ'লে গেলেন, উনি আমার কথার কোন জবাব দিতে প'রলেন না, কেবল ঠাট্টা-তামাসা করলেন। এই সব ব্যবসাদার গুরুর বিদ্যাবুদ্ধি নেই, শাস্ত্রজ্ঞান নেই, এরা জানে কেবল শিষ্যদের কাছ থেকে প্রণামী আদায় করতে।

উপেন। আমাদের সমাজে অনেক ব্যবসাদার গুরু আছেন বটে, কিন্তু এঁকে তো সে রকম লোক ব'লে মনে হ'ল না।

বৃদ্ধ। কিন্তু বলুন দেখি, এই সব গুরুর কাছে মন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল কি কেউ কখনো দেখেছেন ? আমি যে যোগসাধনার উপদেশ দি, তার ফল প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া যায়।

বীরেন। আপনিও গুরুগিরি করেন নাকি ?

বৃদ্ধ। গুরুগিরি নয়, তবে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। তাতে কোনই কষ্ট নেই, কেবল সাতটি টাকা পেলেই আমি যোগসাধনার এমন সব নিগূঢ় তত্ত্ব আপনাকে শিখিয়ে দেব যে, মাসখানেকের ভিতরেই আপনার ভ্রূযুগলের মধ্যে সুনির্ম্মল দিব্য জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হবে। বেশী নয়, সাত টাকা—মাত্র সাত টাকা—আমি গুরুগিরি করি না।......এই সিগারেট-ওলা! আমার জায়গা রইল, একটু দেখবেন, আমি সিগারেট কিনে এখনি ফিরে আসচি। (প্রস্থান)

তপন। উনি গুরুগিরিও করেন, ফেরিঅলার হাতের রসগোল্লাও খান

বারেন। দূর বোকা! কে বল্লে উনি গুরুগিরি করেন? উনি মাত্র সাতখণ্ড মুদ্রা নিয়ে লোকের ভ্রূযুগলের মধ্যে সুনির্ম্মল দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়ে তোলেন। বেশী নয়, সাত টাকা—মাত্র সাত টাকা! আর তুই যাকে রসগোল্লা খাওয়া বলিস্, ওরে তা রসগোল্লা খাওয়া তো নয়, ষটচক্রভেদ!

জনৈক যাত্রী। হিন্দুধর্ম্মের গনক্ষেত্রে অনেকগুলি অবতারের উৎপত্তি হয়েছে। উনিও বোধহয় তাঁদেরি একজন হবেন।

(গেটের ভিতর দিয়া একটি সুন্দরী যুবতী প্রবেশ করিল। তাহার পুরুষ অভিভাবক বোধ করি পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনিও আর প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, অসহায়া মত সঙ্গীর খোঁজে এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ একজন ফিরিঙ্গী টিকিট কলেক্টার আসিয়া তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিল।)

টি-ক। (অগ্রসর হইয়া) এই! টিকিট দেও—টিকিট দেও! (যুবতীর অঙ্গ স্পর্শ করিল)

উপেন। খবদ্দার! (ছুটিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির পৃষ্ঠে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল)

টি-ক। ইউ ডার্টি বাবু! (ঘুসি পাকাইল, কিন্তু উপেনের আর এক ঘুসি খাইয়া) পুলিস—পুলিস!

(একজন রেলওয়ে কনষ্টেবলের প্রবেশ)

টি-ক। এই আদমি হামকো মারা হায়। ইস্কো থানামে লে চলো।

(কনষ্টেবল উপেনের হাত ধরিতে উদ্যত হইল

উপেন। চলো, আমি নিজেই যাচ্ছি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাজলপুর। উপেনের শয়নকক্ষ।

(বিছানার উপরে শুইয়া উপেন পুস্তক পাঠে রত।
বনলতা নিঃশব্দে আসিয়া ঘরের বাতি
নিবাইয়া দিল)

উপেন। (উঠিয়া বসিয়া) আলো নেবালে কেন?

বনলতা। (অস্ফুট স্বরে) বাইরে থেকে যদি কেউ দেখে?

উপেন। দেখলেই বা? আমরা তো কোন অন্যায় কাজ করছি না।

বন। আমার যে লজ্জা করে।

উপেন। তাই বুঝি এত দেরি ক'রে এলে?

বন। হ্যাঁ, ওঁরা সবাই যে যাঁর ঘরে না গেলে কি আসতে পারি? পান খাবে?

উপেন। দাও—অনেকদিন তোমার হাতের সাজা পান খাইনি।

বন। (আঁচল হইতে একটা পানের খিলি খুলিয়া উপেনের হাতে দিল)

উপেন। (পান চিবাইতে চিবাইতে) আচ্ছা, তোমার গলা খালি কেন? তোমার হার কোথায় গেল?

বন। আমি পরি না।

উপেন। কেন পর না?

বন। আমার ইচ্ছে।

উপেন। এমন অদ্ভুত ইচ্ছে কেন শুনি?

বন। বড়দিদি তো পরেন না।

উপেন। তাঁর হার নেই।

বন। মেজদিদি তো পরেন না।

উপেন। তিনি যে বিধবা—তাও তুমি জানো না।

বন। তুমি তো পর না।

উপেন। আমি যে পুরুষমানুষ।

বন। তোমরা কেউ পর না, আমি একলা কেন পরব? আমার হার পরতে লজ্জা করে। আমরা এক বাড়ীতে তিনটি বৌ। আর দুজনে কোন গয়না পরেন না, আমিও একলা পরতে পারব না।

উপেন। (সাদরে বনলতার হাত ধরিয়া টানিয়া নিজের কাছে আনিয়া) এইটুকু বয়সে তোমার এত বুদ্ধি হ'ল কি ক'রে?

বন। তুমি একটা সায়েবকে মেরেছিলে কেন? তোমাকে নাকি পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? ওমা, সে কথা শুনে আমার কত কান্না পেয়েছিল।

উপেন। কেন মেরেছিলুম, তাও তো শুনেচ? সে একটি স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়েছিল।

বন। সে স্ত্রীলোক তো তোমার কেউ নয়?

উপেন। না হ'লই বা।

বন। তবে তার জন্যে তুমি সায়েবকে মারলে কেন?

উপেন। নিঃস্বার্থভাবে পরের উপকার করা যে কত মহৎ কাজ, তা তুমি এখন বুঝবে না। কিছু লেখাপড়া শেখ, তবে বুঝবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিল)

বন। তুমি অমন ক'রে নিঃশ্বাস ফেললে কেন?

উপেন। না—ও কিছু না।

বন। হ্যাঁ—বল না।

উপেন। কি বলব?

বন। তুমি অমন জোরে নিঃশ্বাস ফেললে কেন, তাই বল।

উপেন। ব'লুম তো, ও কিছু নয়।

বন। তোমার মনে কি কষ্ট হয়েচে, তা তুমি আমাকে বলবে না? কেন বলবে না?

উপেন। কি বলব? আমার বলার কিছুই নেই।

বন। তবে আমিও আর কিছু বলব না, এই আমি ফিরে বসলুম।

উপেন। আচ্ছা, বলচি শোনো।

বন। তবে বল?

উপেন। কি বলব?

বন। উঁ, আবার? তবে যাও চলে, আর আমি কথা কইব না। আমি ঘুমোই।

(শয়ন)

উপেন। তোমার বই কতদূর পড়েচ?

বন। (নিরুত্তর)

উপেন। তবে কথা কইবে না? বেশ, আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না।

বন। আর আমিও তোমার সঙ্গে কথা কইব না।

উপেন। ঐ যে কথা কইলে?

বন। (হাসিয়া উঠিল)

উপেন। তোমার বই সাঙ্গ হয়েচে?

বন। না, আমি পড়ি না।

উপেন। কেন?

বন। প'ড়ে কি হবে? তোমার পড়াতেই আমার কাজ চলবে।

উপেন। লেখাপড়া শিখ্‌লে জ্ঞান হয়, বুদ্ধি হয়।

বন। আমার কোন দরকার নেই—তোমার জ্ঞান-বুদ্ধিতেই আমার চলবে।

উপেন। (বিরক্ত স্বরে) লেখাপড়া না শিখ্‌লে তুমি আমার মনের সব ভাব বুঝতে পারবে না।

বন। তোমার মনের সব ভাবকে বুঝে আমার দরকার কি?

উপেন। তবে চিরদিন মূর্খ হয়ে থাকো। এখন বুঝচ না, পরে এজন্যে অনুতাপ করতে হবে

বন। অনুতাপ কি?

উপেন। ঐ দেখ, অনুতাপ কি, তাও তুমি বুঝলে না।

বন। তুমি বুঝিয়ে দিলেই বুঝব।

উপেন। আমি বুঝি তোমার সঙ্গে সঙ্গে অভিধান হয়ে থাকব?

বন। অভিধান কি?

উপেন। (হতাশ ভাবে) না, এ রকম ক'রে আর আমি পারবো না তোমার সঙ্গে কথা কওয়া অসম্ভব।

বন। তবে কথা কয়ো না।

(দুজনে পাশ ফিরিয়া শুইল)

বন। (খানিক পরে বিছানায় উঠিয়া বসিল)

উপেন। কি, আবার উঠলে যে ?

বন। আমি রান্নাঘরে যাব।

উপেন। কেন ?

বন। বাড়ীতে অতিথ্ এসেচেন। বড়দি রান্নাঘরে গিয়েছেন, এখন আবার হাড়ী চড়াতে হবে। আমি যাই।

উপেন। কেন, তিনিই ত রাঁধবেন ? তুমি গিয়ে কি করবে ?

বন। তিনি সারাদিন খেটেচেন। এখন বুঝি তিনি আবার কষ্ট ক'রে রাঁধবেন, আর আমি শুয়ে থাকব ? আমি যাই। (প্রস্থান)

উপেন। এইটুকু বুঝি বোর্ডিংয়ের শিক্ষা ? তবু ভালো। (চোখ মুদিল)

(রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। খানিক পরে ধীরে ধীরে কক্ষ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল—জানলা দিয়া প্রথমে ভোরের আলো, তারপর রৌদ্র দেখা দিল। উপেন শয্যার উপরে বসিয়া একখানা পত্র পড়িতেছিল)

(শরৎশশীর প্রবেশ)

শরৎ। ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙল নাকি ? এবারে কিন্তু কলকাতায় গিয়ে তুমি বড় রোগা হয়ে পড়েচ। অসুখ-বিসুখ হয়নি তো ?

উপেন। না, কোন অসুখ হয়নি। তবে মেসের খাওয়া, তার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম।

শরৎ। সেই আষাঢ় মাসে বাড়ী থেকে গিয়েচ, এর মধ্যে একখানা চিঠিও লিখতে নেই ?

উপেন। চিঠি লিখলে আপনারা উত্তর দেন কই ?

শরৎ। হ্যাঁ, তা ঠিক, আমরা মূর্খ মানুষ! কিন্তু তাই ব'লে কি তুমি আমাদের ঘৃণা করবে?

উপেন। না, ঘৃণা করব কেন? তবে কথাটা কি জানেন বৌ-ঠাক্‌রুণ? বোবার কাছে কথা কয়ে সুখ কি?

শরৎ। বোবা নাকি? আচ্ছা, বোবা বুঝি তোমাদের কাছে মানুষই নয়? বোবা যেন কথাই কইতে জানে না, কিন্তু তারও তো বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সুখ দুঃখ আছে, মায়া-মমতা আছে—

উপেন। মেজ বৌ-ঠাকরুণ! আমি এতদিন আপনাকে চিন্‌তে পারি নি। আপনি যে দ্বিতীয় সেক্সপিয়ার দেখ্‌চি।

শরৎ। আচ্ছা, আমি যেন শাকের পীর হলুম—কিন্তু কলকাতায় তোমরা দুধ মাছ পাও কেমন?

উপেন। পাই বৈ কি! তবে সেখানে যা খাঁটি দুগ্ধ নামে বিখ্যাত, তা দেখতে একটা সাদা তরল পদার্থের মত, আর মুখে দিলে তাকে মনে হবে ভাতের ফেন। মাছের কথা জিজ্ঞাসা করছেন? এক বাটি ঝোল আর তরকারির ভিতরে তিনি যে কোথায় লুকিয়ে আছেন, গামছা প'রে সেই বাটির ভিতরে নেমে সাঁতার দেবার চেষ্টা করলে তবে যদি তাঁকে আবিষ্কার করা যায়।

শরৎ। তাহ'লে বেশ সুখে থাকো তো দেখ্‌চি! এই জন্যেই বুঝি তোমার শরীরের এই হাল? সেখানে তরি-তরকারি কেমন?

উপেন। তরকারিটা যথেষ্ট পাওয়া যায় ব'লেই সে দেশের মানুষগুলো এখনো ম'রে ভূত হয়ে যায় নি। কিন্তু কলকাতার পটোল কেমন শুনবেন?

শরৎ। পটোল তো পটোলই হবে ঠাকুরপো।

উপেন। না—কলকাতায় যা পটোল নামে পরিচিত, তাকে ঝিঙে

বললেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন মেকলে বলেচেন—In valencia earth is water.

শরৎ। তোমার ও-সব ইংরিজি বুলি সহুরে মেয়েদের শুনিও, আমরা পাড়াগেঁয়ে মুর্খ মানুষ, আমাদেব কাছে আবার ও-সব বিদ্যে ফলানো কেন?

উপেন। সেইজন্যেই তো আপনাদের সঙ্গে কথা ক'য়ে সুখ নেই। (দীর্ঘশ্বাস)

শরৎ। ওমা, কি হবে! দু-দিন সহরে থেকেই এত-বড় সায়েব হয়ে এসেচ ঠাকুরপো? আমাদের সঙ্গে আব কথা ক'য়েও সুখ পাওনা?

উপেন। তা ছাড়া আর কি বলি মেজ বৌ-ঠাকরুণ! আপনারা আমার মনের ভাব বুঝতে পারেন না।......কিন্তু আজ সকালে এই যে মহিলাটির চিঠি পেয়েচি, ইনি আপনাদের মতন নন। সায়েবের সঙ্গে আমার মারামারি হয়েচে শুনে সেদিন আপনারা কেবল কেঁদেই আকাশ ফাটাননি, আমাকেও কত তিরস্কার করেছিলেন, একবার ভেবে দেখুন দেখি? আর সেই ব্যাপার নিয়েই এই মহিলাটি আমাকে কি লিখেচেন, শুনুন:—(পত্রপাঠ)

"সবিনয় নিবেদন,

অতীব আহ্লাদের সহিত দাদার আদেশে আপনাকে আজ এই চিঠি লিখিতেছি। আমরা খবরের কাগজে দেখিলাম, যেদিন আপনি এখান হইতে রওনা হন, সেইদিনই শিয়ালদহ ষ্টেশনে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একটি ছাত্রের সহিত একজন ইয়ুরেসিয়ান টিকিট-কালেক্টরের ঘুসা-ঘুসি হইয়াছে। সে লোকটা নাকি একজন অসহায়া মহিলার প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই ছাত্রটি প্রহার করিয়া উক্ত মহিলাটিকে উদ্ধার করেন। দাদা এই সংবাদটি পড়িয়াই বলিলেন—"এ আর কেউ নয়, আমাদের মাষ্টার উপেনবাবু।" এই বলিয়া তিনি আনন্দে পুলকিত হইয়া আমাকে আপনার নিকট চিঠি লিখিতে বলিলেন।

আমারও মন বলিতেছে যে, এ নিশ্চয়ই আপনি। আমাদের অনুমান যদি সত্য হয়—এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ইহা যেন সত্য হয়—তবে আপনি বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আপনি সত্বর পত্রের উত্তর দিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আর দাদা বলিয়াছেন, এইজন্য মোকদ্দমা করিতে আপনার যত টাকা ব্যয় হইবে, তিনি নিজেই তাহা দিবেন। আশা করি, আপনারা কুশলে আছেন। ইতি—

শ্রীচারুলতা মিত্র।"

শরৎ। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উপেনের মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া, একটু হাসিয়া) ঠাকুরপো! এ কার চিঠি?

উপেন। কার চিঠি শুনবেন? আমি যে পরেশবাবুর ছেলেদের পড়াই, ইনি তারই ভগিনী। ইঁকেও আমাকে পড়াতে হয়।

শরৎ। মেয়েটি কত বড়?

উপেন। বছর ষোলো সতেরো হবে।

শরৎ। (গালে হাত দিয়া) সতেরো বছরের বুড়ো মাগী তোমার কাছে পড়ে, আর এ রকম চিঠি লেখে? তার কি লজ্জাসরম নেই?

উপেন। (ক্ষুব্ধ ভাবে) এ কি রকম কথা, বৌ ঠাকরুণ? তিনি ভদ্রলোকের মেয়ে, তাঁকে এ রকম বলা ভারি অন্যায়। তারা যে ব্রাহ্ম, তাঁদের সমাজে এতে মেয়েদের কোন দোষ হয় না।

শরৎ। বুঝেচি ঠাকুরপো, আর বলতে হবে না। আচ্ছা, সে দেখতে শুনতে কেমন?

উপেন। আপনার যে কথা! সে আমার কাছে পড়ে, আমি বুঝি বসে ব'সে তার রূপের ধ্যান করি?

শরৎ। ওগো, ঘাট মানচি! তার সঙ্গে তোমার গুরু শিষ্য সম্বন্ধ সে কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম।

উপেন। সম্বন্ধ আবার কি? আমার সঙ্গে তাদের কেবল পয়সা কড়ির সম্বন্ধ। (ঢোক গিলিয়া) টাকা না পেলে আমিও তাদের বাড়ীতে যাবনা, তারাও আমার কাছে আসবে না।

শরৎ। (মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে) তুমি তাদের বাড়ীতে যাবে না—এ কথাটা কি ঠিক তোমার মনের কথা ঠাকুরপো?

উপেন। এ কথার জবাব দেওয়া দরকার মনে করি না। যাই, আমাকে এখনি এই চিঠির জবাব দিতে হবে।

(প্রস্থান)

শরৎ। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া) ওলো নতুন বৌ— ও বনলতা?

বন। (নেপথ্য হইতে) যাই দিদি। (প্রবেশ)

শরৎ। এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে ছুঁড়ী? দেখ্‌চিস্ না, তোর ঘরে চোর ঢুকেচে?

বন। (সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাইয়া) কি বল্‌লে দিদি? আমার ঘরে চোর?

শরৎ। হ্যাঁ লো হ্যাঁ, তোর মনের ঘরে।

বন। আমার মনের ঘরে? সে আবার কি?

শরৎ। দূর হাবা মেয়ে, এ কথাটাও বুঝ্‌লি না? মন-চুরি লো, মন চুরি।

বন। কার মন কে চুরি করে দিদি?

শরৎ। তোর ঘরে আবার ক'টা মন আছে লো? ঠাকুরপোর মন।

বন। তা আবার কে চুরি করবে?

শরৎ। কেন, আর কেউ? তুই বুঝি আমার ঠাকুরপোর মনটা পেটরার ভেতরে পুরে চাবি বন্ধ ক'রে রেখেছিস্, যে আর কেউ তা দেখতে ছুঁতে পারবে না?

বন। (এতক্ষণে সব বুঝিয়া কৃত্রিম রাগ দেখাইয়া) ইস্—তোমার যে কথা। পুরুষের মন বুঝি আবার বাক্স-সিন্দুকে বন্ধ ক'রে রাখা যায়?

শরৎ। বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে না পারিস্, অন্ততঃ পাহারা দেওয়া দরকার তো?

বন। ইস্—আমার বড় গরজ পড়েচে কি না। যার মন, সেই পাহারা দিক না গিয়ে?

শরৎ। সকলেই কি তা পারে রে? বিশেষ, আমার এই ঠাকুরপো টি। ভারি অসামাল।

বন। হোকগে অসামাল আমার কি এসে যায়?

শরৎ। অ বোকা মেয়ে, তোর কি কোনকালে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু হবে না?

বন। (ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া শরৎশশীর মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া) তুমি কি বল্‌চ দিদি?

শরৎ। তুই ঠাকুরপোর ভাবভঙ্গি দেখে কিছু বুঝতে পারিস্ না?

বন। (মুখ নামাইয়া) কৈ, এমন তো কিছু দেখি না।

শরৎ। ঠাকুরপো কি তোকে আগের মতন আদর করে?

বন। করেন বৈকি। আগেকার চেয়ে বেশী আদর করেন।

শরৎ। বোধ হয়, না। আগে ঠাকুরপো বাড়ীর ভেতর এলে তার চোখ তোকে দেখবার জন্যে চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াত, ভাত খেতে ব'সে তোর মলের শব্দ শোনবার জন্যে কাণ পেতে থাকৃত, রাতে শোবার ঘরে তোর কত আগে গিয়ে শুয়ে থাকৃত—এখন তো এ সব আর দেখি না? এখন কত রাত পর্য্যন্ত ব'সে ব'সে বই পড়ে, ডাকাডাকি ক'রে শোযাতে হয় কেন? ডাকলে বলে কেন—কথা কইবার মানুষ নেই, শুতে গিয়ে কি হবে?

বন। (লজ্জিত ভাবে) আমাকেও ঐ কথা বলেন। আমি লেখাপড়া জানি না, আমার সঙ্গে কথা কয়ে কোন সুখ নেই। তাই আমিও চুপ ক'রে থাকি, তিনিও চুপ ক'রে থাকেন।

শরৎ। আচ্ছা, আগে তা হ'লে তোরা সারারাত অত ফুস্‌ফাস্ করতিস্ কেন?

বন। (নীরবে ভাবিতে লাগিল)

শরৎ। আচ্ছা, বল্ তো, ঠাকুরপো এখন নিজে এত ঘন ঘন ডাক-ঘরে যায় কেন?

বন। বোধ হয় চিঠি আন্‌তে।

শরৎ। কার চিঠি, জানিস্?

বন। বন্ধুদের।

শরৎ। দূর, তবে তুই ছাই জানিস্!

বন। তবে কার চিঠি দিদি?

শরৎ। আমি জানি কার চিঠি—আমি সে চিঠি দেখেচি।

বন। বল না, কার চিঠি?

শরৎ। সে আমাকে লুকিয়ে দেখিয়েচে, তোকে বলব কেন?

বন। না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি, বল কার চিঠি?

শরৎ। পায়ে পড়বি কেন? বলচি। বলব ব'লেই ত ও কথা তুলেচি। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা শোন্।

বন। কি কথা?

শরৎ। আজই তুই ঠাকুরপোকে বলিস যে, তুমি কলকাতার মাষ্টারী ছেড়ে দাও।

বন। কেন, তাতে কি হবে?

শরৎ। তবে শোন্। ঠাকুরপো যে-বাড়ীর ছেলেদের পড়ায়, সেখানে একটি মেয়ে আছে। তার নাম চারুলতা, বয়স বছর ষোল-

সতরো হবে। ঠাকুরপো তাকেও সময় সময় পড়ায়। তার সঙ্গে ঠাকুরপোর খুব ভাব হয়েচে। সেই মেয়েটিই তাকে পত্র লেখে।

বন। (শুষ্ক হাস্য করিয়া) সে চিঠি লেখে লিখুক—তাতে আমার কি?

শরৎ। (বিরক্ত স্বরে) কি বলিস্—তাতে তোর কি? এম্‌নি বোকা ব'লেই তো ঠাকুরপো তোকে দেখ্‌তে পারে না!

বন। (কাতরভাবে) কেন, উনি কি তাকে ভালোবাসেন?

শরৎ। তা আমি কি জানি? আমার চোকে যা ঠেকেচে তাই তোকে বললুম। এখন নিজের ঘর নিজে সাম্‌লাতে হয় সাম্‌লাবি।

বন। (খানিকক্ষণ নীরবে ভাবিয়া ও একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু উনি তাকে ভালোবাসবেন কেন? উনি তো তাকে আর বিয়ে করেন নি?

শরৎ। হা রে আমার কপাল! বিয়ে না করলে বুঝি ভালোবাসা যায় না? আর একবার ভালোবাসা হ'লে বিয়ে করতেই বা কতক্ষণ?

বন। (দুঃখিত ভাবে, কম্পিত কণ্ঠে) আমি তার কি করব দিদি? আমার কি গুণ আছে যে তাকে বশ ক'রে রাখব? আমার কপালে যা আছে তাই হবে। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আঁচলে চোখ মুছিল)

শরৎ। (নিজেও কাঁদো-কাঁদো হইয়া বনলতার চোখ অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিলেন)

(উপেনের মাতার প্রবেশ)

উঃ মা। ওলো মেজ বৌ—নতুন বৌ! মহাভারত পড়া শুনবি চল্। আজ শকুন্তলার গল্প।

বন। (বিছানায় গিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইয়া পড়িল)

শরৎ। ওর মাথা ধরেচে, ও একটু পরে যাবে।

(উপেনের মাতার ও শরৎশশীর প্রস্থান)

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন। (বনলতাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তারপর তার মুখের কাপড় খুলিয়া দিল। বনলতা আবার ঘোমটা টানিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আবার তার ঘোমটা খুলিয়া দিল।) একি, তুমি কাঁদ্‌চ কেন ?

বন। (নীরব)

উপেন। ওঃ, বুঝেচি। আমি কাল-পরশু কলকাতায় চ'লে যাব ব'লেই বুঝি তোমার মনে দুঃখ হয়েচে ? লক্ষ্মীটি, কেঁদনা। এবার আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।......আচ্ছা, বল দেখি, এবার তোমার জন্যে কি কি জিনিস আন্‌ব ?

বন। কিছু না।

উপেন। কিছু না ? কেন ?

বন। আমার কোন সাধ নেই।

উপেন। এই বয়সে সাধ নেই ?

বন। হ্যাঁ—একটি সাধ আছে। (উঠিয়া বসিয়া) তুমি আমার কথা শুন্‌বে ?

উপেন। বল।

বন। তুমি আগে বল, শুন্‌বে কি না ?

উপেন। শোনবার যোগ্য হ'লে শুন্‌ব বৈকি ?

বন। আমি কি তোমাকে অন্যায় কাজ করতে বলব ? তুমি বল, আমার সে কথাটা শুন্‌বে ? বল।

উপেন। আচ্ছা শুনব।

বন। তিন সত্যি ?

উপেন। তিন সত্যি। এবার বুঝি কৈকেয়ীর মত বর চাইবার আয়োজন করচ ?

বন। আমার কথা এই, তুমি কলকাতায় যেখানে পড়াতে যাও, সেখানে আর যেওনা।

উপেন। (চম্‌কাইয়া, বাধো-বাধো স্বরে) কেন? সে কথা কেন? সেখানে কি?

বন। তুমি আমার কথা শুনবে কিনা বল?

উপেন। কেন, সেখানে পড়াতে দোষ কি? সেখানে তো আর বাঘের ভয় নেই!

বন। তোমার আর পড়িয়ে কাজ নেই।

উপেন। তাহ'লে চলবে কিসে?

বন। তোমাকে বড় বেশী খাটতে হয়। তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ। আমার মাথা খাও, কথা শোনো।

উপেন। তাহ'লে আমার নিজের লেখাপড়া'র খরচ কোথায় পাব?

বন। সেজন্যে ভাবনা কি? আমার গায়ে তো গয়না রয়েছে, আমি তো গয়না পরি না। তুমি এবারে সেগুলি নিয়ে যাও, বেচে তোমার পড়ার খরচ চালিও।

উপেন। (থতমত খাইয়া) বনলতা, তুমি বল কি?—কিন্তু না, তা আমি কিছুতেই পারব না। কোথায় তোমাকে নতুন গয়না কিনে দেব, না, তোমার যা আছে তাই বেচে খাব? না, আমাকে দিয়ে তা কিছুতেই হবে না।

বন। তাতে কি? আমি তাহ'লে খুব সুখী হব।

উপেন। না—প্রাণ থাকতে আমি তা পারব না। কিন্তু তোমার মুখে হঠাৎ আজ এ-সব কথা কেন?

বন। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) আচ্ছা, তোমার কাছে ও চিঠি লেখে কে?

উপেন। (চমকিত হইয়া, মুখ ফিরাইয়া) কেন, চিঠি তো কত জনেই লেখে? বীরেন লেখে, কুমুদ লেখে, আরো কত লোক লেখে।

বন। চারুলতা লেখে না?

উপেন। (বিবর্ণ মুখে) সে কি কথা? তোমাকে এ কথা বললে কে?

বন। যেইই বলুক না, তুমি তো আর বলনি? এখন বল দেখি, চারুলতা তোমাকে চিঠি লেখে কিনা?

উপেন। ও, বুঝেচি। এ মেজবৌ ঠাকরোণের কাজ। তিনিই বুঝি তোমাকে আজ এ সব শিখিয়ে দিয়েচেন?

বন। তাই যদি হয়, দোষ কি? এ-সব কি মিছেকথা?

উপেন। এইজন্যেই তুমি আমাকে কাজ ছাড়তে বলচ?

বন। হ্যাঁ, এইজন্যেই। তোমার ভালোর জন্যে। আচ্ছা, সে মেয়েটি তোমাকে চিঠি লেখে কেন, বলবে না?

উপেন। চিঠি লেখায় দোষ কি?

বন। আচ্ছা, সে দেখতে কেমন? খুব সুন্দরী বুঝি?

উপেন। ও-কথা কেন?

বন। আচ্ছা, বলই না, সে দেখতে কেমনধারা?

উপেন। সুন্দর বটে কিন্তু তোমার কাছে দাঁড়াতে পারে না।

বন। ইস্—মিছে কথা।

উপেন। না, সত্যি কথা।

বন। তবে তুমি তাকে এত ভালোবাসো কেন?

উপেন। (দু পা পিছাইয়া) কে বললে আমি তাকে ভালোবাসি?

বন। তুমি তাকে ভালোবাসো—নিশ্চয়ই ভালোবাসো। তুমি আমার কাছে বলবে না? আচ্ছা, নাই-বা বললে—ইস্!

উপেন। না, কখনই না,—আমি তাকে ভালোবাসি না! তাদের সঙ্গে আমার সুধু টাকাকড়ির সম্পর্ক! টাকা দেয়, পড়াই;—না দেয়, পড়াব না।

বন। তবে তুমি কাজ ছাড়তে রাজি হচ্ছ না কেন? ঐতো, তুমি তাকে ভালোবাসো! ইস্—আমাকে বলবে না? (অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া আবার শুইয়া পড়িল)

উপেন। (শয্যার উপরে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া চিন্তার পর, বনলতার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) শোনো বনু! আমি সত্যি বলচি, তোমাকে ছাড়া আমি আর কারুকে ভালোবাসি না। আমার কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত। তুমি আর কারুর কথা শুনো না—আর কখনো এ-সব কুচিন্তাকে মনে স্থান দিও না। চারুলতা আমাকে যে চিঠি লিখেচে, আমি তা মেজবৌ-ঠাকুরোণকে তো দেখিয়েচি! আমার মনে কুভাব থাকলে সে চিঠি কি তাঁকে দেখাতে পারতুম? এইতেই বোঝো, আমার কথা সত্যি কিনা?—

বন। (উপেনের কোলে মাথা রাখিয়া, দু-হাতে স্বামীর কটিদেশ বেষ্টন করিয়া প্রেমার্দ্র স্বরে) ওগো থামো, থামো! আর বলতে হবে না—আমি কি তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারি?

তৃতীয় দৃশ্য

"হোয়াইট-ভিলা"র উদ্যান

কোথাও মণ্ডপের ও কোথাও খোলা আকাশের তলায় চেয়ারের উপরে বসিয়া পুরুষ ও মহিলা অতিথিরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া হাসি-গল্পে প্রবৃত্ত। মাঝে মাঝে দূর হইতে হার্মোনিয়ামের ও গানের সুর ভাসিয়া

আসিতেছে। গৃহকর্তা মিঃ এইচ সি ব্যানার্জ্জি ও তাঁহার পত্নী মিসেস চন্দ্রমুখী ব্যানার্জী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাঝে মাঝে 'বয়'রা আসিয়া চা বা অন্যান্য পানীয় ও খাদ্য সরবরাহ করিয়া যাইতেছে।

মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি। কেমন মা! তুমিও তো জানো, ডাঃ চ্যাটার্জ্জিকে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল সিওট্ সাহেব কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন যে, সার্জ্জারিতে আমার স্বামীর মতন ডাক্তার ভারতে তো নেইই, এমন কি ইংল্যাণ্ডেও দু' একজনের বেশী পাওয়া যায় না।

চন্দ্রমুখী। হ্যাঁ, তা জানি বৈকি। ডাক্তার চ্যাটার্জ্জি আমাদের কাছে কতবার সে গল্প বলেছেন। তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি। (একগাল হাসিয়া) কিন্তু তাঁর প্রথম শিক্ষা আমার বাবার কাছে। আমার বাবার কথা শুনেচ তো? ডাক্তার হরিনারায়ণ ব্যানার্জ্জির নাম কে না জানে—তিনি বড়লাটের খাস ডাক্তার ছিলেন। মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে তিনিই ডাক্তারি পড়াতে বিলাতে পাঠান।

মিসেস কাঞ্জিলাল। আমার বাবার মতন আপনার বাবাও নিশ্চয় রায়-বাহাদুর হয়েছিলেন?

মিসেস চ্যাটার্জ্জি। কি? রায় বাহাদুর? না—আমার বাবা রায়-বাহাদুর হন নি। তবে তিনি লাট সাহেবকে অনুরোধ ক'রে অমন কত জনকে রায় বাহাদুর ক'রে দিয়েছিলেন।

(অন্যান্য মহিলাদের নীরব হাস্য। মিসেস কাঞ্জিলাল হতাশ ভাবে উঠিয়া অন্য দলের ভিতর গিয়া বসিলেন। চন্দ্রমুখী চুপি চুপি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন)

(পরেশবাবু, প্রভাবতী ও চারুলতার প্রবেশ)

অধ্যাপক ঘোষ। (আগাইয়া আসিয়া) পরেশবাবু যে, নমস্কার!

এখানে আপনার দেখা পেয়ে বড়ই সুখী হলুম। "ক্যালকাটা রিভিউ"তে আপনি The Influence of Western Culture on Eastern Mind নামে যে প্রবন্ধটি লিখেচেন, আমার তা বড়ই ভালো লেগেছে।

মিঃ এইচ, সি, ব্যানার্জ্জি। সেটা কি আপনার লেখা? আপনি যে এমন সুলেখক, তা তো আমি জানতুম না! I must really congratulate you Mr. Mitter, on your masterly style and thoughtful writing.

পরেশবাবু। (লজ্জিত ভাবে) আপনারা যে আমার লেখা আদর ক'রে পড়েছেন, আমার পক্ষে এটা গৌরবের বিষয়।

মিঃ রাক্ষিট্। (চুরুট ধরাইতে ধরাইতে) সে প্রবন্ধে উনি কি লিখেচেন?

ঘোষ। উনি বলেন Western Cultureটা খুব ভালো জিনিষ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দেশের পুরানো cultureটা বজায় রেখেই সেটা আমাদের assimilate ক'রে নিতে হবে।

রাক্ষিট্। তাও কি সম্ভব? New wine in an old bottle? তাতে যে পুরাণো বোতলটা না ভেঙেই পারে না।

ঘোষ। ভাঙবে কেন? আমরা western cultureএর spiritটাই শুধু গ্রহণ করব, কিন্তু আমাদের সমাজের old foundationটা যেমন আছে তেমনি বজায় রাখব।

রাক্ষিট্। কিন্তু সে old foundation যে জরাজীর্ণ হয়েছে, আর তা টেক্‌তেই পাবে না।

পরেশবাবু। আমি তা স্বীকার করি না। সে foundationটা খুব পাকা। এতকাল ধ'রে তার উপর দিয়ে কত পরিবর্তনের স্রোত বয়ে

গছে, তবুও তা অটল হয়েই আছে। সে তার নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখে যুগযুগান্তরের সমস্ত নূতন নূতন ভাব assimilate করতে পেরেছে।

চন্দ্রমুখী। (আগাইয়া আসিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া) এই যে চারুচন্দ্রনিভাননা! তুমি এখানে এ সব কি শুনচ? এ তর্কের কি শেষ আছে? এস, সকলের সঙ্গে তোমাকে পরিচিত করিয়ে দি। (চারুলতাকে লইয়া তিনি অন্যদিকে গেলেন, পরেশবাবু প্রভৃতিও কথা কহিতে কহিতে নেপথ্যে প্রস্থান করিলেন। মিস লজ্জাবতী, মিস্ লিলিয়ান প্রভৃতি তরুণীদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অরুণের প্রবেশ ও চেয়ারে উপবেশন)

অরুণ। হ্যাঁ, কি বলছিলুম, ডাচেস্ অফ নাটিংটনের বাড়ার কথা বুঝি? হ্যাঁ, সেখানে আর্ল অফ হটবেডের মেয়ের সঙ্গে আমি নেচেছিলুম বটে। খানি কি তাই? তাকে একটি বাংলা গৎ শুনিয়ে একেবারে অবাক ক'রে দিয়েছিলুম।

মিস্ লজ্জাবতী। তাই নাকি?

অরুণ। লর্ড হাইওয়াটারের বড় ছেলের সঙ্গেও আমার বিশেষ মাখামাখি হয়েছিল। তার সঙ্গে হাইড পার্কের ভেতর দিয়ে আমি যখন মোটরে চড়ে বেড়াতে যেতুম, তখন কত সুন্দরী নয়ন আমার পানে মুগ্ধ-ভাবে তাকিয়ে থাকত। (দীর্ঘশ্বাস) ওঃ, বিলাত হচ্ছে সোনার দেশ।

লজ্জাবতী। কিন্তু সুন্দরী নয়নগুলি আপনার পানেই কেন যে মুগ্ধ-ভাবে তাকিয়ে থাকত, তার তো কোন কারণ আবিষ্কার করতে পারলুম না।

অরুণ। কি জানেন মিস রায়, তারা বলত আমার মুখের ছাদটা নাকি প্রাচীন গ্রীকদের মত। তাই তারা আমাকে অ্যাপলো ব'লে ডাকত

লজ্জাবতী। (পাশের এক যুবতীর কাণে কাণে) লোকটা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করচে, একে একটু জব্দ করা দরকার। (অরুণের প্রতি) মিঃ ব্যানার্জ্জি, বিলাতে আপনি যে খুব একজন বড় জাঁদরেল ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনি যে ডাচেস্ অফ নাটিংটনের কথা বললেন, সে মানুষটি আসল না নকল?

অরুণ। (কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া) ধরুন না কেন নকল। তবে কি জানেন মিস রায় (লজ্জাবতীর মুখের দিকে অর্থপূর্ণ ব্যঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া), বিলাতের নকল এখানকার অনেক আসলের চেয়ে ভালো দাঁড়ায় কিনা! (অন্যান্য মহিলাদের সূক্ষ্মস্বরে হাস্য)

(চারুকে লইয়া চন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। বেশ লোক তুমি ঠাকুরপো! কোথায় অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা করবে, না, এইখানে ব'সে ব'সে কেবল গল্প করা হচ্ছে! এই দেখ দিকিন, বিনা আদর-অভ্যর্থনায় ইনি এতক্ষণ এককোণে চুপ ক'রে ব'সে-ছিলেন। একে তুমি চেন না, ইনি আমাদের পরেশবাবুর ভগ্নী মিস্ চারুলতা, বেথুন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়চেন। চারু, ইনিই আমার সেই দেওর অরুণ।

অরুণ। (হাসিমুখে উঠিয়া দাড়াইয়া চারুকে অভ্যর্থনা করিয়া) By jove বৌদিদি! এখানে কত বড় একটা magnetic attraction রয়েছে, তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ না? আমার সাধ্য কি এখান থেকে নড়ি? I am simply chained to the spot. (চারুর প্রতি) তা আপনি অনাদৃত বনফুলের মতন আড়ালে বসেছিলেন কেন? এই-সব মর্সুমি ফুলের মাঝখানে আসতে ভয় হচ্ছিল বুঝি? না, আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি। (লজ্জাবতীর দিকে আবার ব্যঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ; লজ্জাবতীর মুখ মলিন হইয়া গেল)

(মিসেস আনা দাতের প্রবেশ ও কন্যা মিস লিলিয়ানের হাত ধরিয়া টানিয়া একপ্রান্তে গমন)

আনা দাত্। (জনান্তিকে তিরস্কারের স্বরে) লিলি, লিলি, তোমার বয়স যত বাড়চে, তুমি ততই বোকা হয়ে যাচ্ছ! অরুণের সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ কর। সে যদি তোমাকে পছন্দ করে, তাহ'লে আমাকে আর তোমার বিয়ের জন্মে ভেবে মরতে হয় না—যাও, এগিয়ে যাও।

অরুণ। (লজ্জাবতীর অপ্রস্তুত মুখ দেখিয়া দয়ার্দ্র স্বরে) মিস রায়, আপনি তো এমন চুপ ক'রে থাকলে চলবে না। আপনার একটি গান শুনতে চাই, শুনেছি আপনি খুব ভালো গাইতে পারেন।

লজ্জাবতী। (মিহি স্বরে) আমি আর কি গাইতে পারি! আমার ভাঙা গলা।

অরুণ। বটে? আচ্ছা, তবে আপনি একটু বাজান।

লজ্জাবতী। আমি ভালো বাজাতে পারি না। আপনার তো বিলাতের শিক্ষা, আপনি বাজান না?

লিলিয়ান। ডাচেস্ অফ নাটিংটনের বাড়ীতে যে গৎটা বাজিয়েছিলেন, সেটা আমাদেরও একবারও শুনিয়ে দিন না?

লজ্জাবতী। ছিঃ লীলা! উনি কি আমাদের কথায় বাজাতে রাজি হবেন? ডাচেস্ অফ নাটিংটন কি লেডি হটবেডের হুকুম না হ'লে উনি কিছুতেই বাজাবেন না যে!

অরুণ। (লজ্জাবতীর প্রতি একটি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া পিয়ানোর সামনে গিয়া বসিয়া) মিস লিলিয়ান, আপনি আর আপনার সঙ্গিনীরা যদি নাচতে রাজি হন, তাহ'লে আমি সেই গৎটি এখনি বাজাতে পারি, যা শুনে আর্ল অফ হটবেডের কন্যা আমাকে বাহবা দিয়েছিলেন।

আনা দাত্। (দূর হইতে ইসারা করিয়া লিলিয়ানকে নাচিতে বলিলেন)

লিলিয়ান। ইলা, রমোলা, মণিকা! তোমরাও এগিয়ে এস, আমার সঙ্গে নাচবে।

(অরুণ একটি গৎ বাজাইল এবং সেই সঙ্গে লিলিয়ান প্রভৃতির নৃত্য)

অরুণ। মিস রায়, লেডি হট্‌বেডের হুকুম আসবার আগেই আমি তো আপনাদের বাজ্‌না শুনিয়ে দিলুম। এইবারে আপনার গান!

লজ্জাবতী। (ব্যঙ্গের স্বরে) দোহাই মিঃ অ্যাপলো, ও অনুরোধ করবেন না! আমি ভেনাস নই. আপনার সামনে আমার গান গাওয়া উচিত নয়।

অরুণ। আপনাকে যে মিস্ ভেনাস ব'লে সন্দেহ করবার উপায় নেই, একথা সত্য বটে। বেশ, গান গাইতে আপনার যখন এত ভয়, তখন আর আমি আপনাকে অনুরোধ করব না। কিন্তু মিস্ চারুলতা, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের একটি গান শোনাবেন।

চারুলতা। (লজ্জানত মুখে হার্মোনিয়ামের সামনে গিয়া বসিল)

গান

গেয়ে যাই, গান গেয়ে যাই, গান গেয়ে যাই আপন মনে,
জানি না, আমার সে গান কেউ শোনে কি নাইবা শোনে!

আমি ভাই, কোকিল-পাখী,
কেমনে, নীরব থাকি,
মাধবী, যখন আসে আতর-ভরা বকুল বনে।

*

আমি ভাই, মুখর অলি
দেখি যেই কুঞ্জগলি,
ধায় সুর লাজুক বধূর ফুটিয়ে বুলি ক্ষণে ক্ষণে।

*

আমি ভাই, মলয় হাওয়া,
ব্রত যে, গানই গাওয়া,
তানে মোর ধরার ধুলোয় স্বপ্ন দেখে জনে জনে

অরুণ। চমৎকার, চমৎকার!

(ডিনারের ঘণ্টাধ্বনি। অতিথিরা আহারের স্থানের দিকে অগ্রসর হইলেন। লজ্জাবতীর দিকে কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চারুলতার হাত ধরিয়া অরুণের সগর্বে প্রস্থান। লজ্জাবতী ও লিলিয়ান প্রভৃতি অরুণ ও চারুলতার দিকে হিংসাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন)

লিলিয়ান। মিস্ রায়, যারা গেল তাদের কথা আর ভাব্‌বার দরকার নেই এইবারে আপনার একটি গান শুনিয়ে দিন।

লজ্জাবতী। এখন আমার আর কোন আপত্তি নেই। শুধু আমরাও চুপ ক'রে বসে থাকলে চলবে না, আমার গানের সঙ্গে তোমাদেরও যোগ দিয়ে নাচতে হবে।

নৃত্য গীত

ছায়াপথ ধরি' নাচে আলো-পরী, বনপথ ভরি রঙের মেলা।
মানাপথে মোর এস মনোচোর। মনে-মনে আজ মনের খেলা

*

দোলে মেঘ-তরী তারা-দীপ-জ্বালা, দোলে নদীজলে নব চাঁদমালা,
দোলে সুখে ধীরে মোর আঁখি-নীরে তোমার কমল-নয়ন-ভেলা!

*

ঘুমিয়ে তপন জাগিয়ে স্বপন, বাজিয়ে আকাশে পাপিয়া-বেণু,
অধর আমার চাহিছে তোমার মধুর অধর-গোলাপ-রেণু !

*

বুক ভ'রে জাগে কত ভালোবাসা। মুখ ভ'রে জাগে শত আশা-ভাষা,
গলে বাঁধো মোর দুটি বাহু-ডোর,—আসেনি এখনো বিদায়-বেলা।

চতুর্থ দৃশ্য

উপেনের মেস-বাড়ীর ছাদ

উপেন ও বীরেন

বীরেন। (একমনে কয়েকখানা পত্র পাঠ করিয়া, উপেনের দিকে তীক্ষ্ননেত্রে চাহিয়া) চারুলতার কাছ থেকে তুই এতগুলো চিঠি পেয়েছিস্ ?

উপেন। হ্যাঁ। চিঠিগুলির ভাষা চমৎকার ব'লেই তোমাকে না দেখিয়ে থাকতে পারলুম না।

বীরেন। আমি না আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলুম, don't fall in love with her ?—এখন, কেমন ? আগুনের কাছে ঘি কতক্ষণ না গ'লে থাকতে পারে ?

উপেন। (হাসিয়া) আবার ছ্যাব্‌লামি সুরু করলে ? কে বললে, আমি তার প্রেমে পড়েচি ? এ-রকম সাদা সিদে চিঠি প'ড়েও তোমার মনে অমন কু-ধারণা হ'ল কেন ?

বীরেন। রেখে দে তোর সাধুগিরি ! তুই যত সতীসাধ্বী, তা এই

চিঠিগুলো পড়বার আগে তোর আকার-ইঙ্গিতেই বুঝতে পেরেচি। কিন্তু এ ঠাট্টা-তামাসার কথা নয়। আমার উপদেশ যদি শুনিস্‌, তবে বেশী বাড়াবাড়ির আগেই সাবধান হ। এ চাকরি ছেড়ে দে। নইলে নিজে তো মরবিই, আর একটি নির্দ্দোষ কুমারীকেও মারবি, তার উপরে তোর স্ত্রীরও সর্ব্বনাশ করবি।

উপেন। আমার স্ত্রীও ঠিক এই কথাই বলেচে।

বীরেন। তাহ'লে তিনিও সব জানেন? বেশ!

উপেন। আমি কিন্তু সব কথা অস্বীকার করেচি।

বীরেন। কি,— এর ওপরে আবার প্রতারণা? Adding insult to injury? স্ত্রীকে সরলা বালিকা পেয়ে ভোলাতে পারো, কিন্তু আমাকে ভোলানো বড় শক্ত কথা।

উপেন। না ভাই না, তোমাকে ভোলানো আমার ইচ্ছে নয়। তাই তো চিঠিগুলো তোমাকে নিজেই দেখালুম। হ্যাঁ, চারুলতার গুণে আমি যে আকৃষ্ট হয়েচি, এ কথা মিথ্যা নয়।

বীরেন। তবে, যদি মানুষ হও, এইবেলা নিজেকে সাম্‌লাও। আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয়। তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেচ।

উপেন। কেন, অন্যায়টা কিসের? বাগানে গোলাপ ফোটে, তার গন্ধে কে না মোহিত হয়? আকাশে তারা ফোটে, তার রূপে কার না চোখ জুড়িয়ে যায়?

বীরেন। থাক—আর কবিত্বে কাজ নেই। বাগানে আজ যে-গোলাপ ফুটেচে, তুমি কি তাকে শুধু দূর থেকে দেখেই চিরদিন খুসি থাকবে? হাত বাড়িয়ে সে ফুল তুলতে যাবে না তো?

উপেন। নিশ্চয়ই নয়। আকাশের তারা দেখেই আমরা খুসি হই, হাত বাড়িয়ে কবে আবার তাকে ধরবার চেষ্টা করি?

বীরেন। প্রেমে পড়লে মানুষ শিশু হয়। কে না জানে শিশুরা তার ধরবার জন্যেও হাত বাড়ায়? তুমি কি তার প্রেমে পড়নি?

উপেন। আমার মনে যে কিছু প্রেমের সঞ্চার হয়েচে, তা স্বীকার করচি। কিন্তু আমার intellectual love!

বীরেন। বটে! সে আবার কি ব্যাপার? ভালোবাসাকে তো এতদিন একটা emotion বলেই জানতুম। তোমার এই অভিনব প্রেম-বিজ্ঞানের সূত্রগুলি একবার ব্যাখ্যা কর দেখি শুনি?

উপেন। প্রেম হচ্ছে তিনরকম,—material, intellectual আর spiritual। কিম্বা এদের তামসিক, রাজসিক আর সাত্বিক নামও দিতে পারো। রূপ, অর্থ বা পদমর্য্যাদা দেখে যে প্রেম, সে হচ্ছে তামসিক,—খুব নিম্ন-স্তরের জিনিষ। কিন্তু যারা intellectual pleasureএর জন্যে ব্যাকুল, তারা এই material প্রেমের বাইরে intellectual loveকে না খুঁজে পারে না।

বীরেন। সাধু, সাধু! তাই বুঝি তোমার স্ত্রীর রূপ আর তোমাকে বন্দী ক'রে রাখতে পারে না? তাই বুঝি তুমি পরের বাগানে গোলাপ ফুল খুঁজে বেড়াও?

উপেন। আহা, ব্যস্ত হও কেন, আগে আমার কথা শোনই না। তামসিক প্রেম যেমন প্রেমের পাত্রকে একেবারে আত্মসাৎ করতে চায় রাজসিক প্রেম তা চায় না, দূর থেকে প্রেমাস্পদকে দেখেই সে সুখী হয়। এই রাজসিক প্রেম নির্দ্দোষ নির্ম্মল, তা কুৎসিত কামনায় কলুষিত নয়।

বীরেন। আর তোমার আধ্যাত্মিক প্রেমটা কি শুনি?

উপেন। তামসিক আর রাজসিক প্রেমের ভিতরে একটা অসম্পূর্ণতা আছে। তারা যাকে চায়, তাকে দেখতে না পেলে বড় কাতর হয়। এমন কি, রাজসিক প্রেমও ভালবাসার প্রতিদান চায়। কিন্তু যে প্রেম অবিনশ্বর

আত্মার একত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত, যা আত্মার মতই গভীর অতলস্পর্শ, যার ভিতরে হারাই-হারাই ভাব নেই, প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা নেই, সঙ্গলিপ্সা নেই, তাকেই আমি বলি spiritual love বা আধ্যাত্মিক প্রেম। এই প্রেমের উচ্চতম আদর্শ হচ্ছেন সীতা-সাবিত্রী। এটি খাঁটি ভারতবর্ষের জিনিষ। হিন্দুজাতির নিজস্ব গৌরবের সামগ্রী। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠালেন, তবু পাতাল-প্রবেশের সময়ে সীতা বলছেন—"আমি জন্মে জন্মে যেন তোমাকেই পতিরূপে লাভ করি।" সত্যবানকে পতি ব'লে মেনে সাবিত্রী যখন জানলেন যে, তিনি স্বল্পায়ুঃ, তখন অন্যকে পতিরূপে বরণ করবার জন্যে অনুরুদ্ধা হয়ে বললেন, 'একবার যাঁকে পতি ব'লে মেনেচি, তিনিই আমার পতি। তিনি দীর্ঘায়ুঃ কি স্বল্পায়ু হোন, সগুণ কি নির্গুণ হোন, আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারব না।' এই আধ্যাত্মিক প্রেমকে ইন্দ্রিয়সুখ বিচলিত করতে পারে না, বরং ইন্দ্রিয়সুখই তার দ্বারা সংযত হয়।

বীরেন। ব্যস্, ব্যস্! প্রেমের বিজ্ঞান ছেড়ে এখন তোমার নিজের বিজ্ঞানই বল দেখি! তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালোবাসাটা বুঝি কেবলই তামসিক প্রেম?

উপেন। ঠিক বুঝতে পারচি না, তবে আপাততঃ যেন সেই রকমই মনে হয়—

বীরেন। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ছাখ্—তুই নিতান্ত হতভাগ্য। ইচ্ছে করে তোকে এই ছাদের ওপর থেকে নীচে ফেলে দি।

উপেন। (হাসিয়া) তাহ'লেও আমার মত বদলাবে না।

বীরেন। আচ্ছা, তোমার সেই সদ্য-ফোটা গোলাপফুলটি, যার গন্ধে তুমি এতটা মোহিত হযেচ, তোমার চোখের সামনেই সেটিকে তুলে আর কেউ যদি পকেটে পূরে ফেলে? তোমার সেই উজ্জ্বল তারকাটি যদি মেঘে ঢাকা পড়ে? তখন তোমার দশা কি হবে ভেবে দেখেছ কি?

উপেন। আমার এখন সে-সব ভাব্‌বার সময় নেই। তখন যা হবার তাই হবে। আর, ততদিনে আমার রাজসিক ভালোবাসাও আধ্যাত্মিক ভালোবাসায় পরিণত হ'তে পারে।

বীরেন। অর্থাৎ তখন তুমি পরস্ত্রীর সঙ্গে মনে মনে আধ্যাত্মিক প্রেমে মগ্ন হ'য়ে থাকবে?.........উপেন, তুই যথার্থই ক্ষেপেচিস্‌, তোর মাথা গরম হয়েচে, তোর চিকিৎসার দরকার! চল্‌, নীচে চল্‌, তোর মাথায় আগে কলসী-কলসী জল ঢালবার ব্যবস্থা করতে হবে।

(দুজনের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা

সন্ধ্যাকাল। বৈঠকখানা প্রায় অন্ধকার। আবছায়ার ভিতরে ডাঃ ডি, চকারভর্ত্তি একলা বসিয়া আছেন।

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন। (অন্ধকারের ভিতরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডঃ চকারভর্ত্তির অস্পষ্ট মূর্ত্তি হঠাৎ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)

ডাক্তার। হা—হা—হা! উপেনবাবু যে! ইস্‌—মানুষ দেখে ভয় পেলেন নাকি?

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) না, না,—ভয় কিসের? কিন্তু আপনি এই অন্ধকারে এখানে চুপ ক'রে ব'সে আছেন কেন? (করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইয়া দিল)

ডাক্তার। (করমর্দ্দন করিয়া) আপনি ভালো আছেন তো? কবে এলেন? ইসে—দেশের খবর কি?

উপেন। (আলোর চাবি টিপিয়া, একখানা চেয়ারের উপরে ব'সিয়া) আমি আজ সকালে এসেচি। আমার সব মঙ্গল। আপনি কেমন আছেন? ছুটির সময়ে কি এখানেই ছিলেন?

ডাক্তার। আমার তো—ইসে—মা দুর্গার পূজা নেই যে বাড়ী যাব—হি-হি-হি! আমি এখানেই ছিলুন, কিন্তু আমার বড় জর হয়েছিল—ইসে—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জর, তাই শরীরটা বেজায় রোগা হয়ে গিয়েছে (দুঃখিত ভাবে নিজের শরীরের দিকে তাকাইলেন)।

উপেন। (হাসিয়া) আপনার যে শরীর—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই বলুন আর যাইই বলুন, সহজে ওর কিছু করতে পারবে না। অগাধ সমুদ্রের জল, তাথেকে দু-এক কলসী তুলে নিলেই বা কি, আর না নিলেই বা কি?

ডাক্তার। (একটা চুরুট ধরাইয়া) উপেনবাবু, আপনি ছোক্‌রা-মানুষ! ইসে—এখন খুব ফর্ত্তির সময়, এ-সব ব্যাপার বুঝবেন না। রক্তের তেজটা একটু ক'মে আসুক্‌, তারপর বুঝবেন কত ধানে কত চাল।

(পরেশবাবু ও চারুলতার প্রবেশ)

পরেশ। এই যে উপেনবাবু, নমস্কার! আপনি যে আজ সকালে এসেচেন, সে খবর আমরা আগেই পেয়েছি।

উপেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ সকালেই এসেচি।

পরেশ। আপনার সেই বীরত্ব কাহিনী কাগজে প'ড়ে আমরা যে কত আনন্দিত হয়েচি, তা আর বলতে পারি না। আপনি বাঙালীর গৌরব। যেদিন প্রত্যেক বাঙালীর মনে আপনার মত কর্ত্তব্যবোধ আর সৎসাহস জন্মাবে, সেদিন আমাদের দেশের ভবিষ্যতের জন্যে কারুকে কোন চিন্তা করতে হবে না।

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) আজ্ঞে, আমি আর এমন কি করেচি যে, এত প্রশংসা পেতে পারি। আমার অবস্থায় পড়লে অনেক লোকই এমন কাজ করত।

পরেশ। না, না উপেনবাবু, কখনই না। আমরা—বাঙালীরা কিল খেয়ে কিল চুরি করতেই অভ্যস্ত। রেলে, ষ্টিমারে, পথে, ঘাটে, লাথি কিল বুটের ঠোক্কর তো কতজনেই খাচ্ছে, কিন্তু ক-জন লোক সেই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে আঙুলটা পর্যন্ত তুলতে সাহস করে? আপনি তো নিজের জন্যে নয়, আর এক অসহায়া নারীর সম্মান রক্ষার জন্যে নিজেকে এতখানি বিপদগ্রস্ত করেছিলেন। আপনার মহত্ত্ব স্মরণীয় হবার যোগ্য।

(চায়ের সরঞ্জাম আসিল। চারুলতা সকলের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিতে লাগিলেন)

চারু। উপেন বাবু, এক কাপ্ চা খাবেন নাকি?

উপেন। (লজ্জিত ভাবে) আচ্ছা, একটু দিন।

ডাক্তার। ইসে—উপেনবাবুর সেই মোকদ্দমার কি হ'ল?

উপেন। মোকদ্দমার কি আর হবে। রেলের কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে আসল ঘটনা জেনে আর মামলা চালান নি। সেই টিকিট কলেক্টারকে ডিসমিস করেছেন। কিন্তু মামলা চলল না ব'লে তুটি লোককে বড় হতাশ হ'তে হয়েচে।

পরেশ। কে তারা?

উপেন। প্রথমটি সেই দারোগা, যিনি আমাকে তাঁর মুঠোর ভিতরে পেয়ে 'তদ্বির' করবার উপদেশ দিয়েছিলেন।

চারু। তদ্বির কি?

ডাক্তার। তদ্বির কি বুঝলে না? ইসে—পুলিসকে ঘুষ দেওয়াকে তদ্বির করা বলে—হা-হা-হা!

পরেশ। তুমি পূর্ব্ব-বঙ্গের লোক কিনা, এ-সব কথা আমাদের চেয়ে তোমার বেশী জানা আছে।

(সকলের হাস্য)

চারু। আচ্ছা উপেনবাবু, আপনি তদ্বিরের অর্থ বুঝেছিলেন? আপনি তার কথায় কি জবাব দিলেন?

উপেন। আমি বললুম, আমি ঘুসি মারতেই জানি, ঘুস দিতে শিখি-নি।

পরেশ। বা, বা, মুখের মতন জবাব বটে। আচ্ছা, আর একজনকার কথা বলছিলেন না?

উপেন। গোয়ালন্দের ডেপুটিবাবু। তিনি নাকি রেলের লোকদের হাত-ধরা, তাদের খুসি করবার এই মহা-সুযোগটি হারিয়ে বড়ই মন-মরা হয়ে পড়েচেন।

চারু। তিনি কি এতই অপদার্থ?

উপেন। আমাদের উকিলবাবুর মুখে শুনলুম, যদি রেলের সামান্য একটা কুলিও হ্যাট-কোট প'রে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হয়, তাহ'লে তিনি যে তাকে কি-ক'রে আদর করবেন ভেবে পান না। তার সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করেন—এমন কি বাড়ীতে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করেন।

ডাক্তার। উঃ, উপেনবাবু, আপনি খুব বেঁচে গেছেন! আর-একটু হ'লেই তো—ইসে—আপনাকে জেলে যেতে হচ্ছিল? সব সময়ে বীরত্ব দেখানোটা সুবিধাজনক নয়।

চারু। সুবিধা দেখে কাজ করতে গেলে কোন মহৎ কাজই করা হয় না। জগতের কোন্ মহৎ কাজের সঙ্গে বিপদের বিভীষিকা নেই, বলতে পারেন?

উপেন। (কম্পিতস্বরে) ডাক্তারবাবু, মাতৃজাতির সম্মানরক্ষার জন্যে আমি জেলে যাওয়া খুব গৌরবের বিষয় ব'লে মনে করি। আমি যখন সেই

ফিরিঙ্গিটাকে ঘুসি মেরেছিলুম, তখন কর্ত্তব্যপালনই করেছিলুম, ফলাফল চিন্তা করবার অবসর তখন আমার ছিল না।

পরেশ। ঠিক কথা। অত হিসেব-নিকেশ ক'রে কোন মহৎ কাজ হয় না। উপেনবাবু, আপনি যথার্থ বীরের কাজ করেছেন। (চারুলতার কাণে কাণে কি বলিলেন। চারু তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বে একটি ছোট লাল বাক্স আনিয়া পরেশবাবুর হাতে দিল) উপেনবাবু, আপনার বীরত্ব দেখে মুগ্ধ হয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রীতিচিহ্নস্বরূপ এই সামান্য জিনিষটি আপনাকে উপহার দিতে চাই। আপনি এটি গ্রহণ করলে আমরা অত্যন্ত সুখী হব। (চারুলতাকে ইঙ্গিত করিলেন। চারু-লতা বাক্স হইতে একটি সুন্দর ওয়াচ বাহির করিয়া উপেনের হাতে দিল)

উপেন। আপনাদের স্নেহ আর অনুগ্রহ আমি কখনো ভুলতে পারব না। আপনাদের প্রীতির নিদর্শন এই ঘড়ীটিকে আমি চিরজীবন রত্নের মতন যত্ন ক'রে রাখব।

পরেশ। এ ideaটা কিন্তু আমার মাথায় প্রথমে আসেনি—এজন্যে full credit চারুকেই দিতে হয়। আশা করি ঘড়ীটির দ্বারা আপনারও কিছু উপকার হবে।

উপেন। আজ্ঞে, কিছু নয়—বিশেষ উপকার হবে। আমার একটি ঘড়া ছিল, সেটি আজ ছ মাস আগে পঞ্চত্ব লাভ করেছে। পঞ্চত্ব লাভের অর্থ বুঝলেন কি? ঘড়াটির স্প্রিং ভেঙে যাওয়াতে, আমি সেটাকে খুলে খণ্ড খণ্ড ক'রে রেখেছিলুম। আমার পাঁচটি ছোট ভাই ভগিনী ভিতরকার সেই যন্ত্রগুলি পাঁচ ভাগ ক'রে নিয়েছেল। এরি নাম পঞ্চত্বলাভ।

(সকলের হাস্য)

পরেশ। (গাত্রোত্থান করিয়া) উপেনবাবু, আপনার ছাত্রার সঙ্গে এখন আলাপ করুন আমার বাইরে একটু দরকার আছে।

(পরেশবাবুর পিছনে ডাক্তারের প্রস্থান)

চারু। অনেক দিন পরে আজ আপনাকে দেখে বড আনন্দ হ'ল।

উপেন। সেটা উভয়তঃ। এবারে দেশে গিয়ে আপনার অভাব বিশেষ রূপে অনুভব করেছিলুম।

চারু। যথার্থ ?

উপেন। যথার্থ বৈকি। তবে শেষকালে আপনার চিঠিগুলিতে আপনাকে দেখতে-না-পাওয়ার দুঃখ তবু অনেকটা দূর হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে আপনার চরিত্রের মাধুর্যটুকু যতখানি ধরা যায়, আপনার সঙ্গে মিশলেও ততটা ধরা যায় না।

চারু। (হাসিয়া) সে আবার কি ? আমি তো নিতান্ত সাদাসিদে মানুষ। আমার ভিতরে কোনই বিশেষত্ব নেই।

উপেন। (আবেগভরে) গোলাপের গন্ধ আছে কিনা, গোলাপ নিজে তা জানে না। বাইরের লোক তা জানতে পারে।

চারু। আপনি যে একজন কবি হয়ে উঠলেন ! এটা বুঝি এবারকার বাড়া যাওয়ার ফল ?

উপেন। হ্যাঁ, বাড়ী যাওয়ার ফল বৈ কি। তবে অভাবের দ্বারা, মিলনের দ্বারা নয়।

চারু। আপনার কথা বুঝতে পারলুম না।

উপেন। বুঝেও কাজ নেই। আমি তবে এখন আসি।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

(চারুলতা উপেনের যাওয়ার পথের দিকে চাহিয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল)

তৃতীয় অঙ্ক

—:০:—

প্রথম দৃশ্য

পরেশবাবুর শয়ন-কক্ষ

প্রভাবতী ইজি চেয়ারে শুইয়া আছেন ও মাঝে মাঝে উঃ উঃ করিতেছেন।

(ডাক্তারবাবুর শশব্যস্ত ভাবে প্রবেশ)

প্রভাবতী। ডাক্তারবাবু,— উঃ—আমি আর বাঁচি না—আজ তলপেটে —বড় ব্যথা হয়েচে—উঃ—উঃ—একবার ব্যথাতে ফিট হয়েছিল।

ডাক্তার। (শয্যাপার্শ্বস্থ চেয়ারে বসিয়া) আজ হঠাৎ কেন এ-রকমটা হ'ল? এ ক দিন তো—ইসে—খুব ভালোই ছিলেন।...... আচ্ছা, ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই আমি ওষুধ দিচ্ছি। (একখানা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া ঝীকে ডাকিয়া তাহার হাতে দিলেন। ঝী চলিয়া গেল। প্রভাবতীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) কই, নাড়ী তো বেশী দুর্ব্বল দেখি না। —ইসে—এরকম ব্যথা তো আপনার আগেও হ'ত। কোন ভয় নেই। এখন ভালো—ইসে—nourishment দরকার। তিন বেলা স্থপ্ খাবেন, আর একটু নড়াচড়া করবেন। আমি পরেশবাবুকে বলব, তিনি যেন আপনাকে নিয়ে প্রত্যহ গাড়ীতে বেড়াতে যান।

প্রভাবতী। (মুখ ভার করিয়া) তাঁকে বললে কি হবে? আমার জন্যে তাঁর ভাবনা বড় বেশী কিনা? এই তো পূজোর ছুটিতে আমার

মধুপুরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিয়ে গেলেন কি? (অভিমানে চোখে জল আসিল)

ডাক্তার। কেন এমন হয়? পরেশবাবু তো—ইসে—টাকা খরচ করতে কৃপণতা করেন না, বরং অনেক সময়ে বাড়াবাড়িই ক'রে ফেলেন।

প্রভাবতী। কিন্তু সে আমার বেলায় নয়।

ডাক্তার। বড়ই দুঃখের বিষয়। ইসে—আমার বিবেচনায়, এ সব বিষয়ে আপনারও সাবধান হওয়া উচিত। আপনি তাঁকে সতর্ক ক'রে দেন না কেন?

প্রভাবতী। তিনি কি আমার কোন কথা শোনেন? ঐ যে সেদিন ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্যে দুশো টাকা দিয়ে ফেললেন, মুখ ফুটে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করলেন না।

ডাক্তার। কি! দু দু-শো টাকা? তার মতন লোকের পক্ষে—ইসে—একসঙ্গে দুশো টাকা দান করা বড়ই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে যে। (রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন)

প্রভাবতী। তারপরে আবার এই দেখুন, মাষ্টারকে অত টাকা দিয়ে একটা ঘড়ী কিনে দেওয়া হ'ল। এরই বা কি দরকার ছিল?

ডাক্তার। এটাও বড়ই বাড়াবাড়ি বলতে হবে। আমার—ইসে—কালকের ব্যাপার দেখে বড়ই হাসি পাচ্ছিল কিন্তু। আপনারা সকলে মিলে সেই মাষ্টার-ছোকরাকে যেন—ইসে—ওয়াটার্লুর যুদ্ধ-বিজয়ী একটি ওয়েলিংটন ক'রে তুলেছেন। তাকে আবার ঘড়ী প্রাইজ দেওয়া হ'ল—হি হি হি!

প্রভাবতী। (দুঃখিত স্বরে) ও কথা আর বলবেন না ডাক্তারবাবু! আমার দুঃখের কথা কাকেই বা বলি, আর কেই বা তা কাণে তোলে? টাকাগুলি এই ভাবে অযথা খরচ করা হয়, আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করাও হয় না। আর ঐ ছুঁড়ীটা, ওই-ই তো যত অনর্থের মূল। এখন

উনি ওরই হাতের কলকাটি হয়ে আছেন। তারই পরামর্শে এত সব দানের ঘটা। (চোখে জল আসিল ; রুমালে চোখ মুছিলেন)

ডাক্তার। (সমবেদনাপূর্ণ স্বরে) ইসে—এইরকম সব বাজে খরচ যাতে বন্ধ হয়, তাও তো আপনার দেখা উচিত? আপনার এখন দুই ছেলে, এক মেয়ে,—ঈশ্বর-ইচ্ছায় তাদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এদের কথা কি আপনি ভাবেন না? আচ্ছা, শুনেছি—ইসে—এ বাড়ী-খানা আপনি নাকি বিবাহের পূর্ব্বে নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিলেন?

প্রভাবতী। হ্যাঁ, এ বাড়ীখানা আমার নামেই আছে।

ডাক্তার। কাজটা ভালোই করেছেন। আর মাসে মাসে আপনি কিছু টাকাও পান না?

প্রভাবতী। সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। ঐ যে দশ হাজার টাকা লাইফ ইন্সিওরেন্স করেছেন, তাইই আমার একমাত্র সম্বল।

ডাক্তার। মোটে দশ হাজার? দশ হাজার টাকা আঃ কত!—ইসে—মেয়েটির বিয়ে দিতেই তো তার পাঁচ হাজার উড়ে যাবে! তারপর একটি ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে যদি বিলাতে পাঠাতে হয়, তখন আর টাকা আসবে কোথা থেকে?—ইসে—আমার বিবেচনায়, আপনার জন্যে আরো দশ হাজার টাকার সংস্থান হওয়া উচিত।

প্রভাবতী। তাও কি সম্ভব? আমার কথা শুনলে তো? আমি কেউ না।

ডাক্তার। ইসে—আর একটা লাইফ ইন্সিওরেন্স করলেই তো হয়। পরেশবাবুকে আপনি দশ হাজার টাকার আর একটি লাইফ ইন্সিওর করতে বলুন। এ সব বিষয়ে লজ্জা করতে নেই। ইসে—পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ ভালো দেখায় না। চারুর ওপরে—ইসে—পরেশ বাবুর যে রকম টান দেখছি, আমার বোধ হয় অনেকগুলি টাকা—ইসে—

চাকুর হাতে গিয়েই পড়বে। লাইফ ইনসিওর করলে—ইসে—সে পথ বন্ধ হ'তে পারে।

প্রভাবতী। (ডাক্তারের একখানা হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞস্বরে) ডাক্তার-বাবু, আপনার মতন আমার হিতৈষী বন্ধু আর কেউ নেই।

ডাক্তার। (প্রভাবতীর হাতখানি আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে দিতে) এ বাড়ীতে আপনার অসহায় অবস্থা দেখেই আপনার দিকে আমার মন—ইসে—আকৃষ্ট হয়েছে।

(অন্তরাল হইতে চারুলতার গানের আওয়াজ আসিল)

প্রভাবতী। (শুনিয়াই প্রথমে উঠিয়া বসিলেন, মুখ ক্রোধে আরক্ত করিয়া তারপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন) শুনছেন তো ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। ইসে—শুনছি গো, শুনছি তো।

প্রভাবতী। রোগের জ্বালায় আমি এখানে ন'ড়ে বসতে পারছি না, আর ওখানে ব'সে ওর গান বাজনা আমোদ হচ্ছে! না, এ অন্যায় আমার সহ্য হবে না। (প্রস্থান)

(ডাক্তারও তাড়াতাড়ি প্রভাবতীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে গিয়া ভুলিয়া নিজের টুপি ও ছড়ী ফেলিয়া যাইতেছিলেন, ফিরিয়া টুপি ও ছড়ী লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা

(অরুণ টেবিল-হার্মোনিয়াম বাজাইতেছে, তাহার দিকে মুখ করিয়া বসিয়া চারুলতা গান গাইতেছে)

গান

মাধবী মোর স্বপন-ভোর, সুরভি-চোর কখন্ আসে।
ফুলের ডালা কাজল-ঢালা অশ্রু-মালা নেত্রে ভাসে।
তন্দ্রাভরা চন্দ্রাবলী,
ভ্রমরহারা কমলকলি,
ভীমপলাশীর হাসির বাঁশী গায় উদাসীর ব্যাকুল শ্বাসে।
কোন্ বিবাগীর নেইকো দেখা,
চিত্তে যে তার চিত্র লেখা,
শুনচি স্মৃতির করুণ গীতি দুল্‌চে নিতি প্রাণের পাশে।

(গান শেষ হইবার আগেই উপেনের প্রবেশ। গান-বাজনায় নিযুক্ত চারুলতা ও অরুণ তাহাকে দেখিতে পাইল না)

অরুণ। গান শেষ হইলে পর) Bravo—Bravo! By Jove, Miss Mitter, you sing like a nightingale! I have never heard such a sweet voice even in England—of course Miss Rosalind excepted.

চারু। (লজ্জায় নতমুখী হইয়া) আপনি আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করছেন—আমি এত বেশী প্রশংসার যোগ্য নই। মিস্ রোজালিণ্ড কে ?

অরুণ। জানেন না? Miss Rosalind, the famous actress! যাকে সকলে মিস্ রোজ ব'লে ডাকে। অভ্যাস করলে গানে আপনি আরো উন্নতিলাভ করতে পারবেন।

চারু। আপনারও বাজানোর হাত খুব মিষ্টি। আমায় কিন্তু আপনাকে ভালো ক'রে পিয়ানো বাজানোটা শিখিয়ে দিতে হবে।

অরুণ। অবশ্য—অবশ্য! খুব আনন্দের সঙ্গেই শেখাব। আমিও

আগে ভালো বাজাতে জানতুম না। সেই সময়ে একদিন লর্ড হোপটাউনের বাড়ীতে পিয়ানো বাজাতে গিয়ে বড় হাস্যাস্পদ হয়েছিলুম। লর্ড হোপ-টাউনের ছোট মেয়ে লেডি এমিলি তারপর আমার হাত ধ'রে আমার ভুল সংশোধন ক'রে দেন। তারপর থেকে অনেক পরিশ্রম ক'রে তবে আমি বাজাতে শিখেছি। বড় বড় মজলিসে এখন আর আমাকে লজ্জা পেতে হয় না। তা আপনিও শিখতে পারবেন। খুব অল্পেই আপনার শেখা হবে। (হাতের হীরক অঙ্গুরীয়টি এমন ভাবে ঘুরাইয়া ধরিল, যাহাতে চারুর চোখে তাহার রশ্মিটা ভালো করিয়া গিয়া পড়ে)

চারু। (হঠাৎ উপেনকে দেখিতে পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই যে উপেনবাবু, আপনি কতক্ষণ? মিঃ ব্যানার্জ্জি, ইনি আমাদের টিউটর, উপেনবাবু।

অরুণ। (সহাস্যে হাত বাড়াইয়া উপেনের সঙ্গে করমর্দ্দন করিল)

উপেন। (বসিয়া) আজ আপনাকে খুব একটা আনন্দের জিনিষ দিতে এসেছি। দেখবেন? (একখানি মাসিকপত্র বাহির করিয়া একটি জায়গা খুলিয়া দেখাইল)

চারু। ওঃ! আমার সেই কবিতাটি? এতদিনে আমার অদৃষ্ট বুঝি সুপ্রসন্ন হ'ল? সম্পাদক-মহাশয়কে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আবার নিজে কষ্ট ক'রে এটা নিয়ে এলেন কেন?

উপেন। (নীরবে চারুর মুখের পানে তাকাইয়া রহিল)

অরুণ। (রুমালে মুখ মুছিয়া) By Jove! Miss Mitter, you surprise me in every way! You are not only a sweet singer, but also a poet? তা আপনার এ কবিতাটি আমি একবার দেখতে পারি কি?

চারু। (হাসিয়া) না, না,—কখনোই না। আপনি দেখলে হাসবেন। (মাসিকপত্রখানা লুকাইয়া ফেলিল)

অরুণ। (ডান হাতের তর্জ্জনী দ্বারা নিজের চিবুক স্পর্শ করিয়া) না, না, হাসব কেন? কবিতা ভালো না হ'লে ও পত্রিকা ছাপবে কেন? (উপেনের প্রতি) আপনি কি বলেন? কবিতাটির বিষয় কি?

উপেন। কবিতাটির নাম "কোকিল"। কবিতাটি শেলির Skylarkএর অনুকরণে লেখা বটে, কিন্তু এব ভিতরে যথেষ্ট নূতনঃ আছে।

অরুণ। "Skylark", "Skylark,—what a beautiful poem it is। সুন্দর—অতি সুন্দর!

"Hail to thee, bl'the spirit!
Bird thou never wert,
That from heaven or near it,
Pourest thy full heart
In profuse strains of
Unpremeditated art."

উপেন। কিন্তু Skylark কবিতাটিতেই এর চেয়েও সুন্দর ভাব আছে। যেমন—

Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought.

অরুণ। (মুরুব্বিয়ানার সহিত) আপনি ঠিক বলেছেন। কি চমৎকার ভাব! আমি সেলির কবিতা ভারি পছন্দ করি। আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রে ভারি সুখী হলুম।

(পরেশবাবুর প্রবেশ)

পরেশ। কি উপেনবাবু, কতক্ষণ? এই যে অরুণ, কখন এলে? তুমি বোধ হয় উপেনবাবুকে জানো না? ইনি একজন বেশ বিদ্বান্ লোক,

এবার ল দিচ্ছেন। আর এঁর চরিত্র যে কত উন্নত, তা বলতে পারি না। উপেনবাবু, বসুন না।

অরুণ। উপেনবাবুর সঙ্গে আমি এতক্ষণ শেলির কাব্য নিয়ে আলোচনা করছিলুম। এঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি বড়ই প্রীত হয়েছি, কিন্তু আমার মনে হয়, এঁর মতন লোকের বিলাত যাওয়া উচিত। তা হ'লেই এঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে।

চারু। (হাসিয়া) তাহ'লেই সর্ব্বনাশ। উনি যে গোঁড়া হিন্দু, উনি আবার বিলেতে যাবেন?

উপেন। ইচ্ছে থাকলেও আমাদের মতন গরিব লোকের বিলেতে যাবার অর্থসংস্থান কোথায়? আর, বিদ্যাশিক্ষা কি দেশে থেকে হয় না? আমাদের এই কলকাতা সহরে কত বড় বড় লাইব্রেরী আছে, কত সুশিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তারপর বিলেতে না গিয়েও তো আমাদের দেশে কত বড় বড় বিদ্বান হয়েছেন—যেমন বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্র-লাল মিত্র—

অরুণ। There you are mistaken—এখানে আপনি একটা ভুল করলেন। আমাদের দেশে বড় বিদ্বান হ'তে পারে না, এ কথা আমি বলিনি। আমি বলি এই যে, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতন পণ্ডিত লোক যদি বিলেতে যেতেন, তাহলে তাদের প্রতিভা আরো বিকসিত হ'তে পারত—অন্ততঃ তাদের যশ যে আরো বাড়ত, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। বিদ্যা অনুশীলনের সুযোগ সেখানে যে কত বেশী, এখানে ব'সে আপনারা তা কল্পনাও করতে পারবেন না। শিল্প আর বিজ্ঞান সেখানে যেন স্বশরীরে বিদ্যমান। দেবী সরস্বতী সেখানে যেন মূর্ত্তিমতী। কিন্তু এখানে আমরা দেখি, কেবল তার অচেতন প্রতিমা—কেবল কাঠ আর খড়।

পরেশ। তা ঠিক বলেছ। এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

অরুণ। এই দেখুন না কেন, এখানে কলেজে আপনারা সেক্সপিয়ার পড়েন, তা কত dull আর lifeless ব'লে বোধ হয়। কিন্তু সেখানকার প্রফেসরদের কাছে সেক্সপিয়ার পড়ুন, এক একটি ক্যারেক্টার যেন রক্ত-মাংসের মানুষের মতন জ্যান্ত হয়ে উঠবে। তার উপরে থিয়েটারে গিয়ে সেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর অভিনয় দেখলে তো কথাই নেই।

পরেশ। আচ্ছা, তুমি সার হেনরি আর্ভিংয়ের অভিনয় দেখেচ তো?

অরুণ। বাঃ, তা আর দেখিনি? বিলেতে গিয়ে তিনটে বছর কি বৃথাই কাটিয়েছি? আমি সার হেনরির অভিনয় দেখেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছি, এমন কি তাঁকে আমার নিজের অভিনয় পর্য্যন্ত দেখিয়েছি।

(চারুলতা প্রশংসা ও বিস্ময় পূর্ণ নেত্রে অরুণের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া রহিল। উপেনের তাহা ভালো লাগিল না)

পরেশ। বটে! সে কেমন?

অরুণ। আমাদের কলেজে একটা Dramatic Club ছিল—এখনো আছে। একদিন আর্ল অফ ওয়াটারডাউনের বাড়ীতে অভিনয় করবার জন্যে আমাদের নিমন্ত্রণ হয়। সেখানে অনেক বড় বড় লোকের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। তাদের ভিতরে সার হেনরিও ছিলেন।

পরেশ। তোমরা কোন্ নাটকের অভিনয় করেছিলে?

অরুণ। হ্যামলেট। আমাকেই হ্যামলেট সাজতে হয়েছিল।

পরেশ ও চারু। (সমস্বরে) বটে? তারপর—তারপর?

অরুণ। সেদিনকার অভিনয় এত ভালো হয়েছিল যে, আমরা আগে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। সার হেনরি শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন। অভিনয় শেষ হ'লে পর তিনি আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজের পাশের চেয়ারে বসিয়ে অনেক কথা বললেন।

পরেশ। কি বললেন, বল না। তুমি তো বড কম আদমি নও!

অরুণ। আমার সামান্য দু-একটা দোষ দেখিয়ে দিযে, তিনি আমাকে বললেন, "Mr. Bannerjee, I hail you as one of us! Indeed you are bound to make an excellent actor, if you would choose our profession." তাঁর সেই কথাগুলি এখনো যেন আমার কাণে বাজছে।

পরেশ। খুব চমৎকার! এর চেয়ে প্রশংসার কথা কি হ'তে পারে?

চারু। বাস্তবিকই চমৎকার! এটা খুবই গৌরবের কথা! কেবল আপনার নয, সমস্ত ভারতবাসীর গৌরবের কথা! কি বলেন মাষ্টারবাবু?

উপেন। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কাষ্ঠহাসি হাসিযা) তা—তা —নিশ্চয়ই। তবে কিনা সার হেনরি আর্ভিং—

অরুণ। খুবই উদারচেতা লোক। আমি তাঁকে খুব ভালো ক'রে study করেছিলুম। কেবল তাঁর আকার-ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গি observe করবার জন্যে কত বার আমি থিয়েটারে গিয়েছি। তিনি হ্যামলেটের পার্ট অভিনয করতে করতে—

"There is a soul of goodness in things evil
Could we observingly distil it out."

—এই কথাগুলি যে রকম ভাবভঙ্গির সঙ্গে বলেন, "soul' কথাটির উপর যে-রকম ভাবে emphasis দেন, তা আমি এখনো ভুলতে পারিনি।

উপেন। (একটু হাসিয়া) আপনার ভুল হয়নি তো? এই কথাগুলি যথার্থই হ্যামলেটের উক্তি কি?

অরুণ। (একটু বিরক্তির সহিত) হ্যামলেটের উক্তি বৈ কি।

পরেশ। উপেনবাবু, বোধ হয় আপনারই ভুল হযেছে। অরুণ যে নিজে অভিনয় করেছে!

অরুণ। হ্যামলেটের আগাগোড়া আমার মুখস্থ। তা না হ'লে কি

আমি 'হ্যামলেটে'র পার্ট নিতে পারতুম? তাই বলছিলুম, শিল্প আর বিজ্ঞান ওখানে জীবন্ত অবস্থায় আছে। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষাই হচ্ছে superficial, আসল জিনিষটা তারা ধরতে পারে না। আর curiosity ব'লে যে একটা জিনিষ, সকল রকম জ্ঞানলাভের যা প্রথম সোপান, তাইই এদেশী ছাত্রদের ভিতরে দেখা যায় না। এই দেখুন না, এখানকার ক'জন ছাত্র মিউজিয়ম, বোটানিক্যাল গার্ডেন, জুলজিক্যাল গার্ডেন দেখবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে?

চারু। ভালো কথা, দাদা! আমাকে না তুমি আর একদিন জুলজিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

পরেশ। আমার যে সময় নেই! আচ্ছা অরুণ, তুমি তো এ-সব খুব ভালো বোঝো, তুমিই না হয় চারু আর ছেলেদের নিয়ে একদিন জুলজিক্যাল গার্ডেন দেখিয়ে আনো না?

অরুণ। Most gladly আমি এদের নিয়ে যাব। তাহ'লে একটা ছুটির দিন ঠিক করুন।

চারু। কালই তো ছুটি আছে।

অরুণ। বেশ, তাহ'লে কালই যাওয়া যাবে।

চারু। উপেনবাবু, আপনিও গেলে বেশ হ'ত, কিন্তু আপনার পরীক্ষা তো নিকটে—

পরেশ। না, না, উপেনবাবুর এখন বাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

উপেন। আজ্ঞে, তাহ'লে আমি এখন আসি।

(নমস্কার করিয়া প্রস্থান)

পরেশ। চল অরুণ, তোমার গাড়ীতে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?

অরুণ। না, না, অসুবিধা কি—এ তো আমার সৌভাগ্য।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

চারুলতার পড়িবার ঘর

চারুলতা একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল।

(উপেনের প্রবেশ ও চারুলতাকে দেখিয়া থতমত খাইয়া প্রস্থানের উপক্রম)

চারু। কে—উপেনবাবু যে? আসুন না, যান কোথায়?

উপেন। (অনিচ্ছার সঙ্গে চারুলতার পাশের আসনে বসিয়া) অমল আর বিমলের পড়া হয়ে গেছে, আমি বাসায় যাচ্ছিলুম, পরীক্ষা নিকটে কিনা—

চারু। তাই দু-মিনিট এখানে ব'সে কথা কইতেও পারবেন না? ভালো ছেলে যারা, তারা বুঝি পরীক্ষার সময় এত বেশী পড়ে?

উপেন। কেন, সেদিন তো আপনারাই বললেন যে, এখন আমার বাজে সময় নষ্ট করা উচিত নয়! তাই আজকাল আমি পড়াশুনোয় প্রথম শ্রেণীর 'গুড বয়' হয়েছি।

চারু। বেশ, শুনে সুখী হলুম। তাহ'লে পরীক্ষায় ভালো ক'রে পাস হ'লে আপনি—

উপেন। আমি বিলেত যাব।

চারু। বিলেত? আপনার হিন্দুত্ব তাহ'লে কাঁদবে না?

উপেন। না। আগে বিলেতে যেতে আমার আপত্তি ছিল, এখন নানা কারণে সে আপত্তি আর নেই।

চারু। কি কারণ, শুনি।

উপেন। প্রধান কারণ হচ্ছে, জ্ঞানবিজ্ঞানবিভূষিতা বিলাতী সরস্বতীর সঙ্গে আমি একবার ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করতে চাই!

চারু। সাধু সংকল্প।

উপেন। সেদিন আপনারা যে জুলজিক্যাল গার্ডেনে গেলেন, বোধ হয় খুব আমোদ উপভোগ করেছিলেন?

চারু। (সলজ্জ হাসি হেসে) তা আমোদ উপভোগ করেছিলুম বৈকি! আপনিও গেলে আমোদ পেতেন।

উপেন। আমাকে যেতে দিলেন কৈ? আমার যে পরীক্ষা নিকটে।

চারু। ওহো বুঝেচি। তাই বুঝি বারবার পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে? আপনি তাহ'লে যেতে পান নি ব'লে দুঃখিত হয়েছেন? তাই এই ক-দিন আপনি আমাদের বাড়ীতে এসেও আমাকে না পড়িয়ে চ'লে গেছেন?

উপেন। না চ'লে গিয়ে আমার আর উপায় কি? এখানে এলেই দেখি মিঃ অরুণের সঙ্গে আপনি গল্প করছেন! সে সময়ে আমি আপনাদের শান্তিভঙ্গ করি কেমন ক'রে? আর জুলজিক্যাল গার্ডেনে আপনাদের সঙ্গে না গিয়ে আমি ভালোই করেছি। আমি গেলে হয়ত আপনাদের অসুবিধা হ'ত।

চারু। (সোজা হইয়া বসিয়া) কি আশ্চয্য! আপনি এ কথা বলেন?

উপেন। (অভিমান ও আবেগ পূর্ণ স্বরে) হুঁ, আমিই এ কথা বলছি সংপ্রতি আপনার মধ্যে যেন কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করছি, তাই এ কথা বললুম।

চারু। পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছেন? আপনার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে পারলুম না। আপনার চশমা নেওয়া দরকার।

উপেন। চশমা নিলে আপনার পরিবর্ত্তন হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে আমার চোখে ধরা পড়বে। আজকাল আপনি আমাকে আর দেখেও দেখেন না। এর মধ্যে একদিন আপনাকে পড়াবার জন্যে গিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা করলুম, কিন্তু অরুণ-কিরণে আপনার দুই চক্ষু এমন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে, আমার অস্তিত্ব আপনার নজরেই পড়ল না!

চারু। আমি তখন বোধ হয় গান-বাজনায় ব্যস্ত ছিলুম, অতটা ঠাহর

করতে পারি নি। কিন্তু আপনারও তো দোষ আছে? আপনি কেন আমার জন্যে অপেক্ষা করলেন না?

উপেন। আমি যে আজকাল গুড বয় হয়েছি। A good boy always minds his lessons—জানেন তো?……

চারু। জানি। কিন্তু আপনার অতটা অভিমান করবার কোন দরকার নেই। আর আগে থাকতেই আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ ক'রে রাখছি মি ব্যানার্জ্জি উদ্ভিদ-বিদ্যাতেও সুপণ্ডিত, তিনি শীঘ্রই আমাকে নিয়ে একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবেন, সেদিন আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। মিঃ ব্যানার্জ্জির কাছ থেকে আপনিও উদ্ভিদবিদ্যার বিষয়ে নব নব তত্ত্ব শেখবার সুযোগ পাবেন।

উপেন। মিঃ ব্যানার্জ্জি যে উদ্ভিদ বিদ্যাতেও সুপণ্ডিত, এটা জেনে আশ্বস্ত হলুম। কিন্তু দেখুন, আমার বোধ হয়, আপনার এই নতুন শিক্ষাগুরুটির ওপরে বেশী আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়। আপনার সাবধান হওয়া উচিত।

চারু। উপেনবাবু! একজন নিরপরাধ ভদ্রলোকের প্রতি আপনার এমনধারা অন্যায় কটাক্ষপাতের কারণ কি বুঝলাম না। আপনার মতন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে আমি এমন অন্যায় ব্যবহার আশা করিনি—ছিঃ!

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। মিস মিটার, আমি আজ একখানা নতুন মোটর কিনেছি। আসুন না, চৌরঙ্গীর দিকে একটু বেড়িয়ে আসি

চারু। এখন?

অরুণ। হ্যাঁ, আপনার আপত্তি নেই তো?

চারু। না, আপত্তি আর কিসের? আচ্ছা উপেনবাবু, নমস্কার।

(অরুণের সঙ্গে প্রস্থান)

উপেন। (কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে করতলে চিবুক রাখিয়া বসিযা থাকিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এ আলেয়ার আলোর পিছনে আমি ছুটছি কেন? দেশে আমার বনলতা রয়েছে, তার প্রতি আমি কি অবিচার কবছি না? সে দিন-রাত আমার কথা ভাবছে, আমাব জন্যে কাঁদছে, আমাকে খুসি করবার জন্যে লেখাপড়াও শিখছে। (পকেট থেকে একখানা পত্র বাহির করিয়া) বনলতা কি লিখেছে আর একবার প'ড়ে দেখি—

"তুমি বাড়ী আসিবে না শুনিযা আমার মন যে কি হইয়াছে, তাহা খুলিয়া লিখিতে পারি না। আমি আজ ছয়মাস যাবৎ দিন গণিতেছি। তুমি আমার প্রতি এত নিদ্দয় হইলে কেন জানিনা। তোমাব পায়ে ধরি, একবার আসিয়া এ দাসীকে দেখা দাও। বাড়ীতে আসিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। আমি তোমাকে একটুও বিবক্ত করিব না। আমি এমন কি অপরাধী যে, চোখেব দেখাটা হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিবে? আমি বড আশা করিয়া তোমার পথপানে চাহিয়া রহিয়াছি। আমাব মাথা খাও একবার বাড়া আসিও। ইতি তোমাব বনলতা।"

'তোমার বনলতা'। হ্যাঁ, সত্যিই সে আমার বনলতাই বটে, আমাকে ছাড়া আর কিছু সে জানে না। তাকে অবহেলা করা আমার উচিত নয়। আমি কালকেই বনলতাব কাছে যাব। এ বাড়ীতে আর কোনদিন আসব না, চারুলতার কথা মনেব কোণেও আর ঠাঁই দেব না।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাজলপুর। উপেনের শয়নকক্ষ।

(উপেন চেয়ারের উপরে বসিয়া আছে, কোলে একখানা খোলা ইংরেজী বই। পাশে দাঁড়াইয়া শরৎশশী)।

শরৎ। ঠাকুরপো, তোমার কি হয়েছে বল দেখি ভাই ?

উপেন। কেন বৌ-ঠাকৃরুণ, আমার আবার কি হবে ? আমি তো দিব্যি আছি !

শরৎ। কেমন পরীক্ষা দিয়েছ ?

উপেন। পরীক্ষা খুব ভালোই দিয়েছি।

শরৎ। তবে তোমাকে এমন মন-মরা দেখি কেন ? মুখে সেই গালভরা হাসি নেই, সদাই যেন কেমন ভার ভার।

উপেন। বৌ-ঠাকৃরুণ, এ-সব আপনার কল্পনা। আপনি অনায়াসেই একজন বড কবি হ'তে পারেন। সেক্সপিয়ার বলেছেন—

শরৎ। তোমার ওসব হিজিবিজি বুলি রেখে দাও। মনে রেখো, এখন তুমি বাড়ীতে এসেছ, আর আমার সঙ্গে কথা কইছ। তোমার সেই চারুলতা তো এখানে নেই যে, তোমার বিদ্যের মর্ম্ম বুঝতে পারবে !

উপেন। আমার চারুলতা ! সে আবার কে ?

শরৎ। ওগো তোমার ছাত্র চারুলতা, যাকে তুমি পড়াও। কেমন, এখন ঠিক হয়েছে তো ?

উপেন। সে আর আমার ছাত্রী নয়। আমি তাকে পড়ানো ছেড়ে দিয়েছি।

শরৎ। নিজের ইচ্ছায় নাকি ?

উপেন। তা নয়তো কি ? আমি নিজের পরীক্ষার পড়া পড়ব, না, আর সকলকে পড়িয়ে বেড়াব ?

শরৎ। তোমার কথা তুমিই জানো ! কিন্তু মনে থাকে যেন, আজ একটু পরেই তোমাকে অনেক কথার জবাব দিতে হবে। আমি তোমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তার জবাব কিন্তু তুমি এখনো দাও নি !

উপেন। আচ্ছা বৌ-ঠাকৃরুণ ! আমি কি ক্রমেই শিশু, হচ্ছি, না বড়

হচ্ছি ? আমার বুঝি এখনো বাড়ীতে এসে লাফালাফি দাপাদাপি ছুটোছুট ক’রে বেড়াবার বয়স আছে !

শরৎ। তা বটে। আর সেই জন্যেই বুঝি তুমি এবারে প্যাচার মতন গম্ভীর হয়ে এসেছ ? ও-সব এখানে চলবে না, তা কিন্তু আগে থাকতেই ব’লে রাখছি। (প্রস্থান)

(উপেন কোলের বইখানা তুলিয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে বনলতার প্রবেশ। উপেনের কাছে আসিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

বন। তুমি কি এখন পড়বে ?

উপেন। (বই হইতে মুখ না তুলিয়া) হ্যাঁ। তুমি শোওগে যাও। (বনলতা খাটের উপরে গিয়া মুখে ঘোমটা দিয়া শুইয়া রহিল। খানিক পরে শরৎশশীর পুনঃপ্রবেশ)

শরৎ। ঠাকুরপো, তোমার এ কি আচরণ দেখি ? অন্য বারে তো বাড়ীতে এসে সাঁঝের বাতি না দিতেই শুয়ে পড়তে ! আর আজ রাত দু-পহর হ’ল, এখনো তুমি শুতে যাও নি ?

উপেন। তাই নাকি ? রাত যে এত হয়েছে, আমি তা টের পাইনি বৌ-ঠাকরুণ।

শরৎ। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এখনো দিনরাত পড়া পড়া বাই কেন ? এখন তো মন খুলে আমোদ করবার সময়।

উপেন। বৌ-ঠাকরুণ, আমি তো আমোদের জন্যেই এই বই পড়ছি। এই সব বই প’ড়েই আমি বেশী আমোদ পাই।

শরৎ। কেন, আমোদ বুঝি আর কিছুতে হয় না ? মানুষের কাছে যত আমোদ পাওয়া যায়, বই প’ড়ে কি তত আমোদ হয় ?

উপেন। মানুষের কাছে আমোদ পাওয়া যায় বটে—যদি সে মানুষের মতন মানুষ হয়।

শরৎ। (চুপিচুপি) যেমন তোমার চারুলতা, না ঠাকুরপো?

উপেন। যান আপনি। আপনি খালি ঐ এক বুলিই শিখেছেন।

শরৎ। আমি তো যাবই, কিন্তু যে থাকবার, সে যে বিছানায় প'ড়ে ঘোমটার ভেতরে হাঁপিয়ে মারা যেতে বসেছে। যাও, ঘোমটা থেকে তাকে মুক্তি দাওগে। (প্রস্থান)

উপেন। (দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় গিয়া বসিয়া) বনলতা, তুমি কি ঘুমোলে?

বন। (ঘোমটা খুলিয়া) উঁহু।

উপেন। কেন, এখনো জেগে আছ কেন?

বন। তুমি আলো নিবিয়ে দাও, তোমার সঙ্গে আমি এখন গল্প করব।

উপেন। এই আলো যেন নিবিয়ে দিলাম, কিন্তু এখন তো আমি গল্প করতে পারব না।

বন। কেন?

উপেন। আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।

বন। না, লক্ষ্মীটি, এখনি ঘুমিও না। এত দিন পরে এলে, আমার সঙ্গে দুটো কথা কও।

উপেন। কি কথা কইব বল দেখি। হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে আমি বলতে পারি বটে।

বন। কি কথা বলনা।

উপেন। আমি মনে করছি বিলেত। একবার ঘুরে আসব।

বন। (ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া) ওমা, বিলেত যাবে কিগো! ও, বুঝেছি, আমার সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

উপেন। না বনলতা, ঠাট্টা নয়। বিলেতে আমাকে যেতেই হবে।

বন। (আকুল স্বরে) ওগো, তাহ'লে আমি বাঁচব না।

উপেন। তোমার এতটা ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। আমি কেবল তিন বছরের জন্যে বিলেতে যাব বৈ তো নয়। তারপর আবার তোমার কাছে ফিরে আসব।

বন। না, তা কিছুতেই হবে না। হুঁ, বিলেত থেকে ফিরে এসে তুমি আর আমাকে ফিরে চাইবে কিনা! তুমি এখনি আমাকে দুটি চোখে দেখতে পারো না, বিলেত থেকে সায়েব হয়ে এলে আমাকে আর তোমার মনে ধরবে কেন? আর আমিও তখন বাড়ীর আর সবাইকে ছেড়ে তোমার কাছে যাব কেন?

উপেন। তাহ'লে বল, তুমি আর আমাকে ভালবাসো না?

বন। ভালোবাসি কিনা, মুখে বলতে পারি না। বুক চিরে দেখাতে পারলে দেখাতুম। এই ক-বছরে তোমার বড় মা ছোট মা সকলেই আমার মা হয়েছেন, তোমার বৌদিদিরা সবাই আমার দিদি। তোমাদের বাড়ীর কুকুর বিড়ালটা পর্য্যন্ত আমার স্নেহের বস্তু। তুমি সায়েব হ'য়ে এলে এঁদের ছেড়ে আমি তোমার কাছে গিয়ে থাকব কেমন করে? (করুণ কণ্ঠে) তাও যদি বুঝতুম যে, তুমি আমাকে পেয়ে সুখী হবে, তাহ'লে তোমার সুখের জন্যেও আমি এসব ছেড়ে থাকতে পারতুম—কিন্তু আমাকে পেয়ে তুমি সুখী হ'লে কি? (অশ্রুত্যাগ)

উপেন। (গদগদ স্বরে) বনলতা, তোমার মন যে ভালোবাসায় ভরা, আমি তা জানি। তুমি আদর্শ হিন্দু পত্নী। কিন্তু হতভাগ্য আমি, নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারলুম না। তাই তোমাকে পেয়েও আমি সুখী হলুম না।

বন। কেন সুখী হবে না? তোমার সুখের জন্যে আমায় কি করতে হবে বল; আমি মরলে তুমি যদি চারুলতাকে বিয়ে করতে পারো, তবে আমি এখনি মরতে রাজি আছি। আমি তোমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকব কেন?

উপেন। (সজল নেত্রে) বনলতা, তুমি স্বর্গের দেবী। কিন্তু তুমি ভুল বুঝেছ। আমি চারুলতাকে ভালোবেসেছি সত্য, কিন্তু তাকে আমি বিবাহ করবার কল্পনাও কখনো করিনি। আমার ভালোবাসা অন্য রকমের। তার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা আমার কোনদিনই নেই। কিন্তু কিছুতেই আমার সুখ হ'ল না। আমি নরাধম—তোমার মতন সোণার কমলকে পায়ে দ'লে তাই আকাশকুসুম চয়নের আশায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। এখন আমার হিতাহিত জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বন। (উত্তেজিত কণ্ঠে) আমি আবার তোমাকে ক্ষমা করব? আমি নিজেই তোমার চরণে শত দোষে দোষী আমার যদি কোন গুণ থাকত, আমি যদি তোমাকে সুখী করতে পারতুম, তা'হলে তুমি এমন হবে কেন? আমাকে পেয়ে তুমি যে সুখী হ'তে পারলে না, এ দুঃখ আমার বুকে চিতার মতন জ্বলছে। যাও, তুমি বিলেত যেতে চাইছ, যাও। বিলেতে গিয়ে চারুর ভালোবাসা পেয়ে যদি সুখী হ'তে পারো, হও। চারুকে বিয়ে করতে সাধ হয়ে থাকে, বিয়ে কর। আমি আর বাধা হ'য়ে থাকবো না। কিন্তু বিলেত থেকে এসে আমার এ কালামুখ আর তুমি দেখতে পাবে না। আজ হ'তে আমি তোমার চরণে চিরবিদায় নিলাম। পরমেশ্বর করুন আর জন্মে যেন তোমাকেই স্বামী পাই, আর তোমাকে যেন সুখী করতে পারি।

(দ্রুতপদে প্রস্থান)

উপেন। (দুই হাতে মুখ চাপিয়া উপাধানের উপরে মাথা রাখিল)

চতুর্থ অঙ্ক

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য

পরেশবাবুর বাড়ীর সম্মুখস্থ পথ

(উপেনের প্রবেশ)

উপেন। চারু, চারু, চারু! আমি কি পাগল হয়ে গেলুম? পৃথিবীর আর কিছুই আমার মনে আসছে না, খালি ভাবছি চারুলতার কথা! চারু আমার উপরে রাগ করেছে, আমিও রাগ ক'রে তার বাড়ীতে আর যাবনা ব'লে পণ করেছি। তবু লুকিয়ে তাকে একটিবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে, তার গলার স্বর আড়াল থেকে শোনবার জন্যে এখানে ছুটে আসি কেন? এই বাড়ীর কাছে এলে মনে হয় কেন যে আমি আপন জনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি?……(এদিক ওদিক পায়চারি করিতে করিতে) পরশু এসেছি, কাল এসেছি, কিন্তু চারুর দেখা পাইনি, সাড়াও পাইনি…… আজও কি বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরতে হবে? (পায়চারি করিতে লাগিল)

(বাড়ীর দ্বিতলের একটি আলোকিত কক্ষের জানালার কাছে দুটি নরমূর্ত্তি আসিয়া বসিল)

ঐ যে! ঐ তো চারু না? হ্যাঁ, চারুই বটে!…… কিন্তু সঙ্গের ঐ লোকটি …… ওযে দেখছি অরুণ—চারুর আদরের মিষ্টার ব্যানার্জ্জি!

(উপরের ঘর হইতে চারুলতার গান শোনা গেল)

ইমন কল্যাণ

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন-ফুল-হার!
তুমি অনন্ত নব বসন্ত অন্তরে আমার।

নীল অম্বর চুম্বন-নত, চরণে ধরণী মুগ্ধ নিয়ত,
অকূল ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।
ঝলকিছে কত ইন্দু-কিরণ, পুলকিছে ফুলগন্ধ,
চরণ ভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকে চকিত ছন্দ।
ছিঁড়ি মর্ম্মের শত বন্ধন, তোমা পানে ধায় যত ক্রন্দন
লহ হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।

উপেন। চারু গাইছে, অরুণ শুনছে। গানটিও অরুণের শোনবার মতন বটে,—'হৃদয় সখা'র গান। গান লেখার কায়দা আছে বটে, উপাসনা-সঙ্গীত—না, প্রেমসঙ্গীত সহজে বোঝা যায় না।

(রাম-লছমন সিং পাহারাওয়ালার প্রবেশ।)

রাম। (উপেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া) তুমি রোজ রোজ এহাপর খড়া হোকর ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়? তুম্‌হারা কুছ বুরা মৎলব হ্যায়!

উপেন। (থতমত খাইয়া) কি—তুম ক্যা বল্‌তা হ্যায়। আমার হাত ছেড়ে দাও।

রাম। হম্ কভী নেহী ছোড়েগা। তুম রোজ রোজ এহাপর কিস্‌ওয়াস্তে খড়া রহ্‌তা হ্যায়—ঔর উয়ো মকানকে ভিতরমে নজর করতা হ্যায়? [illegible] এহাপর ক্যা চোরি করেগা?

উপেন। (ক্রুদ্ধস্বরে ধমক দিয়া) কি! আমি চোর! তুমি মুখ্ [illegible]কে কথা বল। আমার হাত ছেড়ে দাও।

রাম। আরে—ছোড় দো ছোড় দো বাৎ বোল্‌তা হ্যায়, হম কভী নেহি ছোড়েগা। তুম্‌কো থানামে লে যায়গা। তুম্‌হারা ইস মকানমে তারিওবি ক্যা মৎলব হ্যায়?

(একে একে কয়েক জন পথিক আসিয়া ঘটনাস্থলে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল)

জনৈক পথিক। কি হয়েছে পাহারাওয়ালাজী?

রাম। আরে ভাইয়া! দেখো ইয় আদ্‌মি এহাপর খড়া হোকর আজ তিন রোজসে ইয় মকান্‌কে ভীতরমে নজর কর্‌তা হ্যায়,—কঁহাপর কুছ্‌ কোন্ মাল্‌ওয়াল্ হ্যায় এহি সব দেখ্‌তা। ইস্ কুছ্‌ চৌরীওরীকা মৎলব হ্যায় ইয়া দুস্‌রা মৎলব হ্যায়?

১ম পথিক। কেন, আপনি ভদ্রলোকের ছেলে দেখছি, এমন চোরের মতন রোজ এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করেন?

২য় পথিক। আপনার মৎলোব তো ভালো বোধ হচ্ছে না!

উপেন। (কাতর ভাবে) আমার মৎলোব নেই মশাই, কোন মৎলোব নেই! আপনারা এই পাহারাওলার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমি কলেজে পড়ি, এবারেই শেষ পরীক্ষা দিয়েছি। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, সামনের ঐ বাড়াতে গান হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই শুনছি।

রাম। কভি নহি, কভি নহি,—সব ঝুটা বাৎ হ্যায়। কাল গান নহী হুয়াথা—পর্শো রোজ গান নহী হুয়াথা। তুম্ কিস্‌ওয়াস্তে এহাপর কাল ওয়া পর্শো খড়া রহাথা? কাল বর্ষাভী হুয়া থা।

উপেন। কাল পরশু আমি এখানে দাঁড়িয়ে ঐ বাড়ীর একটি ভদ্র লোকের জন্যে অপেক্ষা করছিলুম। আমি চোর নই, আমার কোন কুমৎলোবও নেই, ও-বাড়ীর সকলেই আমাকে জানেন।

৩য় পথিক। তবে গান শোনবার জন্যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে-ছিলেন কেন? আপনি তো অনায়াসেই ঐ বাড়ীর ভিতরে গিয়েই গান শুনতে পারতেন!

উপেন (নিরুত্তর হইয়া হেঁটমুখে মাথা চুলকাইতে লাগিল)

রাম। (উপেনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে) আচ্ছা, চলে ইয়ে মকান্‌মে, হম তজবিজ্‌ করেগা, উয়ো লোগ্‌ তুম্‌কো পহিচান্‌তা হ্যায় কি নহী।

উপেন। (ভয়ে বিবর্ণ মুখে থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পাহারা-ওলাকে বাধা দিতে লাগিল)

১ম পথিক। কী, এখন যেতে চাচ্ছ না বড় যে?

২য় পথিক। বেশ তো, যাওনা! তুমি ওখানে গেলেই তো সব জানা যাবে!

৩য় পথিক। পাহারাওলাজী, ওকে ছেড়ো না, ওখানে নিয়ে যাও।

উপেন। (নাচার ভাবে পাহারাওয়ালার সঙ্গে খানিকদূর অগ্রসর হইল)

রাম। (নিম্নস্বরে) বাবু, হামকো কুছ বকসিস অকসিস দো, হম তুমকো ছোড় দেগা,—দো একঠো রুপয়া বাহার করো।

উপেন। (ঘুষের নামে প্রথমটা খাপ্পা হইয়া উঠিয়া) না, আমি এক পয়সাও ঘুষ দেব না! (তারপরেই কি ভাবিয়া দমিয়া গিয়া) আচ্ছা দাঁড়াও, পকেটে কি আছে দেখি। (পকেট হইতে মণিব্যাগ বাহির করিয়া, ব্যাগের ভিতর হইতে একটি পয়সা বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে দেখাইয়া) আমার কাছে যে আর কিছুই নেই!

রাম। উঁহু, হোগা নেহি—তুম চলো!

(পাহারাওয়ালা উপেনকে ধরিয়া পরেশবাবুর বাড়ীর
সম্মুখে আনিয়া ডাকহাঁক করিতেই দ্বিতলের
ঘরের ভিতর হইতে অরুণ ও চারু
বাহির হইয়া বারান্দায়
আসিয়া দাঁড়াইল)

চারু। (পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া) কি, তুমি এখানে কি চাও?

অরুণ। (উপেনকে দেখিয়া) Hallo Upendra Babu, what the matter? Come in please!

চারু। (বিস্মিত কণ্ঠে) তাই তো, উপেনবাবুই তো! আপনি কোথা থেকে? কি হয়েছে?

রাম। মাইজী, ইয়ে আদমী হররোজ রাতমে রাস্তাকে উপর খাড়া হোকর আপলোগোঁকে মকানপর নজর করতা হ্যায়। ইসকা কুছ খরাব মৎলোব হ্যায় কী নহী? আপলোগ ইনকা পহিচানতা হ্যায়?

অরুণ। তুম বাবুকো ছোড় দো। উনকা কুছ খরাব মৎলোব নহী হ্যায়। হমলোক উনকা জানতা হ্যায়।

রাম। বহুৎ আচ্ছা। সেলাম সাহেব। (প্রস্থান)

অরুণ। উপেনবাবু!

চারু। উপেনবাবু, বাড়ীর ভেতরে আসুন।

(উপেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাজলপুর—দত্তবাড়ীর একটি কক্ষ

শরৎশশী ও বনলতা

শরৎ। দূর হাবা মেয়ে! উপেনকে বেঁধে রাখতে পারলি না? কি-রকম বৌ লো? আমি বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম, তাই, নইলে কেমন ক'রে বিলেত যেত, দেখতুম।

বন। আমি কি করব দিদি? কারুর কথা শুনলেন না, আমার কথা শুনবেন? আমি তাঁর কে?

শরৎ। কেন, সে তোকে কি ব'লে গেছে?

বন। ব'লে গেছেন, তিন বছরের ভেতরেই ফিরে এসে আমাকে

আবার গ্রহণ করবেন। কিন্তু আমি বলেছি, আমি তাঁর কাছে আর যাব না।

শরৎ। ইস্, না গিয়ে তুই থাকতে পারবি কিনা!

বন। পারব বৈকি! যদি বাঁচি।

শরৎ। কেন, মরবি নাকি? মরবি কোন্ দুঃখে?

বন। বাঁচব কোন্ সুখে?

শরৎ। ছিঃ, মরবার কথা মুখে আনতে নেই বোন! বিলেত থেকে ফিরে এলে দেখিস্, তোর জন্যে পাগল হবে।

বন। কিন্তু এখন তো দেখলুম, পাগল আর একজনের জন্যে। মনে হল তার ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে আগুনে প্রবেশ করতে পারেন— সমুদ্র ঝাঁপ দিতে পারেন। তার ভালোবাসা পাবার জন্যেই তো বিলেত গেলেন। তা যান, তিনি যেখানে গিয়ে সুখী হন, তাই ভালো। আমার তাতেই সুখ। কিন্তু আমি বেঁচে থাকলে আমাকে তিনি তাঁর সুখের পথের কাঁটা ব'লে মনে করবেন। তাই তো আমি মরতে চাই দিদি!

শরৎ। আমার লক্ষ্মী বোনটি, এত অভিমান ভালো নয়। আত্মহত্যা মহাপাপ. অনন্ত কাল নরকবাস করায়।

বন। না দিদি, আমার কোন অভিমান নেই। অভিমান থাকলে এর অনেক আগেই আমি বিষ খেয়ে মরতুম। কিন্তু আমি বেঁচে থেকে যদি তাঁর সুখের বিঘ্ন হই, তবে আমি মরব না কেন? আমার এখন মরণেই সুখ দিদি! তোমরা আমাকে মরণের পথ দেখিয়ে দাও!

শরৎ। কিলো নতুন বৌ! তোর আজ হলো কি? তোর মুখে এত কথা? তুই এ-সব শিখলি কোথায়?

বন। শিখব আর কোথায় দিদি? মনের ভাব মুখ ফুটে বললুম, তার আর শেখাশিখি কি?

শরৎ। কিন্তু তোর এ ভাব তো আর কখনো দেখিনি! আজকাল

তোর যেন কি হয়েছে। দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছিস, দেহে ব্যাধিও ঢুকেচে দেখছি! কিন্তু মরবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন বোন? আগে উপেন ফিরে আসুক, তারপর যা করবার হয় করিস।

বন। এখন আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব? তোমার কোলে যেন একটি সোনার চাঁদ আছে, তোমার মনে স্বামীর ভালোবাসার স্মৃতি আছে, কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকব দিদি।

শরৎ। কেন, তুই তো তাকে ভালোবাসিস। আমাদের বেঁচে থাকবার পক্ষে সেইটুকুই যে যথেষ্ট!

বন। না দিদি, আমি মুগ্ধ স্ত্রীলোক, কেবল সেইটুকুই সম্বল ক'রে আমি বোধ হয় বেঁচে থাকতে পারব না। আমি বেশ এগিয়ে চলেছি— তোমরা আমাকে বাধা দিও না।

শরৎ। তুই বড় চাপা মেয়ে। তোর মনে এই ছিল জানলে এতদিন কি আমি বাপের বাড়ীতে থাকতুম? আমার মাথা খাস্ বোন, এখনো সময় আছে। এখনো ভালো চিকিৎসা হ'লে সেরে উঠতে পারবি। আর অমন ক'রে মরিস নে। জীবনের প্রতি সবলের একটা মমতা আছে, তোর কি তাও নেই?

বন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) না দিদি, আমার তাও নেই, জীবনের মমতা অনেক দিন হ'ল ছেড়েছি।

শরৎ। (নিজের সাশ্রু নেত্র মুছে) আবার সেই কথা? ঐ এক বুলি তুই কতবার শোনাবি? তার চেয়ে এক কথা বলি শোন্। তোর মাকে খবর পাঠাই, তারা এসে নিয়ে গেলে তোর মন অনেকটা ভালো হবে।

বন। মাকে খবর পাঠাতে পারো, কিন্তু দিদি, আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না। আমি বেশ বুঝছি, আমি আর বাঁচব না। মরি যদি তাঁরই ঘরে, তাঁরই খাটে শুয়ে মরব। ও দিদি, সে যে আমার ফুলশয্যার

খাট, আমার কত আশা, ভালোবাসা যে সেই খাটের সঙ্গে জড়ানো! সেই খাটে শুয়ে তিনি ঘুমোতেন, আর আমি তার মুখপানে তাকিয়ে কত দিন চুপ ক'রে ব'সে থাকতুম। তাকিয়ে দেখতুম—দেখতুম—কেবলি দেখতুম। সেই খাটে শুয়ে ঘুমের ছল ক'রে আশার প্রতীক্ষায় শুয়ে থাকতুম। সে পবিত্র খাট ছেড়ে আমি কি আর কোথাও যেতে পারি?

(কাঁদিতে কাঁদিতে বনলতার প্রস্থান। শরৎশশী ও চোখের জল মুছিতে মুছিতে পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন)

তৃতীয় দৃশ্য

পরেশবাবুর বৈঠকখানা।

একখানা সোফার উপরে শুইয়া প্রভাবতী মাথাব্যথা যন্ত্রণায় আঃ উঃ করিতেছেন।

(চারুর প্রবেশ)

চারু। বৌদিদির মাথা বুঝি ধরেছে? ... হচ্ছে কি? ...শুার এনে দেব?

প্রভাবতী। (ক্রুদ্ধ স্বরে) না, তোমার আর ডাক্তারী ক'রে কাজ নেই। .....এত সকাল সকাল কে তোমাকে কলেজ থেকে ফিরতে বলেছে? কলেজ আর ভালো লাগে না, নয়? ওমা, এ-রকম করলে কি আর ... হয়! অরুণের সঙ্গে আমোদ করবার জন্যে কলেজ পালানো! ... অবাক করলে চারু!

চারু। (বিরক্ত স্বরে) সে কি কথা? আমি কেন কলেজ থেকে

পালাতে যাব! এ রকম কথা আমি ভালোবাসি না। তোমার অসুখ হ'তে পারে, আর কারুর কি অসুখ হ'তে পারে না?

প্রভাবতী। তোমার আবার কি অসুখ হ'ল? খাবার সময়ে তো অসুখের কথা মনে থাকে না! যাও, তোমার সঙ্গে আর বকতে পারি না। —আমার মাথা ঝিম্ ঝিম করছে, চোখ পুড়ে গেল—উঃ!

চারু। তাই তো আমি ল্যাভেণ্ডারের কথা বললুম। ডাক্তারবাবুকে ডাকব কি?

প্রভাবতী। যাও, তোমার নিজের কাজে তুমি যাও। আমার উপরে আজ যে ভারি দরদ দেখছি! (একখানা রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও চোখ মুছিতে মুছিতে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।)

(চারুর প্রস্থান

(পরেশবাবুর প্রবেশ)

পরেশ। ওকি, তোমার আবার কি হয়েছে, এখনো শুয়ে কেন—ওঠ! (টুপী খুলিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন)

প্রভাবতী। (চোখ মেলিয়া অতি মৃদু স্বরে) যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না—মাথার যন্ত্রণায় গেলুম—উঃ! এই একজন বিরক্ত ক'রে গেলেন, আবার আর একজন এলেন।

পরেশ। (সহাস্যে) তোমাকে আবার কে বিরক্ত করতে এল? আমি তো ভাবতুম, তোমাকে বিরক্ত করা বুঝি আমারই কেবল একচেটে। (চেয়ার টানিয়া শয্যা পার্শ্বে উপবেশন)

প্রভাবতী। থাক্, আর রসিকতা করতে হবে না—ঢের হয়েছে। উনি যেন কিছুই জানেন না! কলেজ থেকে পালিয়ে আসবে, আর আমি যদি একটা কথা বলি, অমনি আমাকে দশ কথা শুনিয়ে দেবে। কেবল তোমারই জন্যে আমি এ সব অত্যাচারও সহ্য ক'রে থাকি।

না—। তোমাদের যা খুসি কর, আর আমি কোন কথা কইব না। উঃ মাগো, আমি যে গেলাম।

(পাশ ফিরিয়া শয়ন ও পরেশবাবুর প্রস্থান

(অল্পক্ষণ পরে বেয়ারা চায়ের টে আনিয়া প্রভাবতীর পাশে একটা ত্রিপায়ার উপরে স্থাপন করিল)

বেয়ার। মাইজী, চা।

প্রভাবতী। (উঠিয়া বসিয়া) বাবু কোথায়?

বেয়ারা। বাহার গিয়া।

প্রভাবতী। আচ্ছা, তুমি যাও। (বেয়ারার প্রস্থান) বাড়ীসুদ্ধ সবাই অরুণ আর চারুকে নিয়েই মত্ত,—আমি যেন এখানকার কেউ নই (পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে, আমাকে গ্রাহ্যই করে না। (চায়ে চিনি মিশাইয়া একখানা বিস্কুট তুলিয়া লইলেন)

(বেগে টহলরামের প্রবেশ)

টহলরাম। সর্ব্বনাশ হুয়া, সর্ব্বনাশ হুয়া!

(প্রভাবতী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার হাত হইতে অর্দ্ধভুক্ত বিস্কুট পড়িয়া গেল)

টহলরাম। মাজি, সর্ব্বনাশ হুয়া! এক্কা টম্ টম্ গাড়ী একঠো ট্রেয়াম গাড়ীকা সাথ ধাক্কা লাগকে দৌড়য় গিয়াছে। ঘোড়া জখম হুয়েছে। বাবু বেহুঁস হোয়ে গির গিয়াছেন। আমি ওনকো মিটিকাল কলেজ হাসপাতালে রাখকে দৌড়ে এয়েছি। (ইতিমধ্যে চারু প্রবেশ করিয়াছে)

চারু। ওগো, সে কি কথা গো! চল, চল—শীঘ্র চল—দাদা কোথায় আছে, আমাকে সেখানে নিয়ে চল। ও দাদা, দাদা! তুমি এখন কোথায়?

প্রভাবতী। (রুমালে মুখ মুছিয়া দর্পণের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাড়াতাড়ি কেশ বিন্যাস করিয়া লইয়া) আমি হাসপাতালে যাব—গাড়ী বোলাও। আর ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো, তিনিও আমার সঙ্গে যাবেন।

(সকলের প্রস্থান। রঙ্গমঞ্চ খানিকক্ষণ অন্ধকার হইয়া রহিল তৎপর ধীরে ধীরে আলোকিত হইল। চোখে রুমাল চাপা ও ডাক্তারবাবুর স্কন্ধে ভর দিয়া প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। (সোফার উপরে গিয়া শুইয়া পড়িয়া) হা অদৃষ্ট

ডাক্তার। (সোফার পাশের আসনে বসিয়া) ভয় কি—যদি আমি থাকতে আপনাদের ভয় কি?

(চারুলতার প্রবেশ)

চারু। (ভূমিতলে আছড়াইয়া পড়িয়া) দাদা, দাদা! তুমি আমাকে ফেলে কোথায় চ'লে গেলে? তুমি যে আমাকে বড় ভালোবাসতে! সংসারে আমার যে আর কেউ নেই দাদা! আমার দশা কি হবে দাদা! আমি কোথা যাব ব'লে দাও দাদা—একবার তোমার দুঃখিনী ভগ্নীকে দেখা দাও। দাদা, দাদা গো! (মূর্চ্ছা)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভাবতীর কক্ষ

একখানা ইজিচেয়ারে প্রভাবতী, পাশের আসনে ডাক্তার উপবিষ্ট।

ডাক্তার। বাঃ, ইসে—উচিত কথা বলতে আর দোষ কি? আপনি শুনবেন, আমি চারুকে বলব এখন।

প্রভাবতী। তবে আর বেশী দেরি করবেন না। আজই ব'লে ফেলুন। আর কত দিন এই ভাবে যাবে।

ডাক্তার। আচ্ছা, আপনি চারুকে এই ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে ও-ঘরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

(প্রভাবতীর প্রস্থান। অনতিবিলম্বে চারুর প্রবেশ)

চারু। আপনি আমাকে ডেকেচেন ?

ডাক্তার। হ্যাঁ, ঐখানে বোসো। (চারু একখানা চেয়ারে বসিল) দেখ চারু, ইসে—একটা কথা আছে। তোমার বৌদিদি নিজে তোমাকে বলতে লজ্জাবোধ করেন, তাই আমাকেই তাঁর কথা বলতে হবে। ইসে— এজন্যে তুমি যেন কিছু মনে কোরো না।

চারু। আপনি কি বলতে চান বলুন।

ডাক্তার। (জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দ্বারা মাথা খুঁটিতে খুঁটিতে) কথা হচ্চে এই। তোমার দাদা— ইসে বিবাহের সময়ে এই বাড়ীটা তোমার বৌদিদির নামে লিখে দিয়েছিলেন—

চারু। তা তো জানি।

ডাক্তার। তিনি আর কোন নগদ সম্পত্তি রেখে যান নি।—ইসে কেবল লাইফ ইনসিওরেন্সের কয়েক হাজার টাকা। তাও আমার পরামর্শে হাজার দশেক বেশী করেছিলেন—আগে খুব সামান্যই ছিল।—ইসে—সে টাকাও তোমার বৌদিদির।

চারু। হ্যাঁ, সে টাকা তো তাঁরই।

ডাক্তার। তাহ'লেই বুঝচ তো, ইসে—তোমার জন্যে তিনি কিছুই রেখে যান নি ?

চারু। হ্যাঁ, তাও আমি জানি। দাদার স্নেহই আমার একমাত্র

সম্বল ছিল। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁকে হারিয়ে আজ আমি সব হারিয়েছি। (ক্রন্দন)

ডাক্তার। কেঁদনা চারু, কেঁদনা—ইসে—কথা হচ্ছে এই, এখন উপায় কি? অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকা তো আর ভালো দেখায় না, তা উচিতও নয়! তোমার বৌদিদির হাতেও টাকাকড়ি কিছুই নেই। সেই লাইফ ইন্সিওরেন্সের টাকা তো আর শীঘ্র পাওয়া যাবে না, আর পাওয়া গেলেও তা এখন খরচ করা হবে না। সে টাকা হচ্ছে ভবিষ্যতের সম্বল। এই ছেলেদের—ইসে—পড়ার খরচ আছে, ইসে—মেয়ের বিবাহ আছে, আরো কতরকম খরচ আছে। তাই তোমার বৌদিদি এই বাড়ীখানা ভাড়া দিতে চান। ছেলেদের নিয়ে তিনি আর একখানা ছোট বাড়াতে উঠে যাবেন। ইসে—তুমি এখন কি করতে চাও?

চারু। (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) যাতে তাঁর সুবিধে হয়, তিনি তাইই করুন। তাঁর গলগ্রহ হয়ে আমি থাকতে চাই না। ঈশ্বর আমার যে উপায় করেন তাইই হবে।

ডাক্তার। বেশ কথা। তুমি বুদ্ধিমতী, ইসে—সব বুঝতে পারো। ঈশ্বর তো উপায় করবেনই, তবে তার আগে তো—ইসে—তোমারও একটা চেষ্টা করা উচিত? ইসে—জানো তো—God helps those who help themselves?

চারু। তা তো জানি। কিন্তু আগে তো একথা আর বুঝতে পারি নি যে, আমাকে হঠাৎ এইভাবে নিজের পথ নিজেই করে নিতে হবে। এখন জানলুম, এখন থেকে চেষ্টা করব।

ডাক্তার। কিন্তু চেষ্টাটা শীঘ্রই করা দরকার। এখনি—ইসে—খরচের টানাটানি হচ্ছে। নন্দ টাকা তো আর কিছু রেখে যান নি! এ বাড়ী ভাড়া দেওয়ার জন্যে ইসে—লোকও ঠিক করা হয়েছে। তারা মাসের সোমবারে আসবে।

চারু। পরের সোমবারে, এত তাড়াতাড়ি?

ডাক্তার। ইসে—হ্যাঁ। তুমি—ইসে—বিবাহ করতে চাইলে, কত শিক্ষিত যুবক তোমাকে—ইসে—আদর ক'রে এখনি গ্রহণ করবে।

চারু। (রুষ্ট স্বরে) বিবাহই করি আর যাইই করি, তা আমি নিশ্চিত করব। সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই না।

ডাক্তার। (গাত্রোত্থান করিয়া) রাগ কর কেন? ইসে—আমি কি আর অন্যায় কথা বলছি? ইসে—বন্ধুভাবে তোমাকে সদুপদেশ দিলুম। যা করতে হয়—ইসে—শীঘ্র কর। মোটে এই সাতদিন সময়

(প্রস্থান

চারু। (কিছুক্ষণ নিষ্পলক নেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তার চোখ ক্রমে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। সক্রন্দনে) আমি যে ভয় করেছিলুম তাইত হ'ল। দাদা—দাদা! তুমি এখন কোথায়? আমি যে এখন পথের ভিখারিণী হলুম! আমি এখন কোথায় যাব, কার আশ্রয় নেব? হে ঈশ্বর! পথ দেখাও, আমাকে পথ দেখাও

(অরুণের প্রবেশ)

অরুণ। Hullo! You look very pale,—আপনার অসুখ নাকি?

চারু। তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বড় ভাগ্যি আমার, যে এতদিন পরে আজ আপনার দেখা পাওয়া গেল। কিন্তু আমার স্বপ্ন ভেঙেছে।

অরুণ। হ্যাঁ সে সব আমি শুনেছি। আমি একটা মোকদ্দমার মফঃস্বলে গিয়ে আটক পড়েছিলুম। সবে কাল ফিরে এসেছি, এসেই এই দুর্ঘটনার কথা শুনলুম। Oh, such a sad death—so sudden আপনার দাদা একজন বড় ধার্ম্মিক লোক ছিলেন—a saint-like

man—one in a million। তার মৃত্যুতে মফঃস্বলের ব্রাহ্মরাও শোক প্রকাশ করছেন।

চারু। কেবল ব্রাহ্ম কেন, সব সম্প্রদায়ের লোকই তার জন্য কাঁদছেন।

(চোখে রুমাল দিয়া ক্রন্দন)

অরুণ। (মৃদুস্বরে) Oh, a beauty in tears is simply fascinating! (স্বাভাবিক স্বরে) তা তো বটেই, ও রকম সাধু পুণ্যবান লোকের জন্যে কে না কাঁদবে? কিন্তু আবার বোধ হয়, আপনি বেশী কেঁদে কেঁদে নিজের শরীর নষ্ট করছেন। ছিঃ, এত কান্না উচিত নয়। মরতে তো সকলকে হবেই—it is a debt we owe to nature!

চারু। সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার কথা শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন, আমার কান্নার এই তো সুরু—এ জন্মে এর আর শেষ নেই।

অরুণ। সে কি কথা!

চারু। হ্যাঁ। আজ আমি পথের কাঙালিনী। ঐ যে পাখাটা উড়ছে, ওরও মাথা গোঁজবার একটা বাসা আছে, কিন্তু ঈশ্বর আমার জন্যে সে পাওনাও রাখেন নি।

অরুণ। What do you mean? আপনি কি বলছেন?

চারু। দাদার এই হঠাৎ মৃত্যুতে আজ আমি একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছি। আর সাতদিন পরে আমাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে— আমার বৌদিদির এই আদেশ।

অরুণ। কি? এতদূর? তিনি নিজেই এমন আদেশ দিয়েছেন?

চারু। নিজেই বৈকি? অবশ্য মন্ত্রীরও অভাব হয় নি।

অরুণ। Oh, what a heartless woman! তাঁর প্রাণে কি একটুও স্নেহমমতা নেই?

চারু। আছে, তবে তা অন্যের জন্যে।

অরুণ। But if she is so heartless, the world is not so! শুনুন, অনেক দিন থেকেই আপনাকে একটা কথা বলব বলে মনে করছি, কিন্তু বলি বলি ক'রে বলা আর হয় নি। এতদিন আমাকে আপনি কি চোখে দেখেছেন, জানিনা; কিন্তু আপনাকে আমি প্রথম যেদিন দেখেছি, সেই দিন থেকেই ভালোবেসেছি। অবশ্য, আমি আপনার প্রেমলাভের যোগ্য নই, কিন্তু আপনি যদি আমাকে দয়া ক'রে গ্রহণ করেন, তাহ'লে আমি আপনাকে নিজের গৃহে নিয়ে গিয়ে ধন্য হব। আপনি—আপনি কি বলেন?

চারু। (খানিকক্ষণ নীরবে মাটির পানে তাকাইয়া রহিল। তারপর নিজের চোখ দুটি তুলিয়া ধীরে ধীরে অরুণের চোখের দিকে তাকাইল। তার চোখে প্রেমের ভাব। তার ওষ্ঠে বিদ্যুতের মত একটু হাসি ফুটিয়া উঠিযাই মিলাইয়া গেল) আমি—আমিও—আপনাকে—(মাথা নামাইয়া আবার মাটির দিকে তাকাইল)।

অরুণ। বুঝেছি চারু, আর বলতে হবে না। (চারুলতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তার মুখের দিকে নিজের মুখ লইয়া গেল)

পঞ্চম অঙ্ক

—:০*:০—

প্রথম দৃশ্য

ডাঃ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর একটি ঘর

ডাঃ চক্রবর্ত্তী ও প্রভাবতী একটি টেবিলের দুইপাশে মুখোমুখী করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়েরই মুখ অপ্রসন্ন।

ডাক্তার। দেখ প্রভা, তোমার এ সব বাড়াবাড়ি আমার ভালো লাগে না। এ রকম করলে—হসে—আমি আর সংসার চালাতে পারব না।

প্রভাবতী। তুমি সংসার চালাতে পারবে না? সংসার তুমই চালাচ্ছ নাকি?

ডাক্তার। হসে—নিশ্চয়ই তাই।

প্রভাবতী। হুঁ, তাইত বটে! বলতে তোমার লজ্জা হয় না? ভাগ্যি আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে—

ডাক্তার। হসে—তুমি আমাকে বিবাহ করেছ, না আমি তোমাকে বিবাহ করেছি? আমি না থাকলে তোমার মতন বিধবাকে যে বাকি জীবনটা—হসে—আইবুড়ো হয়ে থাকতে হত।

প্রভাবতী। থাক্, ও-কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাহ না হলে আজও তোমাকে যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই থাকতে হত।

ডাক্তার। তিমির?—হসে—তিমির মানে কি?

প্রভাবতী। অভিধান খুলে দেখো। ছিলে হাতুড়ে ডাক্তার—রোগীরা তোমাকে যমের দূত বলেই জানত। কিন্তু রোগীদের মতন আমিও

তোমাকে বয়কট করি-নি ব'লে এ যাত্রা তোমার কপাল ফিরে গেছে— ডক্টর জি চক্রবর্ত্তী সেজে, আমার জমানো টাকা ভাঙিয়ে খেয়ে-দেয়ে মনের সুখে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ। আগে থাকতে ভিজে বেড়ালটির মত, এখন আমাকে বাগে পেয়ে বাঘের মূর্ত্তি ধারণ করেচ। ছিঃ।

ডাক্তার। তোমার টাকা? তোমার টাকা কি-রকম? তোমার মতন একটা cadaverous looking বৃদ্ধ বিধবাকে গ্রহণ ক'রে যে টাকা আমি আমার বিবাহের—ইসে—যৌতুক পেয়েছি, সে টাকায় আর তোমা[illegible] অধিকার কি?

প্রভাবতী। [illegible] তোমার কথা শুনলে তার প্রতিবাদ কর[illegible] আমার ঘৃণা হয়—

ডাক্তার। [illegible] প্রতিবাদ কর কেন? আমি যা বলি তাই [illegible] নাও

প্রভাবতী। তুমি শুধু অকৃতজ্ঞ নও, তুমি একটি অসহ্য জীব! [illegible] সে কথা [illegible] শুনে রাখ, আমার টাকা আমি যে ভাবে ইচ্ছা [illegible] করব, তাতে তোমার কোন বাধাই আমি মানব না। তুমি আম[illegible] ছেলেদের পড়াশুনোর টাকা কমাতে চাও, কিন্তু আমি তাতে মোটেই র[illegible] নই। আমি যে আমার অসময়ের সম্বল ছেলেদু'টি[illegible]কে মূর্খ ক'রে রেখে তোমার মতন [illegible]কে তাদের মুখের ভাত দিয়ে পুষব, আর তারপর তু[illegible] যখন দংশন করবে, তখন পথে ব'সে মরব, এ কথা তুমি মনের কোণে[illegible] স্থান দিও না। আমি তোমাকে চিনেছি, আর আমাকে ভোলাতে[illegible] পারবে না।

ডাক্তার। তুমি যে-সব কথা বলছ, [illegible] শুনে আমার—ইসে—রা[illegible] হচ্ছে কিন্তু।

প্রভাবতী। রাগ যদি হয়, আমার দেওয়া ভাত বেশী ক'রে খেও আর এক কথা। আমি হিন্দুদের ঘোমটা-পরা বালিকা-বধূ নই। আমার

যার সঙ্গে খুসি মিশব, কথা কইব, বেড়াতে যাব, এ-বিষয়েও কোন নিষেধ চলবে না।

ডাক্তার। ইসে...চলবে না কি, আলবৎ চলবে! আমি তোমার স্বামী, আমি তোমার পরেশবাবুর মতন বোকা বুদ্ধদেব নই, তোমার সামনে —ইসে—ধ্যানস্থ হ'য়ে ব'সে থাকব না। আমার বাড়ীটা গুপ্তপ্রেমের বৃন্দাবন নয়, এটা সর্ব্বদাই মনে রেখ।

প্রভাবতী। ধিক্ তোমাকে, তোমার মুখে পরেশবাবুর নাম?

ডাক্তার। ইসে—তবে কার নাম করব? তোমার সঙ্গে এখন যে-সব প্রেমিক পুরুষের আলাপ হয়েছে, তাদের নাম তো আমি জানিনা।

প্রভাবতী। তোমার কথা শুনলেও পাপ হয়।

ডাক্তার। কিন্তু আমার সঙ্গে আগে যখন লুকিয়ে—ইসে—প্রেম করতে, তখন বুঝি কোনই পাপ হতো না? তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি পরেশবাবুকে যেমন ঠকিয়েছ, আমাকেও তেমনি ঠকাতে পারো।

প্রভাবতী। উঃ! (উঠিয়া প্রস্থান)

ডাক্তার। (প্রভাবতীর গমন-পথের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য। তারপর একটা চুরোট ধরাইয়া টানিয়া মুখ বিকৃত করিয়া) হ্যাঁ রে জগা—

(জগার প্রবেশ)

জগা। আজ্ঞে হ্যাঁ কর্ত্তাবাবু!

ডাক্তার। ব্যাটা, আবার আমাকে বাবু বলছিস?

জগা। (জিভ কাটিয়া) ভুল হয়েচে কত্তা-সায়েব, এই নাক-কাণ মলচি। (নাক-কাণ মলিল)

ডাক্তার। ফের তুই এ চুরুট কিনে এনেচিস্ কেন, এ চুরুট কি ভদ্রলোকে খায়?

জগা। আজ্ঞে, গিন্নিমা যে বললেন, এত দামের চুরুট আর কিনতে হবে না।

ডাক্তার। গিন্নিমা বললেন, হুঁসে—গিন্নীমা? আর আমি বুঝি এ বাড়ীর কেউ নই?

জগা। আপনি তো এ বাড়ীর সব, কত্তাসায়েব। হুজুরের হুকুম পেলে আমি এখনি বাক্স ভেঙে টাকা বের ক'রে চুরুট কিনে আনতে পারি।

ডাক্তার। থাক্, অতটা আর করতে হবে না। এর ব্যবস্থা আমি পরে করব। আপাততঃ যা বলি শোন্। আমি এখন বাইরে যাচ্ছি ফিরতে দেরি হবে। যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি বাড়ীর ভেতরে কাউকে মাথা গলাতে দিবি না—বুঝলি তো?

(গাত্রোত্থান)

জগা। আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তাসায়েব, এখনি আমি সদরে গিয়ে বসব বাড়ীর ভেতরে একটা মশা মাছি পর্য্যন্ত ঢুকতে দেব না—

ডাক্তার। হ্যাঁ, ভাই। আর দ্যাখ্, বাড়ীর ভেতর থেকেও কেউ যেন বাইরে না যায়। (প্রস্থান)

(বাইরে যাইবার পোষাকে প্রভাবতীর প্রবেশ)

জগা। (প্রভাবতীর সুমুখে গিয়া দাঁড়াইয়া) কোথায় যাচ্ছেন গিন্নীমা?

প্রভাবতী। সে কথায় তোর দরকার কি?

জগা। আজ্ঞে, কত্তাসায়েবের হুকুম—

প্রভাবতী। হুকুম? কি হুকুম?

জগা। তিনি না আসা পর্যন্ত এ বাড়ী থেকে কেউ বেরুতে পারবে না।

প্রভাবতী। কেউ বেরুতে পারবে না? আমিও না?

জগা। আজ্ঞে—

প্রভাবতী। বটে, এতদূর? আচ্ছা—

(বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান)

জগা। গিন্নীমা এতদিন ঘুঘু দেখছিলেন, এইবার থেকে ফাঁদ দেখবেন আর কি। (হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মিঃ অরুণ ব্যানার্জ্জির বাটীর একটি কক্ষ

ঘরখানি বিলাতী ধরণে সাজানো। মাঝখানে একটি গোল টেবিলের সামনে একখানা সোফায় অরুণ বসিয়া আছে। টেবিলের উপরে মদের ডিকাণ্টার ও গেলাস প্রভৃতি রহিয়াছে।

(মিস্ লজ্জাবতীর প্রবেশ)

অরুণ। Well, birds of a feather flock together—and here we are.

লজ্জাবতী। তুমি মদ খাচ্ছ?

অরুণ। না, আমি ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখচি।

লজ্জাবতী। (অরুণের পাশে গিয়া বসিয়া) তাহ'লে ডিয়ার, তুমি স্বপ্ন দেখতে দেখতেও মদ্যপান ক'রে থাকো?

অরুণ। হুঁ, I'm abstemious enough in real life, but in dreams—oh, by George!

লজ্জাবতী। তা বুঝেচি বন্ধু!

অরুণ। আজকাল তোমার নাম লোকের মুখে মুখে শুনি। The Calcutta press is full of your case—you are famous.

লজ্জাবতী। Infamous, you mean.

অরুণ। That is a matter for your conscience to decide

লজ্জাবতী। বাবিন! আমি conscienceএর কোন ধারই ধারি না। আমি হচ্ছি সুন্দর বাসন্তী প্রভাতের একটি হাল্কা প্রজাপতি—ফুলে ফুলে মধুচয়ন করা আমার জীবনের সাধনা!

অরুণ। কিন্তু আমার উপরে তুমি একটু সদয় নও কেন বল দেখি? আমার কাছে তো মধুর অভাব হবে না।

লজ্জাবতী। তুমি না ডাকতেও এসে হাজির হই, এর চেয়ে আর কত দয়া তুমি প্রত্যাশা কর?

অরুণ। দেখ লজ্জাবতী, সত্যি বলছি—there are times when I'm alone, when the whole world is you, and nothing else has any meaning.

লজ্জাবতী। অরুণ—please! বিলাতে গিয়ে নারীর চিত্ত জয় করবার আর্টটা যে তুমি খুব ভালো ক'রে দুরস্ত ক'রে এসেছ, আমি তা জানি। কিন্তু আমার কাছে তোমার আর সে পরিচয় নূতন ক'রে দেবার দরকার নেই। আমি তো ধরা দিয়েই আছি, আমাকে আর ধরবার চেষ্টা কেন?

অরুণ। না-ধরতেই যে ধরা দিতে আসে, জীবনে তাকেই বোধ হয় সহজে ধরা যায় না। (মদ্যপান)

লজ্জাবতী। তা নয় অরুণ, তা নয়। প্রেম ক'রে ক'রে প্রেম করবার অভ্যাসটা তোমার বদ্ধমূল হয়ে গেছে। প্রেমের অভিধান থেকে যতগুলো

অরুণ। (মদের গেলাস হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নাচিতে নাচিতে, সুরে)

"Dance my Mary, kiss me sweet !"

লজ্জাবতী। অরুণ, তোমার নেশা হয়েছে।

অরুণ। হয়েছে, আলবৎ হয়েছে—আমি এখন দখিন হাওয়ায় দোদুল দুলছি !

লজ্জাবতী। আচ্ছা, তাহ'লে এখন তুমি দোদুল্যমান অবস্থায় থাকো, আমি বিদায় হলুম।

(প্রস্থান)

অরুণ। লজ্জাবতী, লজ্জা, লজ্জা ! শুনলে না—যাক্ গে।

(মদ্যপান করিয়া সুরে)

"Dance my Mary, kiss me sweet !"

(চারুলতার প্রবেশ)

অরুণ। Who are you ? Oh, my love—my sweetest dearest, loveliest love—my Mary Smith ! Are you Miss Smith ? Kiss me—kiss me Miss ! (চারুলতার মুখের কাছে মুখ আনিল)

চারু। (মুখ সরাইয়া লইয়া ঘৃণাভরে) আমি তোমার মিস স্মিথ নই, আমি চারু।

অরুণ। চারু ? ধেৎ—

(টলিতে টলিতে প্রস্থান)

চারু। এই হচ্ছে বিবাহিত জীবনের সুখ ? আমি কেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুলুম না ? হে ঈশ্বর, আমার কপালে এই লিখেছিলে ? (সোফার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)

('ন্দ্রমুখীর প্রবেশ)

চন্দ্রমুখী। (একবার টেবিলের উ'পরে মদের সরঞ্জামের দিকে এবং একবার রোরুদ্যমান চারুলতার দিকে চাহিয়া অল্পক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, চারুর কাছে গিয়া কোমল স্বরে) চারু।

চারু। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া চোখের জল মুছিয়া) তুমি কখন এলে দিদি ?

চন্দ্রমুখী। এখনি। তুমি কাঁদছিলে ?

চারু। (মাথা নামাইয়া নীরবে থাকে।)

চন্দ্রমুখী। কেন কাঁদছিলে ?

চারু। দিদি, মেরি স্মিথের নাম আপনারা জানেন ?

চন্দ্রমুখী। (সচমকে) ও নাম তুমি কার কাছে শুনলে ?

চারু। আমার স্বামীর কাছ থেকে।

চন্দ্রমুখী। কখন ? ... তোমা ... সব ... বলেছে ?

চারু। না। ... মদ খেয়ে উনি আমাকে মেরি স্মি ... বলে ... করেছিলেন।

চন্দ্রমুখী। (আশ্বস্ত স্বরে) ও, ...

চারু। না দিদি, আমি আরো বেশী শুনেছি। মেরি স্মি... ... এক বারমেড—... দোকানে মদ বিক্রী করত। আমার স্বামী ... বিবাহ করেন। ... সেই মেরি স্মিথ আমার স্বামীর ... বিবাহের চুক্তিভঙ্গের এক মামলা করে পঞ্চাশ পাউণ্ড ডিক্রি পায়। ... রাস্তায় মাতলামি করবার দরুণও আমার স্বামীর শাস্তি হয়েছে।

চন্দ্রমুখী। (সবিস্ময়ে) এ সব কথা তুমি কি ক'রে জানলে ?

চারু। উপেনবাবু বলে আমার একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তিনি ... বিলাতে। আমার স্বামীর ব্যবহার দেখে আমার সন্দেহ হয় ... বিলাতী জীবনের কথা জানবার জন্যে উপেনবাবুকে আমি চিঠি

কত ছলনা করতে চাও? তুমি আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দিয়েছ—আমি চন্দন-তরু ভেবে বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করেছি।

অরুণ। (উত্তেজিত কণ্ঠে) দেখ চারু, বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না। আমিও তোমার চরিত্রের কথা কিছু কিছু জানি।

চারু। আমার চরিত্রের কথা!

অরুণ। হ্যাঁ। উপেন-মাষ্টারের সঙ্গে তোমার যে প্রেমের খেলা হয়েছিল, আমার তা অজানা নেই।

চারু। (বেদনাবিদীর্ণ মুখে দুই কাণে হাত চাপা দিল)

অরুণ। সে কার জন্যে তোমাদের বাড়ীর আনাচে-কানাচে রাত্রে ঘুরে বেড়াত, কেন সে পাহারাওয়ালার হাতে ধরা পড়েছিল?

চারু। (সক্রোধে) মিথ্যাকথা। তুমি যাঁর নাম করলে, তুমি তার পায়ের ধূলোরও যোগ্য নও!

অরুণ। (তিক্ত হাস্য ক'রে) তোমার বেলায় মিথ্যা, আর আমার বেলায় সত্য! মনে রেখো, তুমি বোয়ে যাচ্ছিলে, আমিই তোমাকে উদ্ধার করেছি। পরেশবাবুর স্ত্রী তোমাকে ভিখারিণীর মত পথে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর আমি অনুগ্রহ ক'রে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি।

চারু। ফিরিয়ে নাও—তোমার এ অনুগ্রহ ফিরিয়ে নাও, আমি তোমার এ অনুগ্রহ চাই না! এর চেয়ে আমার পথের ভিখারিণী হওয়াও ভালো ছিল। তোমার প্রতি আর আমার কোন ভালোবাসা নেই—ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি, বিশ্বাস কিছুই নেই। তোমার সঙ্গে আমার সকল সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হ'ল! আজ থেকে তোমার মূর্ত্তি আমার কাছে সর্পতুল্য—তোমার গৃহের বায়ু আমার কাছে পূতিগন্ধতুল্য, তোমার দেওয়া বস্ত্র-অলঙ্কার আমার কাছে অগ্নিতুল্য! আজ থেকে আর আমি এ নরকে বাস করব না—যিনি সকল জীবের আশ্রয়দাতা, সেই ভগবানই আমাকে আশ্রয়দান করবেন। (বেগে প্রস্থান)

অরুণ। (নতমুখে, নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরদিকে গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

বীরেনের ঢাকার বাসা

বীরেনের স্ত্রী বসিয়া কুটনা কুটিতেছিল, চারুলতা বীরেনের কন্যা নলিনীকে কার্পেট বোনা শিখাইতেছিল।

চারু। তারপর দিদি? তোমার স্বামীর এই বিলাতপ্রবাসী বন্ধুটির নাম কি?

বীরেনের স্ত্রী। উপেনবাবু।

চারু। (সচমকে) উপেনবাবু?

বীরেনের স্ত্রী। হ্যাঁ, উপেন্দ্রনাথ দত্ত। ... কিন্তু বোন, তোমার মুখ অমনধারা হয়ে গেল কেন?

চারু। (তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া) না ও কিছু না দিদি! তারপর?

বীরেনের স্ত্রী। তারপর আর কি, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি ফেল হয়েছেন। ফেল হয়ে আমার স্বামীকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'যেদিন থেকে শুনলুম শ্রীমতী চারুলতার সঙ্গে অরুণ বাড়ুয্যের বিয়ে হয়ে গেছে, সেইদিন থেকেই পড়াশুনো একেবারে বন্ধ ক'রে দিলুম।' এই চারুলতা কে জানো বোন? একটা ব্রাহ্মজ্ঞানীদের—ওমা, ও কি, তোমার মুখ আবার অমন হ'ল কেন? তোমার কি কোন অসুখ করেচে?

চারু। হঁ্যা, আজ আমার শরীরটা তেমন ভালো নেই—

বীরেনের স্ত্রী। তাহ'লে কার্পেটের কাজ এখন থাক্। নলিনী, চল্ তোকে খাবার দিয়ে আসি। তুমি একটু বোসো বোন্, আমি এখনি আসচি।

(নলিনীকে লইয়া প্রস্থান)

চারু। (সাশ্রু নেত্রে) হা ঈশ্বর! কেন আমার মতন হতভাগীকে সৃষ্টি করেছিলে? আমি নিজেও সুখী হলুম না, আবার আমার জন্যে আর একটি মহৎ জীবন এইরকম ক'রে নষ্ট হ'ল। উপেনবাবু—না, না, আর উপেনবাবু নও—তুমি এখন উপেন—আমার উপেন—আমার হৃদয়ের দেবতা উপেন, তুমি তোমার অমূল্য জীবন, তোমার ভবিষ্যতের আশা-ভরসা এই হতভাগীর জন্যে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হ'লে না, আর আমি কাঁচের লোভে মাণিককে ভুলে ব'সে আছি!

(বীরেনের স্ত্রীর পুনঃপ্রবেশ)

বীরেনের স্ত্রী। এখনো শরীরটা সারে নি?

চারু। (চেষ্টা ক'রে হেসে) না, আমি ভালো হয়েছি। (অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া) আচ্ছা দিদি, তোমার স্বামীর সেই বন্ধুটির—হ্যাঁ, উপেনবাবুর চিঠির কোন জবাব বুঝি এখনো দেওয়া হয় নি?

বীরেনের স্ত্রী। হয়েছে বোন। আমার স্বামী উপেনবাবুকে খুব উৎসাহিত ক'রে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তার উত্তরে উপেনবাবুর চিঠি আজই পেয়েছি—এই যে, চিঠিখানা আমার আঁচলেই আ

চারু। চিঠিখানা গোপনীয়?

বীরেনের স্ত্রী। না, না, গোপনীয় কেন হবে—বেশ পড়বার মতন চিঠি। আর একবার পড়ব ব'লে আঁচলে বেঁধে রেখে দিয়েছি। তুমিই না হয় আর একবার আমাকে প'ড়ে শোনাও। (পত্রদান)

চারু। (কম্পমান হস্তে উপেনের পত্র লইয়া পাঠ)

"ভাই বীরেন,

তুমি লিখিয়াছ 'এখন একবার মোহনিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর এবং চক্ষু মুছিয়া তাকাও। তোমার জন্মভূমির ক্ষুদ্র পল্লীতে, তোমার সেই চিরপরিচিত ক্ষুদ্র কুটীরের এক কোণে একটি স্থির স্নেহের প্রদীপ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিয়া মৃদু মৃদু জ্বলিতেছে, তাহার কথা মনে পড়ে কি? পাশ্চাত্য সমাজের প্রখর বৈদ্যুতিক তেজে অন্ধ হইয়া সেই ক্ষীণ স্নিগ্ধ প্রদীপটির কথা ভুলিও না। তাহাকেই তোমার সংসার-যাত্রার ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া অকূল সাগরে দিঙ্ নির্ণয় কর।'

বীরেন, তোমার এই বাণী আমার হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্যতিমিরে দীপশিখার মতই কাজ করিয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে নবজীবনের মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছ। আমি মাটিতে পড়িতে পড়িতে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি! তোমার স্নেহের ঋণ এ-জন্মে পরিশোধ করিতে পারিব না।

এখন আমি এই পাশ্চাত্য জগতের অত্যুজ্জ্বল বিদ্যুচ্ছটার মধ্যে থাকিয়াও আমার সেই ক্ষুদ্র কুটীরের স্তিমিতপ্রভ সুস্নিগ্ধ পবিত্র দীপশিখাটির জন্য লালায়িত হইয়াছি।

তোমার উপদেশে আমি আবার উৎসাহে বুক বাধিয়া পরীক্ষার পড়া আরম্ভ করিয়াছি। আর চারিমাস পরে কেম্ব্রিজের বি এ পরীক্ষা দিব, হয়ত একটা র‍্যাংলারও হইতে পারি।

সম্ভবতঃ আর ছয়মাস পরেই দেশে ফিরিব। তুমি ইতিমধ্যে দেখিও আমার সেই সাধের প্রদীপটি যেন নিবিয়া না যায়! বৌদিদিকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিও, দেশে ফিরিয়া ধুতি পরিয়া আমি পিড়িতে বাবু হইয়া বসিয়া খাইব, আর তিনি স্বয়ং রাঁধিয়া আমাকে পরিবেষন করিবেন। ইতি"

বীরেনের স্ত্রী। এখন পথে এস। কেমন বোন, বেশ চিঠি নয় ?

চারু। হ্যাঁ। কিন্তু দিদি, এ চিঠির জবাব বোধহয় এখনো লেখা হয় নি ?

বীরেনের স্ত্রী। না। কেন বল দেখি ?

চারু। তাহ'লে একটা কথা লিখে দিও। যে চারুলতার বিবাহ হয়েছে শুনে উপেনবাবু মনের অভিমানে পরীক্ষায় ফেল করেছেন, সে হতভাগী এখন বিধবা। তার স্বামী অরুণ ব্যানার্জ্জি অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে পরলোকে গেছে।

বীরেনের স্ত্রী। ওমা, সে কি কথা ? আর এ কথা তুমিই বা জানলে কেমন ক'রে ?

চারু। চারুলতা আমাদেরই সমাজের মেয়ে কিনা! কিন্তু সে কথা যাক্ গে, আমার আর একটা কথা আছে। উপেনবাবু বিলাত থেকে আসবার আগে তাঁর স্ত্রীকেও এখানে এনে রাখো না। তাহ'লে তোমরা সহজেই স্ত্রীর সঙ্গে উপেনবাবুব মিলন ঘটিযে দিতে পারবে।

বীরেনের স্ত্রী। সে কথা নন্দ নয়। কিন্তু সেই শুভ-মিলন উপলক্ষে তোমাকে একটি গান রচনা ক'রে দিতে হবে।

চারু। (হাসিয়া) তা আমি নিশ্চয়ই দেব।

বীরেনের স্ত্রী। আর সে গান তোমাকেই গাইতে হবে।

চারু। না দিদি, আমি গাইতে পারব না। অনেকদিন গান গাই নি, আমার গলা বেসুরো হয়ে গেছে। আমার গান তাঁব ভালো লাগ্‌বে না।

বীরেনের স্ত্রী। তুমি ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী, আমার সঙ্গে ভাব হয়েছে, তাই এখানে বেড়াতে আসো, গল্পস্বল্প ক'রে আবার চ'লে যাও। এ ছাড়া তোমার আর কোন পরিচয় তো আমরা জানি না! কিন্তু আজ তোমার কথা জানবার ইচ্ছে হচ্ছে!

চারু। আচ্ছা, আমার কথা আর একদিন বলব। আজ বেলা হয়ে গেছে, আমি আসি দিদি! (প্রস্থান)

(বীরেনের প্রবেশ)

বীরেনের স্ত্রী। ওগো, এক কাজ করলে কেমন হয়? উপেনের বৌকে আমি এখানে এনে রাখব, পরে উপেন এলে আমরা তাদের মিলন ঘটিয়ে দেব?

বীরেন। (হাসিয়া) বেশ তো, এ অতি সৎপরামর্শ। যেমন আমরা একবার তাদের ফুলশয্যায় মিল করিয়ে দিয়েছিলুম, সেইরকম তো?

বীরেনের স্ত্রী। হঁ্যা, হঁ্যা—সেইরকম। এখানেও আমি আবার নূতন ফুলশয্যার আয়োজন করব।

বীরেন। গ্র্যাণ্ড আইডিয়া! তবে তুমি উপেনের জন্যে এখন থেকেই ঝোল-চচ্চড়ির যোগাড় আরম্ভ কর! আর আপাততঃ আমার নিজের উদরের জন্যে কিঞ্চিৎ জলযোগের যোগাড় কর। ততক্ষণে আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কাজলপুর—উপেনের শয়নকক্ষ

বনলতা খাটের উপরে শুইয়া আছে। খাটের পাশে বনলতার মাতা ও শরৎশশী।

বন। (বিকারঘোরে) ইস্—তুমি যাও, আমি কথা ক'ব না! তুমি কালই কলকাতায় যাবে কেন? বুঝেছি, চারুলতা!— হঁ্যাগা, আজকাল

তোমার মুখে হাসি দেখি না কেন? একটু হাসো দেখি? দুয়ো, হাসতে পারলে না—কিন্তু আমি হাসতে পারি! (উচ্চস্বরে হাস্য) চারুলতা বড় চোর, চোর নয় কি দিদি? ঐ সায়েব, ঐ সায়েব,—আমাকে ছুঁলে, আমাকে ধরলে! তুমি তাহ'লে চললে? দাঁড়াও, আর একবার দেখি।—আমি সায়েব বিয়ে করব না, চারুলতা সায়েব বিয়ে করুক! (খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সচেতন ভাবে) মা, একটু জল!

(বনলতার মাতা ঝিনুকে করিয়া একটু জল
রোগীর মুখে ঢালিয়া দিলেন)

বন। মা, সন্ধ্যা হয়েছে, তুমি সন্ধ্যে কর গে। আমি ভালো আছি, দিদি আমার কাছে বসুক।

বনলতার মাতা। আবে মা, আমার কি এখন সন্ধ্যেপূজো আছে? মা দুর্গা। আমার কপালে এই ছিল। (প্রস্থান)

বন। দিদি, আমি তো চললুম। এখন কেঁদোনা, একটা কথা বলি শোনো।

শরৎ। না, তুই যাবি কেন বোন? এখনো আশা আছে, তোর ভয় নেই।

বন। ভয় কি দিদি? আমি মরতে ভয় পাই না। কিন্তু দিদি, মনে একটা সাধ হয়েছে, তা বুঝি আর মিটল না।

শরৎ। কি সাধ বোন?

বন। মরবার আগে আর একবার যদি তাঁর দেখা পেতুম। এই খাটে শুয়ে সেই মুখ কত দিন কত রাত ধ্যান করেছি। এখন যাবার সময়ে সেই মুখখানি যদি আর একবার দেখে যেতে পারতুম!

শরৎ। তার জন্যে ভাবিস কেন? সে তো অল্পদিন পরেই দেশে ফিরবে, তখন প্রাণ ভ'রে তাকে দেখে নিস!

বন। না দিদি, আমার কপালে আর সে সুখ নেই। আমাকে আর তোমরা ধ'রে রাখতে পারবে না।... দিদি, দেয়ালে ঐ যে ফটোগ্রাফখানা টাঙানো আছে, ওখানা পেড়ে আনো দেখি। এখান থেকে অন্ধকারে আমি ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না।

(শরৎশশী উপেনের বাঁধানো ফোটোগ্রাফখানা পাড়িয়া আনিয়া বনলতার হাতে দিতে গেলেন। বনলতা তাহা হাত বাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু পারিল না)

বন। দিদি, আমি আর হাত তুলতে পারছি না। উঃ, আমার হাত বড় অবশ হয়ে পড়েছে। তুমি আমার চোখের সামনে ছবিখানি তুলে ধর দেখি। (শরৎশশী তথামত কাজ করিলেন) দিদি, দেখ, আমার বুক কেমন ধড়ফড় করছে। ছবিখানি আমার বুকের ওপরে একটু রাখো তো। (শরৎশশী তথামত কাজ করিলেন) দিদি, ছবিখানি আমার চোখের সামনে তুলে ধর তো। আচ্ছা, না, না—একসঙ্গে বুকে রাখা আর চোখে দেখা যায় না কি? আমার বুকের উপরে তুলে ধর, আমি দেখি। (শরৎশশী ছবিখানি বনলতার বুকের উপরে খাড়া করিয়া ধরিলেন) দিদি, আমার এ কি হ'ল? এই এত কাছে আমার নজর হচ্ছে না কেন? উঃ! আমার চোখের খুব কাছে আনো—আর একটু, আরো একটু.. ......না দিদি, আমি আর দেখতে পাচ্ছি না। আমার চোখ বুঝি গেল। সব অন্ধকার! তুমি কোথায় দিদি?

শরৎ। এই যে বোন, আমি এখানেই—তোমার পাশেই।

বন। দিদি, আমার চোখ গিয়েছে তার মুখ আর এজন্মে দেখব না। তার চেয়ে ছবিখানি আমার বুকের ওপরেই শোয়ানো থাক। (শরৎশশী তাহাই করিলেন) কৈ, রাখলে না?

শরৎ। কেন, এই তো রেখেছি বোন!

বন। (অস্পষ্ট স্বরে) না, আমি আর কিছু বুঝতে পারছি না। উঃ

প্রাণ যে যায়, আমি যে আর কথাও কইতে পারছি না! দিদি, আমার এই শেষ কথা তাঁকে বোলো—তিনি যেন চারুলতাকেই বিয়ে করেন!

(মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য

ডাঃ চক্রবর্ত্তী বাড়ীর কক্ষ

(জগাইয়ের প্রবেশ)

জগাই। ও কি! ও কারা আসে? দারোগা, পাহারাওলার সঙ্গে কর্ত্তাসায়েব। কর্ত্তার হাতে হাতকড়ি!

(ইন্‌স্পেক্টর ও দুইজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে হাতকড়া পরিয়া ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ)

ইন্‌স্পেক্টর। এই তোমার বাসা?

ডাক্তার। হ্যাঁ। দেখ্‌চ তো, আমি ভদ্রলোক? আমি হচ্ছি ডক্টর জি চকরভর্টি—একজন সহর জানা লোক। আমাকে তোমরা ভুল ক'রে ধরেছ। ইসে—দাও, এখন হাতকড়ী খুলে দাও।

ইনস্পেক্টর। (জগাইয়ের প্রতি) তুই কে?

জগাই। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে আমি জগাই ঢালা—এনার—কর্ত্তাসায়েবের চাকর।

ডাক্তার। ইসে—চাকর নোস্, খানসামা।

জগাই। আজ্ঞে, আমি তাই—এনার খানসামা।

ইন্‌স্পেক্টর। বাড়ীতে আর কে আছে, ডেকে আন্!

জগাই। যাই হুজুর—(দ্রুতবেগে প্রস্থান)

ডাক্তার। দেখ্‌চ তো, আমি মিথ্যেকথা বলি নি? এইবারে হাতকড়ী খুলে দাও,—আমি ইসে—আমার পিঠ চুল্‌কোতে পারচি না।

ইন্‌স্পেক্টর। তুমি জালিয়াত, তোমার হাতকড়ী জেলখানার ভিতরে খুলে দেওয়া হবে।

ডাক্তার। ইসে—এ হচ্ছে অত্যাচার! আমি তোমার নামে মানহানির নালিস কবব।

(প্রভাবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। (ডাক্তারের দিকে তাকাইয়া) এ কি!

ডাক্তার। ইসে—দেখ প্রভা, এ কি জুলুম!

প্রভাবতী। (ইন্‌স্পেক্টরের প্রতি) ওঁর হাতে হাতকড়ী কেন?

ইন্‌স্পেক্টর। এ লোকটা কে?

প্রভাবতী। (লজ্জায় ঘৃণায় মুখ নামাইয়া) আমার স্বামী। উনি কি অপরাধ করেছেন?

ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীমতী চারুলতা মিত্রের নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে তিন হাজার টাকা জমা ছিল। চারুলতাব নাম জাল ক'রে এই মহাপুরুষ ব্যাঙ্ক থেকে সেই তিন হাজার টাকা সরাতে গিয়েছিলেন।

ডাক্তার। মিছে কথা—সব মিছে কথা প্রভা! এরা আমাকে ভুল ক'রে ধরেচে!

ইন্‌স্পেক্টর। রাস্কেল, তোমাকে আমরা ভুল ক'রে ধরেছি? তবে দেখবে একবার মজাটা?

ডাক্তাব। ইসে—গালাগাল দিও না, গালাগাল দিও না। তোমরা আমাকে ধরতে পারো, কিন্তু—আমাকে গালাগাল দেবার অধিকার তোমাদের নেই!

প্রভাবতী। আপনারা ওকে এখান থেকে এখনি নিয়ে যান। এ দৃশ্য আমি আর সহ্য করতে পারছি না। (চোখে রুমাল চাপা দিয়া প্রস্থান)

ডাক্তার। ও প্রভা, কোথা যাও? ইসে—লক্ষ্মীটি, যেওনা—শুনে যাও—ও প্রভা।

ইন্‌স্পেক্টর। (পাহারাওয়ালাদের প্রতি) একে থানায় নিয়ে চল।

ডাক্তার। ইসে—ওরে বাবা। আমায় থানায় নিয়ে যেও না—আমি সেখানে যাব না। ও প্রভা। দেখে যাও—এরা আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। ও প্রভা।—ইসে—

১ম পাহারাওয়ালা। (ডাক্তারকে ধাক্কা মারিয়া) চল রে চল্।

ডাক্তার। ও প্রভা।

ইন্‌স্পেক্টর। ভালোমানুষের মত আমাদের সঙ্গে এস, নইলে মার খাবে।—ইস্‌কো লে আও।

(প্রস্থান)

ডাক্তার। —ইসে—

২য় পাহারাওয়ালা। চল্‌ও রে। (ডাক্তারকে টানিয়া লইয়া পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কাজলপুর। দত্তবাড়া

উপেনের শয়নকক্ষ

(কাল সন্ধ্যা। প্রদীপহস্তে প্রথমে শরৎশশীর প্রবেশ পিছনে উপেন। উপেনের বেশভূষা উচ্ছৃঙ্খল, ভাবভঙ্গি উদভ্রান্ত। নেপথ্যে উপেনের মাতার ক্রন্দন শুনা যাইতেছেঃ "ওরে বাবারে, ওরে উপেন রে, তুম

এতদিনে কি দেখতে ফিরে এলি রে! ও বৌমা তুমি এখন কোথায়?")

শরৎশশী। ঠাকুরপো, পাগল হয়ো না—এস তোমার ঘরে এস, অনেক কথা আছে।

উপেন। আমার ঘর? আমার আর কোন ঘর নেই মেজ-বৌ-ঠাকরুণ!

শরৎশশী। (খাটের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঠাকুরপো! ঐ তোমার ফুলশয্যার খাট! ও খাট এখন সতীর পীঠস্থান। ঐ খাটে শুয়ে তোমার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে সে তার জীবন ক্ষয় করেছে।

উপেন। ঠিক বলেছেন বৌঠাকরুণ, ঠিক বলেছেন—এ খাট সতীর পীঠস্থানই বটে—এ খাট পবিত্রতার আধার—একে স্পর্শ করলেও জীবনের সমস্ত পাপক্ষয় হয়। (খাটের উপরে শুইয়া পাগলের মতন গড়াগড়ি দিতে লাগিল)

শরৎশশী। ব্যারাম যখন বেড়ে উঠেছিল তখন আমি বললুম, 'বোন, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিই, সেখানে ভালো চিকিৎসা হবে।' তার উত্তরে সে কি বলেছিল জানো? সে বললে 'না দিদি, প্রাণ থাকতে আমি এ খাট ছেড়ে যাব না। এই খাটে শুয়ে কতদিন কত রাত সেই মুখের পানে তাকিয়ে থেকেছি। মরি তো আমি এইখানে মরব।' (চোখের জল মুছিলেন)

উপেন। (উঠিয়া বসিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে) বল বৌঠাকরুণ, বল।

শরৎশশী। কত চিকিৎসা হ'ল, কিছুতেই কিছু হ'ল না। প্রথম থেকেই মরব ব'লে তার যেন কেমন একটা জেদ হয়েছিল। মুখে সর্ব্বদাই সেই এককথা—আমি তার সুখের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না—আমি মরব।

উপেন। (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া) উঃ!

শরৎশশী। তারপর সেই মৃত্যুসময়ের কথা—সে দৃশ্য দেখলে পাথরও গ'লে যায়। তোমার একখানা ফটো ঐখানে টাঙানো ছিল—দিন-রাত সে খালি তার দিকে তাকিয়ে থাকত। মরবার ঠিক আগে তার চোখ অন্ধ হয়ে গেল, তখন ছবিখানা আমি তার বুকের উপরে নামিয়ে দিলুম। তোমার ছবি বুকে চেপে ধ'রে, তোমার মূর্তি ভাবতে ভাবতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

উপেন। উঃ, আর শুনতে চাই না—যথেষ্ট হয়েছে, আর না!

শরৎশশী। (চোখ মুছিয়া) এখনো শেষ হয় নি, আরো একটা শেষ কথা আছে। তার মুখের সেই শেষ-কথাটি তুমি শুনবে কি ঠাকুরপো?—সে ব'লে গেছে, তিনি যেন চারুলতাকে বিবাহ করেন, আমি তাতে সুখী হব।

উপেন। হ্যাঁ, এ-জীবনে আমি তাকে খুব সুখী করেছি বৌঠাকরুণ, খুব সুখী করেছি, আর তাকে সুখী করতে বলবেন না! উঃ, আর যে পারি না! (দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া রোদন)

নেপথ্যে উপেনের মা। ওরে উপেন রে!

উপেন। বৌঠাকরুণ, চলুন, মায়ের কাছে যাই। (খাট হইতে নামিল) আজ এই খাটেই আমার বিছানা পেতে রাখবেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাকেই আমি স্বপ্নে দেখব। (প্রস্থান। শরৎশশীও তার পশ্চাদনুসরণ করিলেন)

———

সপ্তম দৃশ্য

ঢাকা। বীরেনের বাসা-বাড়ীর ঘর। বীরেন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে।

(বীরেনের স্ত্রীর প্রবেশ)

বীরেনের স্ত্রী। কি গো, অমন ক'রে ব'সে আছ কেন?

বীরেন। বড়ই দুঃসংবাদ!

বীরেনের স্ত্রী। দুঃসংবাদ! সে আবার কি?

বীরেন। বনলতা আর বেঁচে নেই!

বীরেনের স্ত্রী। কি সর্ব্বনাশ! সে কি! তুমি কি ক'রে জানলে?

বীরেন। এই মাত্র উপেনের চিঠি পেয়েছি।

বীরেনের স্ত্রী। তাহ'লে ঠাকুরপো দেশে ফিরেচেন?

বীরেন। হ্যাঁ।

বীরেনের স্ত্রী। ফিরে এসে বনলতাকে দেখতে পেয়েছেন?

বীরেন। না। উপেন বড়ই কাতর হয়ে পড়েচে। দেশে আর থাকতে পারচে না, আমাদের এখানেই আসচে। আজই তার আসবার কথা।

বীরেনের স্ত্রী। ঐ যে, সদর দরজার কাছে একখানা গাড়ী এসে থামল না? দাঁড়াও, দেখি। (জানালার কাছে গিয়া) হ্যাঁ, তাই তো!

বীরেন। আমি বাইরে গিয়ে দেখে আসি।

(প্রস্থান)

বীরেনের স্ত্রী। ঐ যে, ঠাকুরপো গাড়ী থেকে নামচেন! আহা, কি ছন্নছাড়ার মতন চেহারা হয়ে গেছে! এমন সর্ব্বনাশও হয়!

(প্রস্থান)

(বীরেনের ও উপেনের প্রবেশ)

উপেন। ভাই বীরেন, তোমাদের কাছে চিরবিদায় নিতে এসেছি। এ হতভাগাকে বিদায় দাও।

বীরেন। উপেন, ভাই! তুমি বুদ্ধিমান, বহুদর্শী, বিচক্ষণ। এত উতলা হোয়ো না, শান্ত হও।

উপেন। কে শান্ত হবে? আমি? এ জীবনে নয়। পৃথিবীতে আমার সান্ত্বনালাভের আর কি আছে ভাই? কোন্ মুখে আমি দেশে ফিরে এসেছি? আমার সেই দরিদ্রের কুটীরের বস্তুপ্রদীপ, যার স্নিগ্ধ আলোকে এই দুর্গম জীবনের পথ খুঁজে নেব ব'লে মনে করেছিলুম, আজ আমার সে প্রদীপটি কোথায় ভাই? আমার হৃদয়-আকাশের ধ্রুবতারা আজ খ'সে পড়েছে—এখন অন্ধকার, অন্ধকার, আমার জীবন ভ'রে দেখছি সুধু নিবিড় অন্ধকার। আমি ঘোর পাপী, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি বল।

বীরেন। তুমি কি করবে ভাই! অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে।

উপেন। না, না—তোমার অদৃষ্ট আমি মানি না। আমিই তার মৃত্যুর কারণ—আমার অনাদরেই সে মরেছে। একদিনে নয়—দশদিনে নয়—দুই বৎসরে তিলে তিলে মৃত্যু তাকে গ্রাস করেছে। স্বামীর কল্পিত সুখের জন্যে নিজের জীবনকে আর কে কবে এমন ভাবে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে?

বীরেন। সে যে দেবী ছিল ভাই, প্রেমের ধর্ম্ম তার মানবত্বকে দেবত্বে পরিণত করেছিল।

উপেন। তবে আমিও তার সেই মহান প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করব। তারই মত আমিও তার পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ ক'রে তিলে তিলে এ পাপজীবন ক্ষয় করব। এই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

বীরেন। আচ্ছা, যা করতে হয় কর। এখন একটু শান্ত হও। চা আনতে বলব কি? একটু চা থাবে?

উপেন। চা? তুমি তো জানো, চা আমি আগেও খেতুম না, এখনো খাই না। যাও, তুমি এখন বাইরে যাও, তোমার জন্যে অনেক লোক ব'সে আছে। আমি এখন একটু বিশ্রাম করব।

বীরেন। আচ্ছা, তুমি বিশ্রাম কর। কিন্তু ঐ দেখ, তুমি কি খাবে জানবার জন্যে তোমার বৌদিদি এইদিকেই আসছেন।

(বীরেনের স্ত্রীর প্রবেশ)

উপেন। (উঠিয়া তাঁকে প্রণাম করিয়া) আমার খাবার জন্যে কোন চিন্তা করবেন না। আমি মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেছি, আমি হবিষ্যাশী। আপনি সেই যোগাড়ই করবেন।

বীরেনের স্ত্রী। ঠাকুরপো, এখানকার স্কুলের শিক্ষয়িত্রী তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ও-ঘরে অপেক্ষা করছেন। তুমি নাকি তাকে চেন।

(বীরেনের ও বীরেনের স্ত্রীর প্রস্থান)

উপেন। (চৌকীর উপরে গিয়া একটা তাকিয়ায় ভর দিয়া বসিয়া) স্কুলের শিক্ষয়িত্রী? আমি চিনি? আশ্চর্য্য।

(চারুলতার প্রবেশ)

উপেন। (উঠিয়া বসিয়া) কে আপনি?

চারু। আমি চারু।

উপেন। (সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বসিয়া শান্ত স্বরে) কলকাতায় এসেই আপনার দুঃখের কাহিনী শুনেছি। কিন্তু আপনি যে এখানে এসে শিক্ষয়িত্রীর কাজে নিযুক্ত হয়েছেন, তা আমার জানা ছিল না। বোধ হয় আপনিও আমার কথা শুনে থাকবেন।

চারু। হ্যাঁ, সব শুনেছি। শুনলুম আপনি নাকি বড়ই শোকবিহ্বল হয়েছেন?

উপেন। কে, আমি? আমি শোকবিহ্বল? আমি যে এখনো কেন বেঁচে আছি, তা জানি না। আমার মতন হতভাগা পৃথিবীতে আর কেউ নেই—আমার মতন পাপীই বা আর কে আছে?

চারু। কিন্তু আপনার সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণই তো আমি। এত-দিনে আমি বুঝেছি, আপনার যত কিছু মনস্তাপ, যত-কিছু নিষ্ফলতা সবই আমা হ'তে—

উপেন। (উত্তেজিত হইয়া) চারু, কেন আবার পূর্ব্বস্মৃতি জাগাচ্ছ? থাক্—জাগিওনা। তোমার কোন দোষ নেই, সব দোষ আমার। দোষ আমার স্বভাবের। আমার প্রাণে এত সহজে দাগ পড়ে কেন?

চারু। (অধীর স্বরে) না উপেন, না, দোষ তোমার নয়, দোষ সম্পূর্ণ আমার। তুমি আমার চিরহিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু; কিন্তু তোমার মহত্ব বুঝতে না পেরে তোমাকে আমি উপেক্ষা করেছিলুম। তুমি আমার জন্যে কি না করেছ, কত না সয়েছ? আমারি উপকার করতে গিয়ে আজ তুমি ধর্মচ্যুত, সমাজচ্যুত, পত্নীরত্নে বঞ্চিত। আমার জন্যে তুমি কত স্বার্থত্যাগ করেছ, আজও কি আমার তা জানতে বাকি আছে? তুমি ভাবছ আমার হৃদয় জড়, কিন্তু তাতেও স্পন্দন আছে উপেন, ভাবের আবেগে সেও সাড়া দিতে পারে।

উপেন। (অস্থিরভাবে কয়েকবার পরিভ্রমণ করিয়া) চারু, পূর্ব্ব-কথা আর তুলো না—অতীতের ভিতরেই আমাদের অতীতের সমাধি হোক্। (চারুলতার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া) এমন একদিন ছিল চারু, যে দিন তোমার মুখে একটু হাসি দেখলে আমার হৃদয়ের আনন্দ এমন উথলে উঠত, চন্দ্রালোকে প্রশান্ত সাগরও তেমন উছলে ওঠে না। তোমার কণ্ঠস্বর শুনলে আমার প্রাণ এমন নৃত্য ক'রে উঠত, মেঘ-মৃদঙ্গের নূতন ছন্দে ময়ূরের চিত্তও বোধ হয় তেমনভাবে নৃত্য করে না। তোমার হাতের সামান্য একটু স্পর্শেও আমার মন তোমার দিকে এমন আগ্রহে

ছুটে যেত, লৌহকণাও বোধ হয় চুম্বকের আকর্ষণে তেমন ভাবে এগিয়ে যেত না। এই ভাবের আবেগে উন্মত্ত হয়ে জাতিধর্ম্ম ভুলে আমি অকূল সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গিয়েছিলুম। কিন্তু এম্‌নি আমার কপাল যে, সমুদ্রে ডুবেও ভাগ্যে আমার রত্ন মিলল না। শেষে নিরাশার আঁধারে ভাসতে ভাসতে যে ভেলাখানি জুট্‌ল, তাও আজ অতলে তলিয়ে গেছে। যে দেবার আশ্রয় নিতে এসেছি সে দেবীর দেহ আজ শবদেহে পরিণত হয়েছে! সে শব সতার শব—বড়ই পবিত্র;—এখন তাইই আমার এক মাত্র অবলম্বন। মহাদেবের মতন সেই সতীর শবই বুকে ধ'রে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমার এই বিফল জীবন কাটাবার সঙ্কল্প করেছি। চারু, চারু,—পায়ে পড়ি তোমার, এই শবসাধনাব্রতে আর তুমি আমাকে প্রলুব্ধ কোরো না। আমার সুমুখ থেকে স'রে দাড়াও চারু, আমি বড়ই দুর্ব্বল চিত্ত।

চারু। (বেদনাবিদীর্ণ মুখে) উপেন, উপেন, তুমি আমাকে এ কি কথা বলছ? যদি জানতুম আমাকে তুমি এতটা নীচ-প্রকৃতি ব'লে ভাবো, তাহ'লে আমি কখনই তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতুম না। তুমি আমাকে শ্রদ্ধা কর, আর সেই বিশ্বাসেই আজ আমি এখানে আসতে সাহস করেছি।..... তবে আজ আমার হৃদয়ের কথা তোমার কাছে স্পষ্ট ক'রেই বলছি—জীবনে এই একবার—এই শেষবার বলছি, তুমিই এখন আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। কিন্তু তাই ব'লে মনে তুমি এ সন্দেহ কোরো না যে, তোমার মনের উপরে আমি কোন দাবি করতে এসেছি—আমি তোমার মিলনপ্রার্থী। আজ তুমি যে ব্রত নিয়েছ, অনেক দিন আগে থেকেই আমি সেই ব্রত ধারণ করেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করবার কোন দরকারই আমার ছিল না, আমি কেবল আমার পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্বীকার ক'রে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এসেছি। (উপেনের পদতলে ব'সে প'ড়ে) একবার তুমি মুখ ফুটে বল যে, আমাকে ক্ষমা

করলে। তোমার মুখে এ কথা শুনলে অন্তিমকালেও আমি সুখে মরতে পারব। (উপেনের পদধারণ করিল)

উপেন। (সরিয়া দাঁড়াইয়া প্রগাঢ়স্বরে) তোমার চেয়ে আমার অপরাধ শতগুণ অধিক। তবে যদি সত্যই তোমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা করলুম।

চারু। তাহ'লে উপেন, আজ আমি চির-বিদায় নিতে পারি ?

উপেন। (বদ্ধ কণ্ঠে) এস।

(সাশ্রু নেত্রে ধীরপদে চারুলতার প্রস্থান। উপেন আবেগস্ফীত বক্ষে চারুর দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল, একবার দুইবাহু সামনের দিকে বিস্তৃত করিল, তারপর একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল)

যবনিকা